ইসলামে মানবাধিকার

কিছু ভ্রান্তধারণা

Human Rights In Islam: Common Misconceptions

মূল:
আবু সালমান দিয়া উদ্দীন ইবারলি

ইসলাম হাউস পাবলিকেশন্স
Islam House Publication

ইউক্রেনের লোককথা

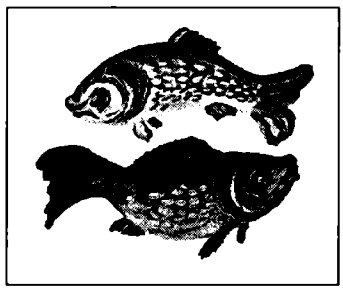

www.pathagar.com

ইসলামে মানবাধিকার
কিছু ভ্রান্তধারণা

www.pathagar.com

ইসলামে মানবাধিকার
কিছু ভ্রান্তধারণা

Human Rights In Islam
Common Misconceptions

মূল

আবু সালমান দিয়াউদ্দীন ইবারলি

অনুবাদ

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মো : নুরুল ইসলাম মণি

ডাঃ মুহাম্মাদ হুমায়ূন কবীর

সম্পাদনায়

ইসলাম হাউজ সম্পাদনা পর্ষদ

IHP

ইসলাম হাউস পাবলিকেশন্স

Islam House Publication

১১/১, ইসলামী টাওয়ার, ৩য় তলা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

ইসলামে মানবাধিকার
কিছু ভ্রান্তধারণা

আবু সালমান দিয়াউদ্দীন ইবারলি

প্রকাশক

ইসলাম হাউজ পাবলিকেশন্স

১১/১ ইসলামী টাওয়ার (৩য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।

☎ ০২-৯৫৭১০৯২, ০১৭১৫-৭৬৮২০৯,০১৯১১-০০৫৭৯৫

প্রকাশকাল : নভেম্বর : ২০১৫ ইং

মূল্য : ২০০.০০ টাকা।

www.pathagar.com

✍ অনুবাদকের কথা

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিহীল কারীম। ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন; ওয়াল আক্বিবাতু লিল মুত্তাকিন।

"মানবাধিকার" বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম আলোচিত একটি ইস্যু। মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। অন্যান্য ধর্মালম্বীদের দৃষ্টিতে জাতিসংঘ সনদ কিংবা ম্যাগনাকাটা চুক্তির মধ্য দিয়ে মানবাধিকার ধারনার বুৎপত্তি হলেও মুসলমানদের কাছে মানবাধিকার ধারনার সূচনা হয়েছে আরো অনেক আগেই। বর্তমান পৃথিবীর স্বঘোষিত মানবাধিকারের ধারক-বাহকরা অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে মানবাধিকার ইস্যুকে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় লড়াইয়ের মোক্ষম অস্ত্র বানিয়ে নিয়েছে। বিশেষ করে মানবাধিকারের কথা বলে ইসলামকে পৃথিবীবাসীর কাছে ভয়ংকর অমানবিক ধর্ম হিসাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। অথচ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মানবতার ধর্ম ইসলামই মানবাধিকারের সর্বোচ্চ সুরক্ষা দিয়েছে।

সৌদি আরবের প্রখ্যাত ইসলামী বিশেষজ্ঞ আবু সালমান দিয়া উদ্দিন ইবারলি সাহেব অত্যন্ত দক্ষতার সাথে **"Human Rights In Islam Common And Common Misconceptions"** গ্রন্থে ইসলামের মানবাধিকার ইস্যু নিয়ে বিদ্যমান ভূল ধারনার অপনোদন করেছেন।

আবেগ ও অযাচিত কথা পরিহার করে লেখক শুধুমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামের মানবাধিকার ইস্যুকে অত্যন্ত যৌক্তিক উপায়ে বর্ণনা করেছেন। কাউকে আঘাত না করে ইসলামের অনিন্দ্য সৌন্দর্যকে তুলে ধরেছেন।

www.pathagar.com

একজন মুসলমান হিসাবে বইটি অনুবাদ করার তাগিদ অনুভব করেছি। বইটির প্রতিটি লাইনে আপনি আমার নবীন হাতের অপরিপক্কতা খুঁজে পাবেন। আশা করছি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম হাউজ পাবলিকেশন্সের স্বত্তাধিকারী ও প্রকাশকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমার মত আনকোড়া এক তরুনকে প্রতি নিয়ত উৎসাহ দিয়েছেন। শ্রদ্ধাভাজন প্রকাশক সাহেব প্রতিদিন রাতে ফোন করে অনুবাদের অগ্রগতির খোঁজ না নিলে হয়তো কখনো বইটির অনুবাদ শেষই হতো না।

পরিশেষে আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করছি, এই প্রচেষ্টা যেন কিয়ামতের দিন আমার মুক্তির অসিলা হয়। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন।

মাআচ্ছালাম

নভেম্বর ২০১৫ ইং

নূর মোহাম্মদ আবু তাহের

www.pathagar.com

ভূমিকা

সমুদয় প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সেই আল্লাহ তাআলার জন্য যিনি বিশ্ব মানবজাতির জীবন পরিচালনার জন্য জীবনের মৌলিক উপাদান মানবাধিকারের মতো বিষয়কে দান করেছেন। তাঁর প্রিয় রাসূল ﷺ-কে দান করুন সর্বোচ্চ প্রশংসিত স্থান এবং তাঁর পরিবার, সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁদের অনুসারীদের হিফাজত করুন আর কিয়ামতের কঠিন ময়দানে নিরাপত্তা প্রদান করুন।

প্রতিটি সমাজই তার নাগরিকদের অধিকারকে সুনিশ্চিত করে। এ অধিকারগুলোই নাগরিকদের মৌলিক চাহিদা এবং নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় এবং সমাজের বৃহৎ অংশের সাথে নিজেদের একাত্মতা করার বোধশক্তি জাগিয়ে তোলে। সন্তুষ্টচিত্তে অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার আগে প্রথমেই ব্যক্তি নিজের নিরাপত্তা এবং প্রাপ্তির হিসেব চুকিয়ে নেয়।

বর্তমান বৈশ্বিক সমাজব্যবস্থায় তিনটি স্বতন্ত্র প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। প্রথম প্রবণতা হচ্ছে সমাজের ওপর ব্যক্তির অধিকারগুলোকে অতিরঞ্জিত করে উপস্থাপন করা। এ প্রবণতা ব্যক্তিকে তার পছন্দনীয় সবকিছু করার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে। এখানে বাধ্যবাধকতা লেশমাত্র থাকে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে এসব প্রবণতা একটি বিশৃংখল সামাজিক ব্যবস্থার আয়োজন করে। কারণ ব্যক্তি যখন অসীম স্বাধীনতার অধিকারী হোন, আত্মকেন্দ্রীক প্রত্যাশা ও চাহিদা তখন মুখ্য হয়ে ওঠে এবং ব্যক্তিস্বার্থের সাথে সামাজিক সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। তখন পুরো সমাজব্যবস্থা লোভাতুর, স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিদের কবলে পড়ে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে। উদারতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় এসব রোগ মারাত্মকভাবে পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয় প্রবণতা ওপরে বর্ণিত প্রবণতার ঠিক বিপরীত। সমাজের অধিকারকে ব্যক্তি অধিকারীর চেয়ে খুব বেশি অগ্রাধিকার দেয়া

www.pathagar.com

হয়। এসব প্রবণতা ব্যক্তি অধিকারকে একেবারেই ছিনতাই করে। শাসক শ্রেণী কেবলমাত্র ব্যক্তির সে অধিকারগুলো স্বীকার করে যা তাদের কর্তৃত্বপূর্ণ শাসনের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় না। সমাজই সব, ব্যক্তি এখানে গৌণ। কমিউনিস্ট এবং সর্বগ্রাসী (Totalitarian) সমাজ ব্যবস্থায় এসব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়।

তৃতীয় প্রবণতা না সমাজের ওপর ব্যক্তির অধিকারকে বেশি মূল্যায়ন করে, না ব্যক্তির ওপর সমাজের অধিকারকে বেশি মূল্যায়ন করে। এখানে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়েই প্রাপ্য অধিকার লাভ করে। অধিকার ও দায়বদ্ধতাকে কিছু আইন এবং শর্তের মাধ্যমে খুব শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এখানে শুধুমাত্র মারাত্মক কোন সমস্যায় জনস্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়।

এ বইয়ে আমরা মানবাধিকারকে ইসলামী আইনের ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান থেকে বিশ্লেষণ করবো। আসমানীগ্রন্থ পবিত্র কুরআনুল কারীম এবং রাসূল ﷺ-এর হাদীস তথা সুন্নাহ এ দু'টি উৎসের ওপর ভিত্তি করেই মানবাধিকারকে চিহ্নিত করবো। পবিত্র কুরআনুল কারীম এবং সুন্নাহ উভয়েরই মূল লক্ষ্য একটি আদর্শ সমাজে একজন আদর্শ মানুষ তৈরি করা। ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ে সম্মিলিতভাবে কাজ করে ব্যক্তিকে তার স্রষ্টা আল্লাহর নিকটবর্তী করে। আমরা তৃতীয় প্রবণতাকে বিশ্বাস করি। যখন ব্যক্তি ও সমাজের মূলনীতি নিখুঁত গ্রন্থ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত হয়, তখন নিশ্চয় সে সমাজের ব্যক্তি তার সুখ ও সম্মানের সন্ধান লাভ করবে। এসব মূলনীতিগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমাজ স্বস্তি, শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে। এ সামাজিক অধিকার ও মূলনীতিগুলো নিছক অতীত অভিজ্ঞতা, প্রচলিত আদর্শ, সাময়িক ও চটকদার প্রয়োজনীয়তা, কিম্বা রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের স্বাভাবিক ফলাফল নয়। বরং এগুলো মানুষের পার্থিব উন্নতি এবং পারলৌকিক মুক্তির জন্য কল্যাণময় ও সর্বজ্ঞ এক সত্ত্বার পক্ষ থেকে প্রেরিত। ইসলাম স্বীকৃত অধিকার ও মূলনীতির সত্যতা ও ইনসাফের ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট আস্থাশীল। কারণ

www.pathagar.com

দয়াবান আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের প্রতিপালন করছেন। সুতরাং তিনিই সবচেয়ে ভালো জানেন, মানুষের জন্য আসলে কি প্রয়োজন। কি উপকারী, কি ক্ষতিকর। কি তাকে সুখী করবে, কি তাকে দুঃখী বানাবে। কি তাকে সফল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে, কি তাকে ব্যর্থ করে দেবে। আল্লাহ তায়ালা আইন করে নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার সৃষ্টির জন্য কি কি উপযুক্ত এবং কি কি তার প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করে তাকে সফল, সুখী মানুষে পরিণত করবে।

রাসূল ﷺ-এর ওপর নাযিলকৃত চিরস্থায়ী মুজিযা পবিত্র আল কুরআন সে আইনের মূলভিত্তি। রাসূল ﷺ-এর বাস্তব কর্মজীবন সুন্নাহ সে আইনের দ্বিতীয় উৎস, যা কুরআনে বর্ণিত আইনের বিশদ ব্যাখ্যাও বটে। এ আইন ও মূলনীতিগুলো আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ সর্বোত্তম নিয়ম ও পদ্ধতিতে বাস্তব জীবন দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন এবং রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহ উভয়টি সমাজে মানুষ ও ব্যক্তি অধিকারকে অত্যন্ত সম্মান দিয়েছে।

ইসলামী আইনের এসব উৎসগুলো কখনো ব্যক্তিস্বার্থ এবং জনস্বার্থকে উপেক্ষা করেনি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বর্ণনা করেছেন–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا-

অর্থ : আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিয্ক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। সূরা ১৭, বনী ইসরাঈল : আয়াত-৭০

মানুষ এসব সম্মান ও অধিকারগুলো কেবলমাত্র তখনই অর্জন করতে পারবে, যখন সে তার মালিকের পক্ষ থেকে প্রদত্ত দায়িত্ব ও

www.pathagar.com

কর্তব্য যথাযথভাবে আঞ্জাম দেবে। এ পৃথিবীকে সুন্দরভাবে গড়তে হলে, নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব পালন করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলছেন–

فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهٖٓ اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْٓءِ وَ اَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ-

অর্থ : যে উপদেশ তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তারা যখন সেটা বিস্মৃত হয় তখন যারা অসৎকাজ হতে নিবৃত্ত থেকেছে তাদেরকে আমি উদ্ধার করি এবং যারা যুলুম করে ও দুষ্কর্ম করতে বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তি দিয়ে থাকি।" সূরা ৭, আ'রাফ : আয়াত-১৬৫

আজকের দুনিয়ায় কিছু জাতি ও আন্তর্জাতিক সংগঠন মানবাধিকার মানবাধিকার বলে চিৎকার ও চেঁচামেচি করছে। তারা আইন করে মানবাধিকার সংরক্ষণের ফালতু দাবি করছে। অথচ ইসলাম আজ থেকে ১৪০০ বছর আগেই মানবাধিকারের ব্যাপারটিকে সুনির্দিষ্ট করে উপস্থাপন করেছে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠন নিজেদের ইচ্ছেমতো মানবাধিকারের সংজ্ঞা নির্ধারণ করছে। বলাবাহুল্য সেখানে ধারণাগত ভ্রান্তি, ত্রুটিপূর্ণ-প্রক্রিয়া এবং অবিচারমূলক প্রয়োগবিধি জন্ম নিয়েছে।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অর্থনৈতিক প্রভাবিত এবং সাংস্কৃতিক সংঘাতমূলক এ মানবাধিকারের বুলি কখনো সর্বজনীন হতে পারেনি। বরং ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী ধ্যানধারণার ধারক ও বাহক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এসব অধিকার কখনো সকল মানুষের স্বার্থকে সামনে রেখে নির্ধারণ করা হয়নি। বরং নির্দিষ্ট কিছু সংগঠন এবং শক্তিমান বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে **'মানবাধিকার'** নামক অস্ত্রের যথেচ্ছা ব্যবহার করা হয়েছে। এটিই প্রমাণিত সত্য। এটি আরও প্রমাণিত হয় যখন দেখি বর্তমান সময়েই কিছু জনপদে নৃশংসভাবে মানবাধিকারের লঙ্ঘন হচ্ছে। রক্তের হোলিখেলা চলছে। ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় নেমে এসেছে। অথচ সেখানে মানবাধিকারের ধারক-বাহকদের কোন উদ্যোগ নেই। রাষ্টে-রাষ্ট্রে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং জুলুম অবিচার দিন দিন পরিস্থিতিকে মারাত্মক

www.pathagar.com

বিপর্যয়ের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তথাকথিত মানবাধিকারের নামে কিছু জনপদকে দীর্ঘমেয়াদী অশান্তি, বিশৃংখলা এবং প্রভু রাষ্ট্রের গোলামীর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

আরও দুঃখজনক ব্যাপার যে, শুধুমাত্র রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সত্যিকারের মানবতাবাদী কিছু সংগঠন নির্যাতিত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে পারছে না। তাদের সাহায্যের হাত বাড়াতে পারছে না। কিছু আন্তর্জাতিক সংগঠন সত্যিকারের মানবতাবাদী কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

অপরদিকে ঠিকই রাজনৈতিক এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী, বিশেষ ধর্মের মিশনারী এবং বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠী সারা পৃথিবীতে নির্দ্বিধায় তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। কতিপয় সংগঠন শ্লোগান হাঁকছে "অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলানো যাবে না" কিম্বা "আমাদের অবশ্যই রাজনৈতিক বাস্তবতার সীমাবদ্ধতা মেনে চলতে হবে"। সেখানে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত সুস্পষ্ট। জুলুম ও শোষণের মূলোৎপাটন করে সকল নির্যাতিত মানুষদের সত্যিকারের সুরক্ষা, নিরাপত্তা ও সাহায্য প্রদানই ইসলামের অন্তর্নিহিত দাবি। ন্যায্য অধিকার প্রদান, অন্যায়ে বাধাদান এবং আল্লাহর পথে সংগ্রামের মাধ্যমে জুলুম ও নির্যাতনের মূলোচ্ছেদ করার ইসলামী নির্দেশনা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে–

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۙ وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا-

অর্থ : তোমাদের কী হলো যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী এবং শিশুগণের জন্য, যারা বলে: 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদের যালিম অধিবাসীদের থেকে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার কাছ থেকে কাউকে

www.pathagar.com

আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার কাছ থেকে কাউকে আমাদের সহায় কর।' সূরা ৪, নিসা : আয়াত-৭৫

সমাজে বল প্রয়োগ করে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ধারণা খুবই পুরানো এবং অবশ্যই তাতে সমস্যা ও জটিলতা বাড়ে। নিঁখাদ আন্তরিকতা এবং সঠিক কর্মনীতির মাধ্যমে ইসলাম সমাজে মানবাধিকারের প্রতিষ্ঠা ও বাস্তবায়ন দেখতে চায়। কিছু মানুষ মানবাধিকারের ঠিক ততটুকু বাস্তবায়ন করতে চায়, যতটুকু তার স্বার্থকে সংরক্ষণ করে। কিছু লোক ইসলামী আইন ও মূলনীতি বাস্তবায়নের কাজ করে, কিন্তু ইসলামকে বিকৃত করে প্রকারান্তে ইসলামী আইন ও মূলনীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনায়াসে বাধা সৃষ্টি করছে। তারা কোনক্রমেই ইসলামী মানবাধিকারের রক্ষাকর্তা নয়। সুতরাং যারা ইসলামকে নিরপেক্ষভাবে জানতে চান, তাদের অনুরোধ করবো ইসলামকে ইসলামের নিজস্ব ধাঁচে পড়ুন ও বুঝার চেষ্টা করুন। ইসলামের সঠিক প্রাণশক্তিকে ইসলামের নিজস্ব ধাঁচে পড়ুন ও বুঝুন। দোষারোপ করার কু-নিয়তে কিম্বা শুধুমাত্র দোষত্রুটি খোঁজার কু-অভ্যাস নিয়ে যারা ইসলামকে অধ্যয়ন করবে, তাদের কাছে সত্যের আলো কোনদিনই পৌছবে না। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিপথগামী ও বিচ্ছিন্ন কিছু ব্যক্তির আচরণ, কিম্বা গুটিকয়েক ব্যক্তি, শ্রেণী, মানুষ ও সরকারের কর্মকাণ্ড মূল বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না। ইসলামী আইন ও মূলনীতির প্রয়োগবিধি অবশ্যই ইসলামের প্রতি অবিচল অঙ্গীকার এবং উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তা বাস্তবায়নের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে। আমরা জানি কোন একটি প্রক্রিয়া বা কাঠামো সুন্দর হলেও তার উপলব্ধি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ কোন ব্যক্তির মিথ্যাচার, প্রতারণা, চুক্তির লঙ্ঘন, ছলচাতুরী এবং দুর্নীতির জন্য পুরো ব্যবস্থাকে আমরা দোষারোপ করতে পারি না। যেহেতু ইসলাম খুবই দৃঢ়ভাবে খারাপ কাজকে নিরুৎসাহিত করে, সেজন্য অপকর্মের দায় পুরোটাই অপরাধীর ওপর বর্তায়। এ জন্য ইসলামের পুরো ব্যবস্থাপনাকে দায়ী করা যায় না। আমাদের অবশ্যই পুরো কাঠামোকে পুঙ্খানুপঙ্খরূপে পরীক্ষা করা দরকার

www.pathagar.com

এবং সে কাঠামোর ফলশ্রুতিতে কি হচ্ছে– তাও জেনে নেয়া দরকার। এক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

কোন ব্যক্তির যদি রুটি কেনার প্রয়োজন হয়, তাকে অবশ্যই বেকারী কিম্বা এমন এক দোকানে যেতে হবে যেখানে রুটি বিক্রয় করা হয়। যেমন– মুদি দোকান অথবা কোন সুপার মার্কেট। যদি কোন ব্যক্তি রুটি খুঁজতে কসাইখানা অথবা ফলের দোকানে যায়, তাহলে সে কখনোই রুটি খুঁজে পাবে না। তেমনি ইসলাম খুঁজতে হলে অবশ্যই ইসলামের কাছেই ফিরে যেতে হবে। অন্যের কথা চোখ বুঁজে মেনে নেয়া হলে সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে না। পবিত্র কুরআনুল কারীমে এ ব্যাপারে দৃষ্টান্তমূলক একটি আয়াত উল্লেখ আছে–

وَ اِنْ تُطِعْ اَكْثَرَ مَنْ فِى الْاَرْضِ يُضِلُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ-

"যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; আর তারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে।" সূরা ৬, আনআম : আয়াত-১১৬

সুতরাং ইসলামকে খুঁজতে হলে অবশ্যই আপনাকে কুরআনুল কারীম ও সুন্নাহর কাছে যেতে হবে। অন্য কোথাও খুঁজলে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হবে। দুঃখজনকভাবে আমরা দেখছি পৃথিবীব্যাপি অধিকাংশ মুসলমানই ইসলামের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে না। কারণ তারা নিজেরাই মারাত্মক ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত। তাদের বিশ্বাস ও আমলে মারাত্মক ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে।

যারা ইসলাম নিয়ে অধ্যায়ন করতে চান তাদের এ বিষয়ে আমরা সতর্ক করতে চাই। কারণ যারা ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করছে, তাদের শঠতাপূর্ণ আচরণ এবং অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে অনেকেই ইসলামের মূল প্রাণশক্তি ভেবে ভুল করেন। সত্যিকারের জ্ঞান অন্বেষণকারীরা অবশ্যই এসব বদলোকদের দিকে তাকিয়ে

www.pathagar.com

হতাশ না হয়ে বরং প্রকৃত প্রতিনিধিত্বকারী মুসলিম এবং ইসলামের মূল প্রাণশক্তির দিকেই তাকাবে।

এক্ষেত্রে মুসলমানদের জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে ইসলামের সর্বোত্তম অনুশীলন করা এবং তাদের বিশ্বাসের সঠিক বাস্তবায়ন করা উচিত। আমরা অমুসলিমদের ইসলাম এবং ইসলামের মূলনীতিগুলোকে পক্ষপাতহীন মন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার উদাত্ত আহ্বান জানাই।

একজন নও মুসলিমের একটি মুসলিম প্রধান দেশ সফরের বিখ্যাত এক গল্প আছে। তিনি মুসলিম দেশ সফর করে সমাজে মুসলমানদের সামগ্রিক আমল অনুশীলন দেখে অত্যন্ত বেদনাহত হয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মুসলিম মিল্লাত ইসলামের আদর্শিক শিক্ষা ও মূলনীতি থেকে কতটা সরে এসেছে। তিনি বলেন- "আল্লাহকে অনেক ধন্যবাদ যে, এ দেশে আসার আগেই তিনি আমাকে ইসলাম গ্রহণের মহাসৌভাগ্য দান করেছেন। আমি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে যদি এ দেশে আসতাম, তাহলে কখনোই হয়তো হৃদয়ে ইসলাম গ্রহণের চিন্তা আসতো না।" তিনি দুঃখ করে এসব কথা বলেছিলেন। কারণ তিনি সে দেশে মুসলমানদের নিকৃষ্ট চরিত্রের বর্হিপ্রকাশ দেখেছিলেন। আমরা যেখানে মানুষদের ভুল সংশোধনের জন্য সংগ্রাম করছি, সেখানে এ ঘটনা সত্যিই খুবই দুঃখজনক ও হতাশাজনক। আমরা মুসলমানদের এহেন পরিস্থিতি থেকে সংশোধন করাতে চাই। সংশোধনের প্রথম ধাপ হচ্ছে সচেতনতা ও শিক্ষা।

www.pathagar.com

সূচিপত্র

◈ মানবজীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা ও ইসলাম.....১৭

ইসলামে সমতা.....১৮

◈ জীবনের পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তার সুরক্ষা ও ইসলাম.....২৩

১. আসমানী ধর্মের সুরক্ষা.....২৩

২. ব্যক্তির সুরক্ষা.....৩৭

৩. মনের সুরক্ষা.....৪৩

৪. সম্মান, পরিবার ও বংশের সুরক্ষা.....৪৬

৫. সম্পদের সুরক্ষা.....৫৫

◈ ইসলামে অধিকার ও কর্তব্যসমূহ.....৫৯

১. আল্লাহ তা'আলার অধিকার.....৬১

২. রাসূল ﷺ-এর অধিকার.....৬৮

৩. অন্যান্য নবী-রাসূলগণের অধিকার.....৭৩

৪. পিতা-মাতার অধিকার.....৭৫

৫. স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার.....৭৭

৬. স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার.....৭৮

৭. শিশুদের অধিকার.....৮২

৮. আত্মীয়-স্বজনের অধিকার.....৮৩

◈ জনসাধারণের অধিকার ও কর্তব্য: প্রেক্ষিত কিছু কথা.....৮৫

১. সাধারণ জনগণের ওপর শাসকের অধিকার.....৮৬

২. সরকারের ওপর জনগণের অধিকার.....৮৮

৩. প্রতিবেশীর অধিকার.....৯১

৪. বন্ধুর অধিকার.....৯৩

www.pathagar.com

৫. অতিথির অধিকার..... ৯৩
৬. দরিদ্র ও অসহায়ের অধিকার..... ৯৪
৭. কর্মচারী ও শ্রমিকের অধিকার..... ৯৮
৮. নিয়োগকর্তার অধিকার..... ৯৯
৯. প্রাণীদের অধিকার..... ৯৯
১০. বৃক্ষরাজির অধিকার ১০২
১১. বিবিধ অধিকার..... ১০৩

◈ ইসলামে বিচার ব্যবস্থা..... ১১৫
◈ হিসবাহ : একটি জবাবদিহিতামূলক প্রক্রিয়া..... ১১৯
◈ ইসলামের মানবাধিকার ঘোষণা ১২১
◈ শরীয়ার আলোকে মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য ১৩৩
◈ **ইসলাম ও মানবাধিকার : কিছু ভুল ধারণা**..... ১৩৪
◈ প্রথম ভুল ধারণা ১৩৪
ইসলাম আইনের ব্যাপারে ভুল ধারণার জবাব ১৩৪
◈ দ্বিতীয় ভুল ধারণা..... ১৩৭
অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কিত ভুল ধারণার জবাব..... ১৩৭
◈ তৃতীয় ভুল ধারণা..... ১৪০
ইসলামের শাস্তির বিধানাবলি সংক্রান্ত অভিযোগের জবাব.... ১৪০
◈ চতুর্থ ভুল ধারণা ১৫২
ধর্মত্যাগের শাস্তির ব্যাপারে ভুলধারণার জবাব..... ১৫২
◈ পঞ্চম ভুল ধারণা..... ১৫৫
অমুসলিমদের বিয়ে করার ব্যাপারে অভিযোগের জবাব..... ১৫৬
◈ ৬ষ্ঠ ভুল ধারণা ১৫৭
দাসপ্রথা নিয়ে ভুল ধারণার জবাব ১৫৭
◈ **উপসংহার** ১৭১

www.pathagar.com

মানবজীবনের মৌলিক প্রয়োজনীয়তা ও ইসলাম

ইসলাম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো সর্বশেষ ও সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা। ব্যক্তি অধিকার ও সামষ্টিক সামাজিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য ইসলাম তার যাবতীয় মূলনীতি, আইনগত কাঠামো, নৈতিক মূল্যবোধ ও আদর্শ সমাজব্যবস্থাকে অত্যন্ত সুচারুরূপে সাজিয়েছে। জনস্বার্থকে বিপন্ন না করে ব্যক্তি স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রাখার মাধ্যমেই ইসলাম সামগ্রীক ভারসাম্যপূর্ণ অধিকার ব্যবস্থা কায়েম রাখতে চায়। সমাজের প্রতিটি সদস্য যখন শান্তি, স্বাধীনতা এবং মৌলিক মানবীয় চাহিদা পর্যাপ্তভাবে উপভোগ করতে পারে ও একই সাথে জনস্বার্থের সাথে সমন্বয় সাধন করতে পারে, তখন তাদের প্রত্যেকেই পূর্ণতা ও তৃপ্তির সাথে একটি সফল জীবন-যাপনের সুযোগ লাভ করে। এসব তৃপ্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে রাসূল ﷺ বলেন–

مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ اٰمِنًا فِيْ سِرْبِهٖ مُعَافًى فِيْ جَسَدِهٖ عِنْدَهٗ قُوْتُ يَوْمِهٖ فَكَاَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا-

'তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শঙ্কামুক্ত অবস্থায় সুস্থদেহ নিয়ে সকাল শুরু করবে তার সেদিনের খাদ্যের ব্যবস্থা হলো, সে যেন দুনিয়ার যাবতীয় সুখ-শান্তি লাভ করেছে বলে গণ্য হলো।' তিরমিযী : ২৩৪৬

ইসলাম মানবীয় অস্তিত্বের জন্য ৫টি মৌলিক প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করেছে এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে। তা হলো–

১. আসমানী ধর্মের সুরক্ষা
২. নিজের সুরক্ষা
৩. মনের সুরক্ষা
৪. সম্মান, পরিবার ও বংশের সুরক্ষা
৫. স্বাস্থ্যের সুরক্ষা

www.pathagar.com

প্রায় সকল সমাজব্যবস্থা এসব মৌলিক মানবীয় প্রয়োজনীয়তার সুরক্ষা দিতে গিয়ে নিজেদের কাঠামোগত প্রক্রিয়া নিয়ে খুবই চিন্তিত। আমরা এক্ষেত্রে ইসলামের অনুপম কাঠামোকে তুলে ধরতে প্রয়াসী হব। এসব মৌলিক মানবীয় প্রয়োজনীয়তা বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে বর্তমান সময়ে বহুল আলোচিত এবং ভুল ব্যাখ্যায় জর্জরিত 'সমতা' (Equality) ইস্যু নিয়ে কিছু পর্যবেক্ষণ তুলে ধরবো।

ইসলামে সমতা (Equality In Islam) :

মানবীয় সত্ত্বা হিসেবে পুরুষ ও নারী উভয়ে সমান হিসেবে সৃষ্টি হয়েছে। উভয়ই আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে জাতি হিসেবে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ উভয়কেই তার অন্যান্য সৃষ্টির ওপর প্রাধান্য বিস্তার করার সুযোগ দিয়েছেন। জাতি, লিঙ্গ, বর্ণ, বংশ, শ্রেণি, ধর্ম অথবা ভাষাভিত্তিক বৈষম্যকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলাম 'বিশেষ শ্রেণি' ও 'অবহেলিত শ্রেণি' নামের কৃত্রিম দেয়াল ভেঙ্গে খান খান করে দিয়েছে। ইসলামে সমতা বলতে সবাইকে একই হতে হবে এমন কিম্বা হুবহু একই ধরনের কিছু বুঝায় না। ইসলাম প্রাকৃতিক ভিন্নতাকে কখনোই অস্বীকার করে না। নারী ও পুরুষ উভয়েই একে অপরের পরিপূরক। সুমহান আল্লাহ পবিত্র কালামে বলেছেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا-

অর্থ : হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সে আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে আবেদন-নিবেদন কর এবং আত্মীয়তাকেও ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে রাখেন। সূরা ৪, নিসা : আয়াত-১

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন-

'হে মানবমণ্ডলী! তোমাদের রব একজন। তোমাদের আদি পিতা একজন। প্রত্যেকেই আদমের সন্তান। আর আদম মাটির তৈরি। আল্লাহ তায়ালা পারস্পরিক পরিচিতির সুবিধার্থে বিভিন্ন সমাজ ও গোত্রে তোমাদের বিভক্ত করেছেন। আরবের ওপর যেমন অনারবের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তেমনি অনারবের ওপর কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই আরবের। একইভাবে শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের আর কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই। শ্রেষ্ঠত্ব, বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার একমাত্র ভিত্তি হলো তাকওয়া অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে।' মুসনাদে আহমদ- ২৩৪৮৯ বিদায় হজ্জের ভাষণ

ইসলাম বিশ্বাস করে সকল মানুষই একই উৎস থেকে সৃষ্ট। তাহলে কিভাবে সেখানে বৈষম্য কিম্বা সুপেরিওরিটির ধারণা দানা বাঁধতে পারে? ইসলাম বংশ ও সামাজিক মর্যাদার মিথ্যা গৌরবকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। এ হাদীসটি একবার দেখে নেই।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন : মহান আল্লাহ তোমাদেরকে জাহিলী যুগের মিথ্যা অহংকার ও পূর্বপুরুষদেরকে নিয়ে গর্ব করার প্রথাকে বিলুপ্ত করেছেন। নিশ্চয় একজন মানুষ হয় সৎ বিশ্বাসী অথবা হতভাগ্য পাপাচারী। সমস্ত মানুষ আদমের সন্তান আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী।" আবু দাউদ- ৫১১৬

ইসলামী আইন বর্ণবাদকে সমূলে উৎপাটন করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর এক প্রিয়তম সাহাবীর ঘটনা বলতে পারি। সাহাবীর নাম আবূ যার রাদিয়াল্লাহু আনহু। একদিন তিনি এক কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসের উদ্দেশ্যে তার মাকে জড়িয়ে বলেন, ওহে কালো মহিলার পুত্র! এটি শুনতে পেয়ে রাসূল ﷺ আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর কাছে এলেন এবং তাকে বলেন,

"তুমি কি তাকে তার মায়ের জন্য তিরস্কার করছো? নিশ্চয় তোমার মাঝে জাহেলী যুগের আচরণ বিদ্যমান রয়েছে। সে সময় শেষ ও অতীত হয়ে গিয়েছে। আল্লাহভীরুতা ও ধার্মিকতা অথবা উত্তম আমল ও কর্ম ছাড়া কালো মহিলার সন্তানের ওপর সাদা মহিলার সন্তানের মর্যাদা বা শ্রেষ্ঠত্ব নেই।"

www.pathagar.com

বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ-এর এই কথা শুনে আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু জমিনের ওপর বিষণ্নভাবে তার মাথাকে রাখেন এবং ক্রীতদাসের পায়ের কাছে মাথা নিয়ে যান। যেন এ জঘন্য পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। যদিও রাসূল ﷺ এমনটি করতে বলেন নি। আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্যই এমনটি করেছিলেন।

আল্লাহর ইবাদাত করার ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষই ইসলামের দৃষ্টিতে সমান। ধনী-গরিব, নেতা-চাষী, সাদা-কালো, উঁচু-নিচু সবাই আল্লাহর কাছে একই ধরনের এবং সমান। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শরীর ও চেহারার দিকে দেখেন না; বরং তিনি দেখেন তোমাদের ক্বলব (অন্তর) ও সৎকাজসমূহ। মুসিলম- ২৫৬৪

ইসলাম আরোপিত সকল দায়িত্ব-কর্তব্য ও নিষেধাজ্ঞা সকলের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে শ্রেণী-মর্যাদা, সামাজিক অবস্থান অথবা জাতি-বংশের ব্যাপারে কোন ছাড় নেই। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَ مَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ؕ وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ-

"যে সৎ আমল করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ যদি মন্দ আমল করে এর প্রতিফল সে ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের প্রতি কোনো যুলুম করেন না।" সূরা ৪১, হামীম-আস সাজদা-৪৬

ধর্মপরায়ণতা, ন্যায়পরায়ণতা এবং আল্লাহর নির্দেশনা প্রতিপালনের ক্ষেত্রে যার মাত্রা যত বেশি সে আল্লাহর কাছে ততবেশী পছন্দনীয়।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ-

অর্থ : হে মানবসমাজ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদেরকে বিভিন্ন কওম ও গোত্র বানিয়ে

www.pathagar.com

দিয়েছি, যাতে তোমরা একে অপরকে (সেসব নামে) চিনতে পার। আসলে আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে তারাই অধিক সম্মানিত, যারা তোমাদের মধ্যে বেশি মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।

সূরা ৪৯, হুজুরাত : আয়াত-১৩

ইসলামী আইনের চোখে ও মুসলিম বিচারকের কাছে সকল মানুষই সমান। শাস্তি, বিচার এবং আইনী পদক্ষেপ সকল জাতি, শ্রেণি ও ব্যক্তির ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে বিশেষ শ্রেণী, গোষ্ঠী, বংশ, জাতি পরিচয়ে কেউ রেহাই পেতে পারে না। এ ব্যাপারে আমরা অসাধারণ একটা উদাহরণ উপস্থাপন করতে পারি। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, বনু মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করেছিল। এতে কুরাইশরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা বলাবলি করে, কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ ব্যাপারে সুপারিশ উত্থাপন করবে? রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়ভাজন উসামা ইবনু যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আর কে এ সাহস করবে? এরপর উসামা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এ ব্যাপারে আলোচনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে উসামা! আল্লাহর থেকে নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে তুমি কি মধ্যস্থতা করতে এসেছো?

এরপর তিনি দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বেকার লোকদের নীতি এ ছিল যে, যখন কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করে, তখন তারা তাকে ছেড়ে দেয়। আর যখন তাদের মধ্যে কোনো দুর্বল ব্যক্তি চুরি করে, তখন তার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করে। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মদ ﷺ-এর কন্যা ফাতেমাও চুরি করে, তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দেব। বুখারী- ৪৩৭৯-৩৪৭৫ ও মুসলিম- ৩৫৯৮-৪৫০৫

জাতীয় সম্পদকে নিজের স্বার্থে একচেটিয়া ব্যবহার, অপব্যবহার কিম্বা হস্তগত করার অধিকার কারো নেই। জাতির প্রত্যেক নাগরিকেরই জাতীয় সম্পদে অধিকার আছে এবং তা থেকে উপকৃত হবার পূর্ণ অধিকারও রয়েছে। যদিও কাজ করার এবং জনস্বার্থে অংশীদার হওয়ার ক্ষেত্রে সকলের উপর দায়িত্ব সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। যে যতটুকু সময় ও শ্রম দেবে এবং জাতীয় কাজে যতটুকু অংশগ্রহণ করবে, বিনিময় হিসেবে সে

www.pathagar.com

ততটুকু পারিশ্রমিক হিসেবে নিয়ে যেতে পারবে। ইসলামী সরকার নাগরিকদের যোগ্যতা অনুযায়ী তাদেরকে পক্ষপাতহীনভাবে কাজে লাগাবে এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। জাতীয় সম্পদের ব্যবহার উপযোগী করার জন্য লোকবল নিয়োগ করবে। এর বিনিময়ে নিযুক্ত লোকবল বেতন ভাতা গ্রহণ করবে।

ইসলাম মানুষ হিসেবে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখে। যদিও সমাজকে কিছু দেয়ার বিনিময়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে পুরষ্কৃত করা হয়। প্রদত্ত সেবার ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তি পার্থক্য হতেই পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কঠোর পরিশ্রমী ব্যক্তি ও অলস ব্যক্তি পারিশ্রমিক ও আর্থিক পুরস্কার লাভের ব্যাপারে একইভাবে মূল্যায়িত হতে পারে না।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ۭ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ-

"প্রত্যেকে যা করে তদনুসারে তার মর্যাদা রয়েছে এবং তারা যা করে সে সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক বেখবর নন।" সূরা ৬, আনআম : আয়াত-১৩২

www.pathagar.com

জীবনের পাঁচটি মৌলিক প্রয়োজনীয়তার সুরক্ষা ও ইসলাম

এখন আমরা মানুষের মৌলিক অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার সমাধানে ইসলামের আসমানী ও আইনি প্রক্রিয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১.

আসমানী ধর্মের সুরক্ষা

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ ও নিখুঁত আলোকবর্তিকা অর্থাৎ জীবনব্যবস্থা। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা মানুষের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদের মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামকে জীবন ব্যবস্থা হিসেবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পূর্বে যত নবী-রাসূল পৃথিবীতে এসেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই তাঁদের উম্মতদের সামনে ইসলামের শ্বাশত রূপকেই তুলে ধরেছিলেন। নূহ আলাইহিস সালাম, ইবরাহিম আলাইহিস সালাম, মূসা আলাইহিস সালাম এবং ঈসা আলাইহিস সালাম সহ সকল নবীগণের দাওয়াত একটাই ছিল। তা হলো একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করো, শিরক করো না, মূর্তিপূজা ছেড়ে দাও। আল্লাহ তায়ালা বললেন–

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ-

"আমি তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসূল প্রেরণ করিনি তাঁর প্রতি এ ওহী ব্যতীত যে, 'আমি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই 'ইবাদাত করো।" সূরা ২১, আম্বিয়া : আয়াত-২৫

আল্লাহ তা'য়ালা প্রত্যেক নবী রাসূলগণকেই সে সময়ের প্রয়োজনীয় আইন-কানুন, নিয়ম-পদ্ধতিসহ পাঠিয়েছিলেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ আল্লাহর রাসূল। মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত পথ নির্দেশনা এবং আইন-কানুনের মাধ্যমে মানবতার সর্বাঙ্গীণ মুক্তির লক্ষ্যেই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'আলা বলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا-

"মুহাম্মদ ﷺ তোমাদের মধ্যকার কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।"

সূরা ৩৩, আল-আহযাব : আয়াত-৪০

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেন–

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا-

আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করেছি ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছি এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করেছি। সূরা ৫, মায়িদা : আয়াত-০৩

আরেক আয়াতে বলা হয়েছে-

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ-

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম।"

সূরা ৩, ইমরান আয়াত- ১৯

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ অন্যান্য নবীগণের সাথে তাঁর সাদৃশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে দারুণ এক উপমা দিয়েছেন। প্রখ্যাত সাহাবী আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন : আমি এবং পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীগণের উদাহরণ হলো- এক লোক একটি ঘর অত্যন্ত সুন্দর করে তৈরি করেছে। কিন্তু ঘরের এক কোণে একটি ইট ফাঁকা রেখে দিয়েছে। লোকজন চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে তার সৌন্দর্য্য দেখে বিমোহিত হচ্ছে কিন্তু বলছে, এ ফাঁকা জায়গায় একটি ইট বসালে কতই না সুন্দর হতো! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি হলাম সে ইট এবং আমি হলাম সর্বশেষ নবী। বুখারী- ৩২৭১,৩৫৩৪, মুসলিম- ৪২৩৯

www.pathagar.com

সমগ্র বিশ্ব মানবতা এ সাধারণ মূলনীতির ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছে যে সত্য, সুবিচার ও কল্যাণকর কিছুকে সমর্থন করতে হবে এবং মিথ্যা, স্বৈরশাসন ও অকল্যাণ কিছুকে প্রতিরোধ করতে হবে। মুসলমানরা এ দায়দায়িত্বের ব্যাপারে খুবই সচেতন এবং সত্য সুবিচারমূলক ও কল্যাণকর সবকিছুর পক্ষে বিধিসম্মতভাবে লড়াই ও সংগ্রাম করে চলছে। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে ধর্ম শুধুমাত্র একটা ব্যক্তিগত বিষয় বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। সেখানে জনগণের জীবনধারা ধর্মনিরপেক্ষ নিয়ম-পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। ধর্ম ও ধর্মীয় আইন সেখানে চরমভাবে উপেক্ষিত। আমাদের স্মরণ রাখা দরকার ইউরোপের বিভিন্ন খ্রিস্টান চার্চ ও শাসক-রাজাদের মারাত্মক বাড়াবাড়ি এবং স্বীয় দায়িত্বের সীমালঙ্ঘনের ফলশ্রুতিতেই ধর্মনিরপেক্ষতার আবির্ভাব ঘটেছিল। যার দায়-দায়িত্ব অন্যেরা নিতে পারে না।

এখন আমরা "জিহাদ" নামক এক সংবেদনশীল বিষয়ের সাথে পরিচিত হব। সম্ভবত 'জিহাদ' শব্দটি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভুলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কুরআনুল কারীমের নিচের আয়াতে আল জিহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ-

"আর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরাও তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।" সূরা ২, বাকারা : আয়াত- ১৯০

জিহাদের সংক্ষিপ্তরূপ হচ্ছে জুলুম, শোষণ ও দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে লড়াই করা। ইসলামে এগুলো শক্তভাবে নিষিদ্ধ কাজ। আরবী মূল শব্দ জিহাদ অর্থ 'প্রচেষ্টা'। জিহাদ বলতে শুধুমাত্র অত্যাচারী শাসক কিম্বা রাজা-বাদশাহদের বিরুদ্ধে সংগ্রামকেই বুঝায় না, কল্যাণকর সবকিছুকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং অন্যায়-অপকর্মকে দমন করার সংগ্রামও জিহাদের অপরিহার্য অনুসঙ্গ। জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম সত্য, সুবিচার ও

www.pathagar.com

কল্যাণকর সবকিছুর সুরক্ষা প্রদান করে এবং মুসলমানরা সকল অন্যায় ও অপকর্মকে প্রতিরোধ করে। এটি ইসলামের এমন এক সর্বজনীন অবশ্য পালনীয় দায়িত্ব-কর্তব্য যা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরয। এক্ষেত্রে জিহাদের মাত্রা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হতে পারে। শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে বেশি সামর্থবানদের ওপর জিহাদের হক তুলনামুলক অনেক বেশি। কিন্তু দরিদ্র, দুর্বল, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জিহাদের সার্বিক কার্যক্রম নৈতিক সমর্থন এবং জিহাদে বিজয় লাভের জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন-নিবেদন করা অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পৃথিবীর শুরু থেকেই জিহাদের অনুশীলন হয়েছে। মানব ইতিহাসের শুরু থেকেই শয়তানের তৎপরতা সারা পৃথিবীব্যাপি বিস্তৃত হেতু শয়তানকে প্রতিরোধে তখন থেকেই ইসলাম জিহাদে ব্যাপৃত হয়েছে। জিহাদ সর্বদাই স্বৈরশাসন ও অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। মিথ্যার ধ্বজাধারী দেবতা ও উপাস্যদের দাসত্ব করার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ইবাদাত করার বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা তুলে ধরেছে। জিহাদ একটি আইনসিদ্ধ পদ্ধতি যা অবিচারের মূলোৎপাটন করে দেয় এবং মানুষকে আল্লাহর ক্ষমা ও সুবিচারের কথা বলে। জিহাদ ইসলামের সুমহান পথ নির্দেশনার দিকে মানুষকে আহ্বান করে। এ পৃথিবীতে সকল মানুষের কল্যাণকে সুনিশ্চিত করতে চায়। নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি কিম্বা আরবদের কল্যাণে ইসলামের আবির্ভাব হয়নি। ইসলামের সর্বজনীন কল্যাণ দল, মত, ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতির অনেক উর্ধ্বে। আনাস ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ هٰذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُوْمًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا قَالَ تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ-

অর্থ : তুমি তোমার মুসলিম ভাইকে সাহায্য করো, চাই সে অত্যাচারী হোক কিংবা অত্যাচারিত। তখন তাঁরা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! অত্যাচারিতকে সাহায্য করার অর্থ তো বুঝেছি, কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব? তিনি বলেন, তুমি তার হাত ধরবে (তাকে জুলুম থেকে বাধা প্রদান করবে)।' বুখারী - ২৪৪৪

www.pathagar.com

ইসলামের সুমহান বার্তা ও আহ্বান সকলের জন্যই প্রযোজ্য এবং অবশ্যই তা সর্বজনীন। মানবতার সত্যিকারের সমাধান। ব্যাপক কল্যাণকর জীবনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপের নৈতিক নির্দেশনা। ইসলাম সুনিশ্চিতভাবেই সুবিচার, স্বচ্ছতা, সাম্য, স্বাধীনতা, উন্নয়ন, সফলতা এবং সত্যবাদিতার মূলনীতি মেনে চলে। জিহাদ জোর করে কাউকে ইসলাম গ্রহণের জন্য বাধ্য করে না। বরং এটি এমন একটি মাধ্যম ও প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আল্লাহর একত্ববাদ, সুবিচার, সাম্যের সুমহান বার্তাকে শান্তিপূর্ণভাবে ছড়িয়ে দেয়া যেতে পারে। ইসলামের সুমহান বার্তা পাবার পর মানুষ নিজেই ঠিক করবে যে সে ইসলাম গ্রহণ করবে কি না। জিহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো ইসলামের সুমহান বার্তাকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সম্প্রসারিত করার পথ তৈরি করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

দ্বীনের ব্যাপারে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। বিভ্রান্তি থেকে সুপথ প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে সে এমন এক মজবুত রশি ধারণ করবে, যা কখনো ছেঁড়বে না। আল্লাহ তা'আলা শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী। সূরা ২, বাকারা : আয়াত-২৫৬

মূলনীতিটা হচ্ছে সরকার ও জনগণের মধ্যে সুবিচার ও শান্তির সেতু-বন্ধন তৈরি করে দেয়া। কারণ ন্যায়বিচার ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। জিহাদ পশ্চিমা মিডিয়ার ভাষ্য অনুযায়ী কোন 'পবিত্র যুদ্ধ' নয়। বরং জালিমের বিরুদ্ধে এবং আল্লাহর বাণী, তাঁর প্রতি বিশ্বাস, তাঁর ধর্ম ইসলামের শান্তিপূর্ণ প্রচারের পথে বাধা দানকারীদের বিরুদ্ধে পবিত্র সংগ্রাম বা প্রতিরোধ করার নামই জিহাদ। মূলতঃ ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতিস্বার্থ কিম্বা ভূমি, সম্পদ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণে যুদ্ধ হয়। ইসলাম এ ধরনের যুদ্ধকে নিষিদ্ধ করেছে। ইসলামে কেবলমাত্র তিন অবস্থায় জিহাদের অনুমোদন রয়েছে।

www.pathagar.com

ক. জীবন, সম্পদ ও জাতীয় সীমানার (সার্বভৌমত্বের) সুরক্ষা দিতে। সেক্ষেত্রে কোনক্রমেই সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে বলেছেন–

وَ قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ-

অর্থ : আর যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তোমরাও তাদের সাথে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর এবং সীমা অতিক্রম করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না। সূরা ২, বাকারা : আয়াত-১৯০

খ. যুলুমের মূলোৎপাটন করতে এবং মজলুম মানুষদের অধিকার সংরক্ষণ করতে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

وَ مَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَ الْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَّ اجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا-

অর্থ : তোমাদের কী হলো যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী এবং শিশুগণের জন্য, যারা বলে. 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদের যালিম অধিবাসী যালিমদের থেকে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার কাছ থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার কাছ থেকে কাউকে আমাদের সহায় কর।

সূরা ৪, নিসা : আয়াত-৭৫

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ন্যায়শাসক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বীর মহানবী ﷺ জালেম শাহীর সামনে সত্যোচ্চারণকে আখ্যায়িত করেছেন 'সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ' হিসেবে।

সাহাবী আবূ উমামা বাহেলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত–

اَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ، اَيُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

www.pathagar.com

يَرْمِي الْجَمْرَةَ الْأُوْلٰى فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْوُسْطٰى فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا رَمٰى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ قَالَ: أَنَا ذَا يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: «أَفْضَلُ الْجِهَادِ مَنْ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ-

অর্থ : (বিদায় হজ্জে) প্রথম জামরায় পাথর নিক্ষেপের সময় এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল ﷺ! কোন জিহাদ সর্বোত্তম? রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে এড়িয়ে গেলেন। এরপর দ্বিতীয় জামরায় গিয়েও তিনি তাঁর উদ্দেশ্যে একই প্রশ্ন করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺও একইভাবে এড়িয়ে যান। অবশেষে তৃতীয় জামরায় বা জামরা 'আকাবায় গিয়ে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পাথর নিক্ষেপ করেন উটের রেকাবীতে পা রাখেন, তখন তিনি জানতে চান, 'প্রশ্নকারী সে ব্যক্তি কোথায়?' তখন সে ব্যক্তি বলেন, আমি এখানে হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বলেন, 'সর্বোত্তম জিহাদ সে ব্যক্তি করে যে অত্যাচারী শাসকের সামনে সত্য কথা বলে।'

মুসনাদ আহমদ : ১৮৮৩০।

গ. ঈমান ও ধর্মের সুরক্ষার্থে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা হচ্ছে–

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ-

অর্থ : তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তারা বিরত হয় তাহলে তারা যা করে আল্লাহ তো তার সম্যক দ্রষ্টা।

সূরা ৮, আনফাল : আয়াত-৩৯

একজন মুজাহিদকে (যিনি জিহাদ করেন, ইসলামী পরিভাষায় তাকে মুজাহিদ বলে-অনুবাদক) অবশ্যই নিয়তের পরিশুদ্ধতা অর্জন করতে হবে। জিহাদ করতে হবে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে। তাকে অবশ্যই জিহাদ সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জিহাদের নিয়ম-পদ্ধতি জানতে হবে। যদি কোনো ইসলামদ্রোহী মুসলমানদের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

আক্রমণ থামিয়ে দেয় এবং শান্তির শর্ত মেনে নেয়, তাহলে মুসলমানদের অবশ্যই লড়াই বন্ধ করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়ে বলেছেন–

وَ اِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

"তারা যদি সন্ধির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাহলে তুমিও সন্ধির দিকে ঝুঁকবে এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভর করবে; তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

সূরা ৮, আনফাল : আয়াত-৬১

তিনি এ বিষয়ে আরো বলেন-

اِلَّا الَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ اِلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ اَوْ جَآءُوْكُمْ حَصِرَتْ صُدُوْرُهُمْ اَنْ يُّقَاتِلُوْكُمْ اَوْ يُقَاتِلُوْا قَوْمَهُمْ ؕ وَ لَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقٰتَلُوْكُمْ ۚ فَاِنِ اعْتَزَلُوْكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ وَ اَلْقَوْا اِلَيْكُمُ السَّلَمَ ۙ فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيْلًا-

অর্থ : কিন্তু তাদেরকে নয় যারা এমন এক সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যাদের সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ, অথবা যারা তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আগমন করে যখন তাদের মন তোমাদের সাথে হয়ে অথবা তাদের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে সঙ্কুচিত হয়। যদি আল্লাহ তা করতেন তবে তাদেরকে তোমাদের ওপর ক্ষমতা দিতেন এবং তারা নিশ্চয় তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করত। সুতরাং তারা যদি তোমাদের নিকট হতে সরে দাঁড়ায়, তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ না করে এবং তোমাদের নিকট শান্তি প্রস্তাব করে তবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ রাখেন নি। সূরা ৪, নিসা : আয়াত-৯০

ইসলাম শুধুমাত্র নির্দিষ্ট কিছু কারণে লড়াই করার অনুমোদন দিয়েছে এবং যুদ্ধ আচরণ মেনে চলার ব্যাপারে কঠিনভাবে নির্দেশনা প্রদান করেছে। অন্য কোন কারণে যুদ্ধ-বিগ্রহকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। যেমন ভূমি সম্প্রসারণের জন্য যুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের জন্য যুদ্ধ, প্রতিশোধের নিমিত্তে যুদ্ধকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। যুদ্ধকালীন সময়ে

www.pathagar.com

যাকে ইচ্ছা হত্যা করাকে ইসলাম মোটেই বরদাশত করে না। যুদ্ধাবস্থায় শুধুমাত্র সামরিক ব্যক্তি এবং তাদের সরাসরি যারা সমর্থন করে, তাদেরকে হত্যা করা বৈধ। বৃদ্ধ, শিশু, মহিলা, চিকিৎসাধীন, মেডিকেল স্টাফ এবং সাধু-সন্নাসীকে হত্যা করা ইসলাম অনুমোদন করে না। এ ধরনের অপরাধ ইসলাম ক্ষমা করে না। ইসলাম শত্রুপক্ষের নিহত যোদ্ধার শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করা এবং অঙ্গহানী করাকে বৈধতা দেয়নি। গবাদি পশু এবং শত্রুপক্ষের যে কোনো ধরনের পশু হত্যাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। জনসাধারণের বাড়ি ঘর ধ্বংস করা, পান করা পানির উৎস যেমন নদী, লেক, ঝরণাকে দূষিত করাকে মোটেই সমর্থন করে না। এ নীতিমালাগুলো কুরআনুল কারীমের বহু আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে–

وَابْتَغِ فِيمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الْاَرْضِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ-

অর্থ : আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন এর দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর এবং দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলিও না; তুমি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালোবাসেন না।

সূরা কাসাস : আয়াত-৭৭

হাবীব ইবনে অলীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৈন্যদল প্রেরণকালে বলতেন–

انْطَلِقُوا بِسْمِ اللهِ وَبِاللهِ، وَفِيْ سَبِيْلِ اللهِ، تُقَاتِلُوْنَ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اُبَعِّثُكُمْ عَلَى اَنْ لَا تَغُلُّوْا، وَلَا تَجْبُنُوْا، وَلَا تُمَثِّلُوْا، وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا، وَلَا تَحْرِقُوْا كَنِيْسَةً، وَلَا تَعْقِرُوْا نَخْلًا-

অর্থ : তোমরা আল্লাহ ও আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে যাত্রা কর। তোমরা আল্লাহর প্রতি কুফরকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। আমি তোমাদের কয়েকটি উপদেশ দিয়ে প্রেরণ করছি : (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না, ভীরুতা দেখাবে না, (শত্রুপক্ষের) কারো চেহারা বিকৃতি ঘটাবে

www.pathagar.com

না, কোনো শিশুকে হত্যা করবে না, কোনো গির্জা জ্বালিয়ে দেবে না এবং কোনো গাছ-গাছালি উৎপাটন করবে না।' মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক : ৯৪৩০

এদিকে মুতার যুদ্ধে রওয়ানার প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ প্রদান করেন–

وَلاَ تَقْتُلُوا امْرَاَةً وَلاَ صَغِيْرًا ضَرَعًا وَلاَ كَبِيْرًا فَانِيًا وَلاَ تَقْطَعُنَّ شَجَرَةً وَلاَ تَعْقِرُنَّ نَخْلاً وَلاَ تَهْدِمُوْا بَيْتًا-

অর্থ : তোমরা কোনো নারীকে হত্যা করবে না, অসহায় কোনো শিশুকেও না; আর না অক্ষম বৃদ্ধকে। আর কোনো গাছ উপড়াবে না, কোনো খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দেবে না। আর কোনো ঘর-বাড়িও ধ্বংস করবে না।'

মুসলিম- ১৭৩১

আরেক হাদীসে আছে, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন–

كَانَ اذَا بَعَث جُيُوْشَهُ . قَالَ : لاَ تَقْتُلُوْا اَصْحَابَ الصَّوَامِعِ-

রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের কোনো বাহিনী প্রেরণ করার সময় বলতেন, 'তোমরা গির্জার অধিবাসীদের হত্যা করবে না।'

মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা : ৩৩৮০৪

ইসলামের প্রথম খলিফা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর জীবনী থেকেও আমরা এ ব্যাপারে নির্দেশনা পাই। মুসলিম সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে প্রেরণের আগে তাঁদের উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে তিনি বলেন- ১০টি আদেশ শোন এবং তা পালন করো।

لاَتَخُوْنُوْا وَلاَ تَغْدِرُوْا وَلاَ تَمْثِلُوْا وَلاَ تَقْتُلُوْا طِفْلاً صَغِيْرًا وَلاَ شَيْخًا كَبِيْرًا وَلاَ اِمْرَاَةً وَلاَ تَغْلُوْا وَلاَ تَعْزِقُوْا نَخْلاً وَلاَ تُحَرِّقُوْهُ وَلاَ تَقْطَعُوْا شَجَرَةً مُثْمِرَةً وَلاَ تَذْبَحُوْ شَاةً وَلاَ بَقَرَةً وَلاَ بَعِيْرًا اِلاَ وَسَوْفَ تَمُرُّوْنَ بِاَقْوَامٍ قَدْ فَرَغُوْا اَنْفُسَهُمْ فِى الصَّوَامِعِ فَدَعُوْهُمْ ....

১. কারও সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করো না (যদি তুমি কাউকে প্রতিশ্রুতি দাও)

www.pathagar.com

২. গণিমতের মাল থেকে কিছু লুকিয়ে রেখো না।
৩. আনুগত্যের ওয়াদা লঙ্ঘন করো না।
৪. শত্রুপক্ষের সৈন্যদের মৃতদেহ ক্ষত-বিক্ষত করো না।
৫. শিশু ও প্রতিবন্ধীকে হত্যা করবে না।
৬. বৃদ্ধ পুরুষ ও মহিলাকে হত্যা করবে না।
৭. কোন মহিলাকে হত্যা করবে না।
৮. কোন খেজুর গাছ (অন্যান্য গাছও) কেটে ফেলবে না।
৯. কোন ভেড়া, গাভী, উটকে হত্যা করবে না। যদি তোমাদের খাদ্যের প্রয়োজন হয়, সে কথা ভিন্ন।
১০. ফলদায়ক কোন গাছ-গাছালি কাটবে না।

তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে আরও কিছু পরামর্শ দেন। যেমন- যারা নিজেদের সামাজিক ব্যবস্থা থেকে দূরে সরে রেখেছে এবং নিজেকে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুলে রেখেছে তাদের পাশ কেটে (উপেক্ষা করে) যেও। কারণ তারা একাকীত্বকে বেছে নিয়েছে। সুতরাং তাদের ঝামেলা করো না। তোমাদের জন্য যারা খাবার সরবরাহ করে, রাস্তায় তাদের কিছু বলবে না। খাবার গ্রহণের সময় আল্লাহর নামে শুরু করবে। যারা মাথার মাঝখানে চুল ছেঁচে ফেলে এবং অবশিষ্ট চুল বিনি কেটে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়, তাদের ছেড়ে দেবে। অবশ্য তারা যদি শত্রুদলের যোদ্ধা হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে, তাহলে তাদের হত্যা করবে। আল্লাহর নামে সামনে এগিয়ে যাবে।" মুখতাসারু তারীখি দিমাশক : ১/৫২; তারীখুত তাবারী

ইসলাম যুদ্ধবন্দীদের সম্মান প্রদর্শন করে। যুদ্ধবন্দীরা নির্যাতিত হবে না। তাদের অপদস্ত করা যাবে না। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতে হবে। তাদেরকে এমন জায়গায় আটকিয়ে রাখা যাবে না, যেখানে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের পর্যাপ্ত খাদ্য ও সুচিকিৎসা দেয়ার জন্য ইসলামের কঠোর নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا-

অর্থ : এবং খাদ্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে আহার্য দান করে। সূরা ৭৬, দাহর : আয়াত-৮

www.pathagar.com

ইসলামী সরকার তিনভাবে তাদের মুক্তি দিতে পারে।

প্রথম : কোন ধরনের মুক্তিপণ ছাড়া।

দ্বিতীয় : উভয়পক্ষের সম্মতিতে নির্দিষ্ট মুক্তিপণের বিনিময়ে।

তৃতীয় : শত্রুদের হাতে বন্দী মুসলিম বন্দীকে মুক্তির বিনিময়ে।

এটি কুরআনের নিচের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে।

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ۗ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ -

অর্থ : তাই যখন তোমরা কাফিরদের মুখোমুখি হবে তখন (তাদের) গর্দানে আঘাত করাই (প্রথম কাজ) যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে ফেলবে তখন (বন্দীদেরকে) কষে বাঁধবে। যুদ্ধ সম্পূর্ণ বন্ধ হবার পর তোমাদের ইচ্ছা হলে বন্দীদের প্রতি দয়া করবে বা ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দেবে– এটাই তোমাদের করার মতো কাজ। আল্লাহর ইচ্ছা হলে নিজেই তাদেরকে দমন করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তোমাদের একের দ্বারা অপরকে পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ তাদের আমলকে কখনো বিফল করবেন না।

সূরা ৪৭, মুহাম্মদ : আয়াত-৪

বিজয়ী মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত হয়। অমুসলিমদের পরিবার, তাদের ভূ-সম্পত্তির পূর্ণ নিরাপত্তা ইসলামী আইনে সংরক্ষণ করা আছে। অমুসলিমদের সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করা, তাদের নিয়ে খেল-তামাশা করা এবং তাদের সম্মান ও মর্যাদায় আঘাত করার কোন অধিকার কারও নেই। অন্যায়ভাবে তাদেরকে আক্রমণ করার সুযোগও নেই। তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মীয় অনুশীলনের ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রকে সহায়তা করতে হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

www.pathagar.com

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۭ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ-

অর্থ : আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে; আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।

সূরা ২২, আলহাজ্জ : আয়াত-৪১

ইসলামী রাষ্ট্রে একজন অমুসলিম নাগরিককে নূন্যতম কর পরিশোধ করতে হয়। এ করকে জিযিয়া কর বলে। ইসলামী রাষ্ট্র ও ইসলামী আইনের অধীনে যারা অমুসলিম হিসেবে থাকতে চায় তাদেরকে এ কর দিতে হবে। ব্যাপারটি এমন নয় যে শুধুমাত্র অমুসলিমদের কাছ থেকেই ইসলামী রাষ্ট্র কর আদায় করে। বরং এক্ষেত্রে মুসলমানদের গচ্ছিত সম্পদের ২.৫% সম্পদ যাকাত হিসেবে প্রদান করতে হয়। অমুসলিমরা তিনভাবে জিযিয়া কর প্রদান করতে পারে।

প্রথম : ধনী ও সম্পদশালী অমুসলিমরা প্রতি বছর ৪৮ দিরহামের সম পরিমাণ সম্পদ জিযিয়া কর হিসেবে পরিশোধ করবে।

দ্বিতীয় : মধ্য শ্রেণীর অমুসলিমরা যেমন– সওদাগর, ব্যবসায়ী, কৃষকেরা ২৪ দিরহামের সম-পরিমাণ জিযিয়া কর পরিশোধ করবে।

তৃতীয় : শ্রমিক শ্রেণীর অমুসলিমরা যেমন– রুটি ওয়ালা, ছুতার, কর্মকার প্রতি বছর ১২ দিরহামের সম-পরিমাণ কর পরিশোধ করবে।

যৌক্তিক কারণেই অমুসলিমরা এ জিযিয়া কর দেবে। তাদের দেয়া জিযিয়া করের বিনিময়ে ইসলামী রাষ্ট্র তাদের জীবন ও সম্পদের পূর্ণ নিরাপত্তা প্রদান করবে। একদিন মুসলিম সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্ত অমুসলিমদের একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন– "আমি তোমাদের জিযিয়া করের বিনিময়ে পূর্ণ নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। আমরা যদি তোমাদের পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে পারি, তাহলে আমরা তোমাদের কাছ থেকে কর আদায় করব। অন্যথায় তোমাদের কর দেয়ার প্রয়োজন নেই।" যখন মুসলিম বাহিনী অন্যত্র যুদ্ধে যাবার জন্য সেই এলাকাটি খালি করে দিতে চাইলো, তখন তারা অমুসলিমদের দেয়া কর

www.pathagar.com

ফিরিয়ে দিয়ে বলল, আমরা তোমাদের যেহেতু নিরাপত্তা দিতে পারছি না, তাই জিযিয়া কর ফিরিয়ে দিচ্ছি।

জিযিয়া কর সকল অমুসলিম নাগরিকের ওপর প্রযোজ্য নয়। এই কর কেবলমাত্র তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা আয় করতে পারে। গরীব, প্রতিবেশী, সাধু, অন্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিরা জিযিয়া কর প্রদান থেকে মুক্ত। ইসলামী রাষ্ট্র এসব লোকদের বিনা জিযিয়াতে পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়ার ব্যবস্থা করবে এবং তাদের মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করবে। ইরাকের হিরাহ শহরের অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন-

"যে কোনো বৃদ্ধ, অক্ষম শ্রমিক, রুগ্ন ব্যক্তি, দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ধনী, ধর্মীয় কাজে নিযুক্ত ব্যক্তির জিযিয়া কর প্রদান করতে হবে না। তাছাড়া এসব প্রত্যেক ব্যক্তি তাদের প্রয়োজনীয় ভাতা ইসলামী রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পাবে।"

এক্ষেত্রে আরেকটি উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য। একদিন দ্বিতীয় খলিফা ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু একজন ইহুদী ভিক্ষুক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু লোকটিকে প্রশ্ন করে জানতে পেরেছেন তিনি একজন অমুসলিম নাগরিক। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাৎক্ষণিক বলেন : আমরা আপনার সাথে ইনসাফ করতে পারিনি। যুবক বয়সে আপনার কাছ থেকে জিযিয়া কর আদায় করেছি। কিন্তু এখন এ বৃদ্ধ বয়সে আমরা আপনাকে উপেক্ষা করছি। ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ইহুদী লোকটিকে নিজের বাড়িতে ডেকে নেন এবং লোকটিকে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বাড়িতে যা কিছু আছে তা নেয়ার প্রস্তাব করেন। এরপর ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বায়তুলমালের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "এ ধরনের লোকদের খুঁজে বের করো এবং তাদের পর্যবেক্ষণ করো। তাদের ইচ্ছানুযায়ী সহায়তা করো যেন তারা এবং তাদের পরিবারবর্গ সন্তুষ্ট হয়।"

www.pathagar.com

২.

ব্যক্তির সুরক্ষা

শারীরিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

মানুষের জীবন আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পবিত্র উপহার। এ পবিত্র জীবনের সুরক্ষা দেয়ার জন্য ইসলামে আইনসিদ্ধভাবে আর্থিক এবং শারীরিক শাস্তির বিধান রয়েছে। হত্যাকারী কিম্বা শারীরিক ক্ষতিকারীর বিরুদ্ধে ইসলাম খুবই শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে। হত্যা তিন ধরনের হতে পারে :

ক. ইচ্ছাকৃত বা পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড (Intentional or premeditated Murder)

খ. বেআইনী কিন্তু অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড (Manslaughter)

গ. সম্পূর্ণ ভুলভাবে হত্যাকাণ্ড (Total Mistake)

ইসলামী আইন ইচ্ছাকৃত বা পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে হত্যাকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। এ সর্বোচ্চ শাস্তির মাধ্যমে ইসলাম ইচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডকে স্বীকৃতি না দিয়ে সমাজব্যবস্থা থেকে তার মূলোৎপাটনে কঠোর হতে চায়। অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ড এবং ভুলভাবে হত্যাকাণ্ডের শাস্তি ভিন্ন হওয়াই যৌক্তিক। এক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের চেয়ে ক্ষুদ্রতর কোন শাস্তি অথবা ভুক্তভোগির নিকটাত্মীয়কে রক্তপণ দেয়ার বিধান রয়েছে। ভুক্তভোগির পরিবার অথবা উত্তরাধিকারী 'দিয়াহ' বা রক্তপণ গ্রহণ করবেন। অথবা তারা হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। সাজাপ্রাপ্ত হত্যাকারীকে অবশ্যই আল্লাহর কাছে তওবা করতে হবে। কাফ্ফারা হিসেবে একজন দাসকে মুক্ত করে দিতে হবে। এটি সম্ভব না হলে একাধারে দু'মাস রোযা রাখতে হবে। ওপরে বর্ণিত সকল শাস্তিই মানুষের জীবনের সুরক্ষার জন্য। আইনগত ভিত্তি ছাড়া অন্য কাউকে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি করার অধিকার দেয়া হয়নি। অন্যায়ভাবে হত্যা করা কিংবা কাউকে নাজেহাল করার সময় হত্যাকারী, অত্যাচারীর স্মরণ রাখা দরকার-ইসলাম তাকে কঠিন শাস্তির মুখোমুখি করবে। অপরাধের শাস্তি যদি অপরাধের মাত্রানুযায়ী সমানুপাতিক না হয়, তাহলে অপরাধকারীরা দিন দিন আরও বেশি অপরাধ সংঘটনে উৎসাহিত হবে।

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় মানুষের জীবন ও সম্পদের সুরক্ষা দেয়ার জন্যই সকল আর্থিক ও শারীরিক শাস্তির বিধান করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

অর্থ : হে জ্ঞানবান লোকেরা! কিসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে। যাতে তোমরা ভয় করতে পার।

সূরা ২, বাকারা : আয়াত-১৭৯

কোন হত্যাকারী যদি তওবা না করে মৃত্যুবরণ করে কিয়ামতের দিন সে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

وَ مَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهٗ وَاَعَدَّ لَهٗ عَذَابًا عَظِيْمًا-

অর্থ : কেউ যদি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন মু'মিনকে হত্যা করে, তার শাস্তি জাহান্নাম; সেখানে সে স্থায়ী হবে এবং আল্লাহ তার উপর রাগ হবেন, তাকে লা'নাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত রাখবেন।

সূরা ৪, আন-নিসা : আয়াত-৯৩

মানুষের জীবন সুরক্ষায় ইসলাম প্রত্যেকের ওপর কিছু নির্দিষ্ট দায়িত্ব আরোপ করেছে। নিচে সে দায়িত্বগুলো উল্লেখ করা হলো–

১. মানুষ তার আত্মা ও শরীরের প্রকৃত মালিক নয়। বরং এসব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে স্বল্প মেয়াদে মানুষের কাছে আমানত হিসেবে দেয়া হয়েছে। ইসলাম ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে অত্যাচারের মুখে ফেলা কিম্বা নিজের অনিষ্ট করার কোন অধিকার অনুমোদন করে না। কোন ধরনের আত্মঘাতী ও বেপরোয়া জীবনযাপন ইসলাম মোটেই সমর্থন করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۣ وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا-

www.pathagar.com

হে মুমিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করবে না; কিন্তু তোমাদের পরস্পরে রাজি হয়ে ব্যবসা করা বৈধ; এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করবে না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু। সূরা ৪, আন-নিসা : আয়াত-২৯

২. প্রত্যেক ব্যক্তিকেই সুস্বাস্থের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করতে হবে। অনুমোদিত খাদ্য-পানীয় গ্রহণ, পোশাক পরিধান করা, বিয়ে করা এবং শরীরের প্রয়োজনীয় যত্ন নেয়া থেকে কোনো অযুহাতেই বিরত থাকা যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِيْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ۭ قُلْ هِيَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ ۭ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ-

বল, 'আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও বিশুদ্ধ জীবিকা এসব নিয়ামত মুমিনদের জন্য আর সৃষ্টি করেছেন তা কে হারাম করেছে? বল, পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনেও এ সমস্ত তাদেরই জন্য হবে। এভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করি। সূরা ৭, আ'রাফ : আয়াত-৩২

রাসূল ﷺ কোন এক সময়ে তাঁর এক স্ত্রীকে খুশি করতে গিয়ে মধু পান থেকে নিজেকে বিরত রাখছিলেন।

আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ-কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন-

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থ : হে নবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা হালাল করেছেন তুমি তা হারাম করছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছো; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা ৬৬, তাহরীম : আয়াত-১

ইসলাম কৃপণতা ও অপচয়ের মাঝামাঝি থাকতে নির্দেশ করে। অবশ্য ইসলাম নির্দেশিত পথে দান-খয়রাত করতে উৎসাহিত করা হয়েছে। কিন্তু

www.pathagar.com

কোনভাবেই অপচয় করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন–

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا وَ لَا تُسْرِفُوْا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ-

অর্থ : হে বনী আদম! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করবে, খাবে ও পান করবে কিন্তু অপচয় করবে না। নিশ্চয়ই তিনি অপচয়কারীকে পছন্দ করেন না। সূরা ৭, আ'রাফ : আয়াত-৩১

শারীরিক চাহিদাকে উপেক্ষা করাকে ইসলাম মোটেই পছন্দ করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۭ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ-

আল্লাহ সামর্থের বাইরে কাউকে দায়িত্ব দেন না। সে যা ভালো করেছে তা তার কল্যাণে আসবে এবং যা মন্দ করেছে তা তার বিপক্ষে আসবে।

সূরা ২, বাকারা : আয়াত-২৮৬

অর্থ : আনাস ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, "একদল লোক নবী সহধর্মিণীগণের কাছে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। এ ব্যাপারে অবহিত হবার পর তারা তাদের ইবাদত-বন্দেগীকে অপর্যাপ্ত বিবেচনা করে একজন বলেন, আমি সর্বদা সারারাত নামায পড়ব; আরেকজন বলেন, আমি সারা বছর রোযা রাখব এবং কখনো ভাঙ্গবো না। এ সময় আল্লাহর নবী তাদের কাছে এসে বলেন : "আল্লাহর শপথ আল্লাহর প্রতি আনুগত্য আমারই সবচেয়ে বেশি এবং তাঁকে বেশি ভয় করি তোমাদের চেয়ে; এরপরও আমি রোযা রাখি এবং ভেঙ্গেও থাকি, আমি ঘুমাই এবং নারীকে বিয়ে করি। সুতরাং যে আমার সুন্নাহকে অনুসরণ করে না সে আমার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

বুখারী- ৫০৬৩ ও মুসলিম- ৩৪৬৯, লুলু ওয়াল মারজান-৮৮৪

শান্তি ও নিরাপত্তা

ব্যক্তি ও পরিবারের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার অধিকার মানবাধিকার স্বীকৃত একটা মৌলিক ব্যাপার। ইসলামী সমাজে কোন নাগরিক কথা, কাজ ও

www.pathagar.com

অস্ত্রের মাধ্যমে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না। তারা কোনভাবেই হুমকির স্বীকার হতে পারে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের সাথে লড়াই করা বৈধ নয়। আবু দাউদ- ৫০০৪

সমাজে যখন কেউ নিজেকে নিরাপদ অনুভব করেন, চলাফেরায় স্বাধীনতা উপভোগ করেন, তখন তিনি কাজে ও উপার্জনে সৎ থাকার জন্য সচেষ্ট হোন। শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতাবস্থা বিঘ্নকারীদের বিরুদ্ধে ইসলাম শারীরিক ও আর্থিক শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনায় তাঁর এক ভাষণে বলেন–

اَتَدْرُوْنَ اَىَّ يَوْمٍ هٰذَا قَالُوْا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّ هٰذَا يَوْمٌ حَرَامٌ اَفَتَدْرُوْنَ اَىُّ بَلَدٍ هٰذَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ بَلَدٌ حَرَامٌ اَتَدْرُوْنَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ قَالَ شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا-

অর্থ : তোমরা কি জান আজ কোন দিন? সকলেই বলেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই বেশি জানেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আজ সম্মানিত দিন। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা জান, এটি কোন শহর? সবাই জবাব দেন: আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তখন তিনি বলেন : এটি সম্মানিত শহর। তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন : তোমরা কি জান, এটা কোন মাস? তাঁরা বলেন : আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তখন তিনি বলেন : এটা সম্মানিত মাস। এরপর তিনি বলেন : আল্লাহ তাআলা তোমাদের (পরস্পরের) জান, মাল ও ইজ্জতকে হারাম করেছেন, যেমন হারাম তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ মাস, তোমাদের এ শহর।

সহীহ বুখারী : ৬০৪৩

সকলের জন্য স্বাস্থ্যকর ও পুষ্টিকর খাবার ও পানীয়

সমাজে কর্মশক্তির জন্য যথার্থ ও মানানসই কর্মসুযোগ তৈরি করে দিতে ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। স্বাস্থ্যকর খাদ্য নিশ্চয়তা দিতে হলে

www.pathagar.com

আগে তার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে হলে বাণিজ্য ও কাজের ব্যাপক সুযোগ থাকতে হবে। যারা অক্ষমতা, দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতার কারণে কাজ করতে পারে না, ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে তারা সাহায্য ভাতা পাবে। পরিবারে যদি উপার্জনক্ষম কোন ব্যক্তি না থাকে তাহলে সেই পুরো পরিবারের দায়িত্ব ইসলামী সরকারের। যৌক্তিক কারণে যারা পরিমিত উপার্জন করতে পারে না এমন দরিদ্র লোকদের জন্য ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত যাকাত সহজলভ্য করে দিতে হবে। যাকাত একটি বাধ্যতামূলক দান যা ধনী শ্রেণিকে প্রদান করতে হয় এবং তা সমাজের নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণির কাছে পৌছে দিতে হয়। মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে ইয়েমেনের লোকদের ইসলামের দিকে আহবান করার উদ্দেশ্যে মিশনে পাঠানোর সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরামর্শ দিতে গিয়ে বললেন :

ইয়েমেনের লোকদের বলো-সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্পদেও একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ যাকাত হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যা সমাজের ধনী শ্রেণীর কাছ থেকে নিয়ে গরীব শ্রেণীর কাছে পৌছে দেয়া হবে।

মুসলিম- ১৬৮১

অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী অনুদান, উপহার, আর্থিক ওয়াদা এবং এ ধরনের কার্যক্রম একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার নিমিত্তে আঞ্জাম দেয়া হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

ঐ ব্যক্তি ঈমানদার নয়, যে তৃপ্তিসহকারে খানা খায় অথচ তার প্রতিবেশি তার পাশে না খেয়ে থাকে। সহীহ বুখারী

সঠিক ও পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সুবিধা

জনস্বার্থের জন্য ক্ষতিকারক এমন প্রতিটি কাজকে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে। ইসলামে সব ধরনের ড্রাগ ও মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ। রক্ত, গলিত মাংস অপরিষ্কার পশুর মাংস, অস্বাস্থ্যকর (যেমন শূকর) মাংস খাওয়াকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সব ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ যেমন ব্যভিচার, যিনা, সমকামিতাকে ইসলাম ঘৃণাভরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মহামারী জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব হলে ইসলাম লোকজনকে মহামারী আক্রান্ত এলাকা থেকে সরিয়ে রাখার নির্দেশনা দেয়। যেন মহামারী ব্যাপকভাবে

www.pathagar.com

বিস্তার লাভ করতে না পারে। উসামা ইবনে যায়েদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

اِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُوْنِ بِاَرْضٍ فَلاَ تَدْخُلُوْهَا ، وَاِذَا وَقَعَ بِاَرْضٍ وَاَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا مِنْهَا-

অর্থ : যখন তোমরা কোনো এলাকায় মহামারির কথা শোনো তখন তোমরা তাতে প্রবেশ করো না। আর তোমার অবস্থান এলাকায় যদি মহামারি দেখা দেয় তাহলে তা থেকে বের হয়ো না।

বুখারী- ৫৭২৮, মুসলিম- ৪১১০

তিনি আরও বলেন– একজন অসুস্থ ব্যক্তি অবশ্যই আরোগ্যগামী ব্যক্তির কাছে আসবে না। বুখারী- ৫৪৩৭

৩.

মনের সুরক্ষা

সব ধরনের অর্থবহ, দায়বদ্ধ কাজ ও জবাবদিহিতার মূল ভিত্তিই হলো বুদ্ধিমত্তা। এ জন্য ইসলাম মাদকদ্রব্য সেবনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। কারণ মাদকদ্রব্য বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিকভাবে মানুষকে ধ্বংস করে ফেলে। প্রকারান্তরে মাদক সেবন মানুষকে অমানুষে পরিণত করে। মদ ও মাদকদ্রব্যের আরবী প্রতিশব্দ 'খামর' যা ব্রেইনকে আচ্ছাদিত করে। এ্যালকোহল ও ড্রাগ হচ্ছে জঘন্য অপরাধ সংঘটনের অন্যতম কারণ। মাদকদ্রব্য গ্রহণের সাধারণ শাস্তি হিসেবে ইসলাম বেত্রাঘাতের নির্দেশ প্রদান করেছে। যেন এর মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণকারী এবং অন্যান্য লোকজন সতর্কবার্তা পায়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ-

www.pathagar.com

হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক তীর এগুলো অপবিত্র ও ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর– যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। শয়তান তো মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা এবং বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণে ও সালাতে বাধা দিতে চায়। সুতরাং তোমরা কি বিরত হবে না? সূরা ৫, মায়িদা : আয়াত-৯০-৯১

ইসলাম সকল প্রকার অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় এবং মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও বিপনন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যদিও কোন উৎপাদনকারী, বিক্রেতা নিজে মাদক গ্রহণ না করে, তবুও সে ব্যক্তি তা উৎপাদন ও বিক্রি করতে পারবে না। এ বিষয়ে এ হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'মাদকের ওপর অভিশাপ, মাদক পানকারীর ওপর অভিশাপ, পরিবেশনকারীর ওপর অভিশাপ, বিক্রয়কারীর ওপর অভিশাপ, ক্রয়কারীর ওপর অভিশাপ, যে মাদক নিংড়ায় তার ওপর অভিশাপ, যার আদেশে নিংড়ানো হয় তার ওপর অভিশাপ, বহনকারীর ওপর অভিশাপ, যার কাছে বহন করে নেয়া হয় তার ওপর অভিশাপ, আর যে মাদক বিক্রয়লব্ধ অর্থ ভোগ করে তার ওপর অভিশাপ। আবু দাউদ : ৩৬৭৬, তিরমিযী : ১২৯৫

সকলের জন্য মৌলিক শিক্ষা

মহান আল্লাহ কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ-

অর্থ : আপনি বলুন! যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে? জ্ঞানবান লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।

সূরা ৩৯, আয যুমার : আয়াত-৯

তিনি আরও বলেন–

وَ اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ-

www.pathagar.com

অর্থ : আর যখন বলা হয় : তোমরা ওঠে যাও, তখন ওঠে যেয়ো। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা আরও উন্নত করে দেবেন। তোমরা যা কিছু কর, সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। সূরা ৫৮, মুজাদালাহ : আয়াত-১১

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিরই শিক্ষা গ্রহণের অধিকার সংরক্ষিত আছে। এমনকি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন করা প্রত্যেক সক্ষম, বুদ্ধিমান ও দক্ষ ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক। ইসলামী সরকার শিক্ষা কার্যক্রম বিস্তারে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষার অধিকারকে সুনিশ্চিত করবে। সরকার শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রণোদনা দেবেন।

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ-

জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের অপরিহার্য কর্তব্য। [ইবনে মাজাহ]

তিনি আরও বলেন : "যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের জন্য সফর করে, সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ব্যক্তির ন্যায় বিবেচিত হবে যতক্ষণ না সে ঘরে ফিরে আসে। তিরমিযী- ২৭৮৫

আরেকটি হাদীসে বলা হয়েছে- যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের পথ অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথের সন্ধান দেবেন। আবু দাউদ

কোন জ্ঞানী ব্যক্তি যদি তার জ্ঞানকে গোপন করে রাখেন তাহলে তা বেআইনী হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন- কারো কাছে ইলমী বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা হলে এ বিষয়টি জানা থাকা সত্ত্বেও যদি সে তা গোপন করে তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো হবে। আবু দাউদ, ২য় খণ্ড পৃষ্ঠা-৫১৫

www.pathagar.com

৪.

সম্মান, পরিবার ও বংশের সুরক্ষা

একটি আলোকিত সমাজ নির্মাণের জন্য পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। পারিবারিক সুদৃঢ় বন্ধন ছাড়া সমাজ ব্যবস্থার শৃংখলা বিধান করা দুরূহ ব্যাপার। এ পারিবারিক বন্ধন কেবলমাত্র পবিত্র বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেই গঠিত ও পরিচালিত হতে পারে। সকল পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের নৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষা দিতে ইসলাম কঠোরভাবে ব্যভিচার, অবৈধ যৌন সম্পর্ক এবং সমকামীতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। এসব নিষেধাজ্ঞার ক্ষেত্রে ইসলাম পূর্বের সকল আসমানী ধর্মের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে। উপরন্ত এসব অবৈধ কাজ সংঘটিত হওয়ার সুযোগ তৈরি হয় এমন কাজ ও প্রক্রিয়াকেও ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। যেমন : নির্লজ্জ যৌন আবেদনময়ী পোশাক পরিধান, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা। মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ؕ وَسَآءَ سَبِيْلًا-

অর্থ : আর তোমরা যিনার নিকটবর্তী হবে না, এটা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। সূরা ১৭, বনী ইসরাঈল : আয়াত-৩২

তিনি আরও বলেন–

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَ لَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۚ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ-

বল, 'এসো, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তোমাদেরকে তা পড়ে শুনাই। তাহলো 'তোমরা তাঁর সাথে কোনো শরিক করবে না, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা

www.pathagar.com

তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের নিকটেও যাবে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীরেকে তোমরা তাকে হত্যা করবে না।' তোমাদেরকে তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা তা অনুধাবন কর।

সূরা ৬, আনআম : আয়াত-১৫১

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তায়ালার কাছে কোন পাপ বেশি বড়? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহর সাথে যদি তুমি কাউকে শরীক করো। কেননা একমাত্র আল্লাহই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম- তারপরে কোনটি? তিনি বলেন, খাদ্যাভাবের কারণে নিজ সন্তানকে হত্যা করা। আমি আবার বললাম এরপর কি? তিনি বলেন তোমার প্রতিবেশীর কারও স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। এরপর তিনি কুরআনের এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করেন–

وَ الَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزْنُوْنَ ۚ وَ مَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا يُّضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ يَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-

অর্থ : তারা আল্লাহর সাথে কোন ইলাহ্‌কে ডাকে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে এগুলো করে, সে শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ করা হবে এবং সেখানে সে স্থায়ী হবে হীন অবস্থায়; তবে তারা নয়, যারা তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে। আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন পুণ্যের দ্বারা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা ২৫, ফুরকান : আয়াত-৬৮-৭০

www.pathagar.com

অবিবাহিত নারী-পুরুষ যদি অবৈধ যৌনাচারে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে তাদের জন্য বেত্রাঘাতের শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ-

অর্থ : ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী–তাদের প্রত্যেককে এক শত কশাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহতে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; আর মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।

সূরা নূর : আয়াত-২

কোনো বিবাহিত পুরুষ অথবা নারী যদি ব্যভিচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়, তার একমাত্র শাস্তি পাথর মেরে হত্যা। কোন বিবাহিত পুরুষ/স্ত্রী কারও সাথে সংসার করুক অথবা তালাকপ্রাপ্ত হোক না কেন-শাস্তি একই হবে। কিন্তু এ অপরাধ সংঘটনের যথার্থ প্রমাণ থাকতে হবে। অপরাধীর সরাসরি স্বীকারোক্তি অথবা চার জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সাক্ষীর ওপর ভিত্তি করে বিচারক রায় প্রদান করবেন। স্বীকারোক্তি মানে অপরাধী মুসলিম বিচারকের কাছে তার ব্যভিচারের কথা সরাসরি স্বীকার করে নেবে। এক্ষেত্রে অপরাধীকে সুস্পষ্ট করে চার বার স্বীকারোক্তি দিতে হবে। যেন এ ব্যাপারে আর কোন অস্পষ্টতা না থাকে। আর সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে চারজন বিশ্বাসযোগ্য, সৎ, এবং সুস্থ্য সাক্ষীকে মুসলিম বিচারকের কাছে এই বলে সাক্ষী দিতে হবে যে, আমি নিজে সে ব্যভিচার সংঘটিত হতে দেখেছি।

বাস্তবে এ সাক্ষ্য প্রদান প্রক্রিয়া কঠিন এক ব্যাপার। ইসলামের ইতিহাসে আমরা কয়েকজন ব্যভিচারীর স্বীকারোক্তির ঘটনা খুঁজে পেয়েছি। তারা তাদের কৃত অপরাধ নিঃশঙ্কচিত্তে স্বীকার করতে পেরেছিল। কারণ আল্লাহ তায়ালার ওপর তাদের বিশ্বাসের মাত্রা ছিল অনেক উচুঁ স্তরের। তারা পৃথিবীতেই তওবা করে বিনা ওজরে মাথা পেতে শাস্তি নিয়ে আখিরাতের

www.pathagar.com

অনন্ত জীবনে মুক্তি চেয়েছিল। কারণ আল্লাহ কখনো একই অপরাধের জন্য দুবার শাস্তি দেন না। একটি বিষয় জেনে রাখা দরকার। যদি ব্যভিচার বা যৌন সঙ্গম পূর্ণরূপে সংঘটিত না হয়- কেবলমাত্র চুমো, আলিঙ্গনের জন্য মৃত্যুদণ্ডের রায় প্রযোজ্য হবে না। সেক্ষেত্রে অন্য শাস্তি আরোপিত হবে। মিথ্যা অভিযোগকারী ব্যক্তি যদি তার দাবি ও অভিযোগের যথার্থ প্রমাণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে অপবাদ আরোপকারী হিসেবে তাকে আশিটি দোররা মারা হবে। এরপর থেকে তার কোন সাক্ষী আর গৃহীত হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّلَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ-

অর্থ : যারা সতি সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষী গ্রহণ করবে না; তারাই তো সত্যত্যাগী। সূরা নূর : আয়াত-৪

কারও মর্যাদা, সম্মানে আঘাত লাগে এমন কোন পরিহাসমূলক ও মর্যাদাহানীকর কথা ও কাজ ইসলামে নিষিদ্ধ। আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে বলেছেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۖ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۖ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا

www.pathagar.com

فَكَرِهْتُمُوْهُ ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থ : হে সেসব লোক! যারা ঈমান এনেছ! কোনো একদল পুরুষ যেন অপর পুরুষদের ঠাট্টা না করে, হতে পারে যে তারা এদের চেয়ে ভালো। কোনো এক দল মহিলাও যেন অপর মহিলাদেরকে ঠাট্টা না করে, হতে পারে তারা এদের চেয়ে ভালো। আর তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং একে অপরকে খারাপ নাম নিয়ে ডেক না। ঈমান আনার পর মন্দ নামে ডাকা জঘন্য কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ থেকে ফিরে না আসে তারাই যালিম।

হে এসব লোক! যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বেশি বেশি ধারণা বা অনুমান করা থেকে বিরত থাক। কারণ, কোনো কোনো অনুমান গুনাহের কাজ। আর তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় তালাশ করো না এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে, তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? তোমরা তা ঘৃণা করে থাক। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ বড়ই তওবা কবুলকারী ও মেহেরবান। সূরা ৪৯, হুজুরাত : আয়াত-১১-১২

আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا-

অর্থ : কেউ কোনো দোষ বা পাপ করে পরে তা কোনো নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে। সূরা ৪, নিসা : আয়াত-১১২

এ পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আল্লাহ তা'আলা একটি সুনির্দিষ্ট প্রজনন পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন। পুরো পৃথিবীর অভিভাবকত্বের ভার আল্লাহ তা'আলা কেবলমাত্র মনুষ্য জাতির ওপরই ন্যস্ত করেছেন। মূলত জমীনে মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিনিধিত্ব করছে। আল্লাহর দেয়া প্রজনন প্রক্রিয়াকে কোনো উপায়ে ধ্বংস করা বা বাধাগ্রস্ত করা ইসলামে নিষিদ্ধ। স্বাস্থ্যগত সমস্যার ব্যাপারটি ভিন্ন।আল্লাহ তা'আলা বলেন–

www.pathagar.com

وَ اِذَا تَوَلّٰى سَعٰى فِى الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيْهَا وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ-

আর যখন সে ফিরে যায় তখন সে পৃথিবীতে অশান্তি ছড়াতে এবং শস্যক্ষেত্র ও জীবজন্তু বিনাশের চেষ্টা করে। আর আল্লাহ অশান্তি ভালোবাসেন না। সূরা ২, বাকারা : আয়াত-২০৫

ভ্রূণ জন্মানোর চার মাস পর ইচ্ছাকৃত গর্ভপাতকে ইসলাম শিশু হত্যার সমপরিমাণ অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে। এ অবৈধ প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত সকলের ওপর শাস্তির বিধান বলবত হবে। অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাতের প্রায়শ্চিত হিসেবে রক্তপণ দিতে হবে এবং টানা দুই মাস রোযা রাখতে হবে। এ অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাত দুর্ঘটনাবশত বা হত্যাকাণ্ডের কারণে হতে পারে। অনেক হাদীস আছে যেখানে মুসলমানদের বিয়ে করে সন্তান কামনা করতে বলা হয়েছে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন-

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيْدًا، وَيَقُوْلُ: تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ، اِنِّىْ مُكَاثِرٌ الْاَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং বৈরাগ্য থেকে তীব্রভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'তোমরা অধিক সন্তানদানকারী স্বামীভক্ত নারীদের বিয়ে করো। কেননা কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের (সংখ্যা) নিয়ে নবীগণের সামনে গর্ব করবো।' মুসনাদ আহমদ : ১২৬৩৪

শক্তিশালী পারিবারিক বন্ধন নির্মাণে আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে ইসলাম বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। পরিবারই একটি সুস্থ সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি। তাই ইসলাম পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় দেখতে চায়। ভাঙ্গন ও বিভেদ থেকে পরিবারকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য অনেক আইন তৈরি করা হয়েছে। আত্মীয়দের কিছু দায় ও কিছু অধিকার আছে। অবশ্যই এসব অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সর্বোত্তম উপায়ে আত্মীয়ের হক আদায় করতে হবে। পারিবারিক সমস্যার অন্যতম একটি কারণ ছেলে-মেয়েদের অবাধ মেলামেশা। পারিবারিক সদস্যদের মধ্যে অনেকেই গায়রে মুহাররম (যাদেরকে আইনসিদ্ধভাবে বিয়ে করা

www.pathagar.com

যায়- তাদের গায়রে মুহাররম বলে)। একই পরিবারভুক্ত কিন্তু গায়রে মুহাররম সদস্যদের অবশ্যই পর্দার বিধান মেনে চলতে হবে।

অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতি এড়িয়ে চলার জন্য ইসলাম পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের সতর্কতার সাথে চলার নির্দেশনা দিয়েছে। একজন মহিলা কেবলমাত্র তার পিতা, চাচা, দাদা, শ্বশুড় এবং সন্তানদের সামনে বাড়তি পোশাক ছাড়া যেতে পারবে। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের সময়ে পারিবারিক ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল। ইসলাম সকল প্রকার পারিবারিক অমর্যাদার মূলোৎপাটন করে এক চূড়ান্ত সংশোধনী এনেছিল। উদাহরণস্বরূপ আমরা কিছু সংশোধনীর কথা বলতে পারি। ইসলাম পোষ্যপুত্রের প্রচলিত ধারণার মূলোৎপাটন করেছে। পোষ্য পিতার পারিবারিক নাম ধারণ করা, রক্তের সম্পর্কের সন্তানের মতো অধিকার ভোগ করা, পর্দার বিধানকে নিজ সন্তানের মতো মেনে চলাকে ইসলাম সমর্থন করে না। যদিও এতিম ও অসহায় শিশুদের প্রতিপালনকে ইসলাম উৎসাহিত করে। যেমন– আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖ ۚ وَ مَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰٓـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ وَ مَا جَعَلَ اَدْعِيَآءَكُمْ اَبْنَآءَكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَ هُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَ مَوَالِيْكُمْ ۭ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَ لٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۭ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-

অর্থ : আল্লাহ কোনো মানুষের জন্য তার বুকের মধ্যে দু'টি হৃদয় সৃষ্টি করেননি; এবং তোমাদের স্ত্রীদের মধ্য থেকে যাদের সাথে তোমরা 'যিহার' কর আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি, আর তোমাদের পালক পুত্রদেরকেও তোমাদের ছেলে করেননি। ওগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহই বলেন সত্য কথা এবং তিনিই সরল সঠিক পথ প্রদর্শন

www.pathagar.com

করেন। তোমরা তাদেরকে আহ্বান কর তাদের প্রকৃত পিতৃ পরিচয়ে, এটাই আল্লাহর কাছে অধিক সঠিক। যদি তোমরা তাদের প্রকৃত পিতৃ-পরিচয় না জান, তাহলে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমরা যে ভুল-ত্রুটি করে ফেলেছ তাতে তোমাদের কোন গুনাহ হবে না, কিন্তু ইচ্ছা করে এমন করা হলে গুনাহ্ হবে। আল্লাহ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা ৩৩, আল-আহযাব : আয়াত-৪-৫

পিতার সম্মতি ছাড়া কোন ব্যক্তির ওপর সন্তান হিসেবে কোন শিশুকে চাপিয়ে দেয়া ইসলাম সমর্থন করে না। কারণ এ কৃত্রিম সন্তান স্বত্ব স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্ককে বিপন্ন করার পাশাপাশি পারিবারিক ভারসাম্যও বিনষ্ট করতে পারে। স্ত্রীলোকের পর্দার ব্যাপারটিকে ইসলাম বিশেষ বিবেচনা করে। স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের মুখোমুখি হওয়া থেকে তাকে সুরক্ষা দিতে চায়। কোন অনাকাঙ্খিত অপবাদের সুযোগ রাখতে চায় না। এ কৃত্রিম সন্তান স্বত্ব পরিবারের অন্য সদস্যদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক সম্পর্কের স্বভাব পরিণয়ে আগত সন্তানের প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই যে, সে তার অমুক পিতার সন্তান। কোন স্ত্রীলোকের স্বামীকে ঘোষণা দিয়ে বলতে হয় না যে, স্ত্রীর গর্ভে জন্ম নেয়া সন্তান আমার ঔরষজাত। প্রত্যেক শিশুই (বৈধ বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে জন্ম নেয়া) তার পিতার অধিভুক্ত। এ স্বভাব নিয়মের ব্যতিক্রম কেবল তখনই হয় যখন স্বামী সন্দেহ পোষণ করেন যে, তার স্ত্রী প্রতারণা করেছে এবং অন্য কোন পুরুষের দ্বারা গর্ভবতী হয়েছে।

এমতাবস্থায় সন্তানকে অস্বীকার করা কিম্বা তাজ্য করার জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা প্রযোজ্য হবে। তাজ্য করার পর সেই সন্তানের সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক থাকবে না। যদি তাজ্য সন্তান মেয়ে হয়, তাহলে পরিণত বয়সে মেয়ে গায়রে মুহাররম বলে বিবেচিত হবে। একজন মুসলিম মহিলা বিয়ের পর তার আগের নামেই পরিচিত হবে। ইসলামী বিধান মতে বিয়ের পরে স্বামীর পারিবারিক উপাধি ও নাম ধারণ করা বৈধ নয়। বরং সে মহিলা পারিবারিক নাম, উপাধিই অব্যাহত রাখবেন। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় ইসলাম এ নিয়মের মাধ্যমে একজন মহিলাকে অনেক বেশি সম্মানিত করেছে। এ অনুশীলন একজন মহিলাকে একজন পুরুষের

www.pathagar.com

সমান অধিকার ও মর্যাদা এনে দেয়। মূলত এর মাধ্যমে একজন নারীর স্বকীয়তা রক্ষা পায়।

দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তিদের অধিকারের সুরক্ষা

ইসলাম সমাজের প্রবীণ ব্যক্তিদের যথাযথ মর্যাদা ও সম্মান দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করেছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا-

'যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের অধিকার সম্পর্কে জানে না (সম্মান করে না) সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়'।

আবু দাউদ হা/৪৯৪৩; তিরমিযী হা/১৯১৯; মুসনাদে আহমদ হা/৭০৭৩;

ইসলামী আইন সর্বদা এতিমদের সাথে আছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

فَأَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ-

অর্থ : সুতরাং এতিমের প্রতি কঠোর হবেন না; সূরা ৯৩, আদ দুহা : আয়াত- ৯

তিনি আরও বলেন–

وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا-

অর্থ : ইয়াতীম বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সদুপায় ছাড়া তার সম্পত্তির নিকটবর্তী হবে না এবং প্রতিশ্রুতি পালন কারো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। সূরা ১৭, বনী ইসরাঈল : আয়াত- ৩৪

তিনি বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا ؕ وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا-

www.pathagar.com

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতিমদের সম্পদ খায়, তারা তাদের পেটে কেবল আগুনই ভর্তি করে। আর অচিরেই তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সূরা ৪, নিসা : আয়াত- ১০

দারিদ্রতা ও অজ্ঞতার কারণে শিশুদের হত্যা করতে চায় এমন পিতামাতার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَ اَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ اَنْ يُّحْشَرُوْٓا اِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ -

তুমি এটা দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করে দাও যারা ভয় করে যে, তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের কাছে সমবেত করা হবে এমন অবস্থায় যে, তিনি ব্যতীত তাদের কোনো অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না; হয়তো তারা সাবধান হবে। সূরা ৬, আনআম : আয়াত-৫১

এভাবে আমরা ইসলামী আইন দ্বারা দুর্বল অক্ষম ও শিশুদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও যত্নের নির্দেশনা পেয়ে থাকি।

৫.

সম্পদের সুরক্ষা

সমাজের সদস্যদের অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনার অন্যতম ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পদ ও সম্পত্তি। ইসলাম এ ব্যক্তিগত সম্পদের সুরক্ষা প্রদান করেছে। দস্যুপনা, ডাকাতি, চৌর্যবৃত্তি ও সম্পদের সুরক্ষার বিপরীত যে কোন অবৈধ কার্যক্রমকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। প্রতারণা, আত্মসাৎ, একচেটিয়া-মজুদদারীসহ এ জাতীয় অবৈধ কাজের বিরুদ্ধে ইসলাম সুস্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে। চুরির অভিযোগ প্রমাণিত হলে চোরের হাত কেটে দেয়ার বিধান করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ -

www.pathagar.com

অর্থ : যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কর্মফলের শাস্তি হিসেবে, এ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে দণ্ড। আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী, মহাবিজ্ঞ। সূরা ৫, মায়িদা : আয়াত-৩৮

জেনে রাখা দরকার হাত কাটার বিধান কার্যকর করার ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে হবে। যেমন–

ক. চুরিকৃত পণ্য বা বস্তু অবশ্যই সুরক্ষিত জায়গায় রাখতে হবে। যদি অরক্ষিত জায়গা অথবা অযত্নে পড়ে থাকা কোন কিছু চুরি হয় তাহলে চোরের হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে না। তখন সে চুরিকে ছিনতাই বলে বিবেচনা করা হবে এবং বিচারক উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।

খ. ক্ষুধার যন্ত্রণা নিবারণে খাদ্য চুরি করলে হাত কাটার বিধান প্রযোজ্য হবে না। দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু দুর্ভিক্ষের সময়ে তীব্র ক্ষুধায় কাতর লোকেরা চুরি করলে তাদের হাত কেটে দেন নি।

গ. একটি নির্দিষ্ট মূল্যের সম্পদ চুরি করার দায়ে হাত কেটে দিতে হয়। এই নির্দিষ্ট মূল্যের সীমারেখা রাষ্ট্র নির্ধারণ করবে। সে মূল্যের কম চুরি করলে, চোরের হাত কাটা যাবে না।

কিন্তু হাত কাটার শাস্তি পর্যাপ্ত ও অকাট্য প্রমাণ ছাড়া আরোপিত হবে না। অকাট্য প্রমাণ ছাড়া শাস্তি দেয়া বেআইনী এবং এটির জন্য বিচারককে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। শারীরিক শাস্তির পাশাপাশি শৃংখলামূলক শাস্তিও প্রযোজ্য হতে পারে। শৃংখলামূলক শাস্তি শারীরিক শাস্তির চেয়ে কম শাস্তি। বিচারক অপরাধের ধরন, মাত্রা, শ্রেণি এবং তীব্রতা দেখে এ ধরনের শাস্তি নির্ধারণ করে। জেলে প্রেরণ, বেত্রাঘাত, জরিমানা, ভর্ৎসনা করা এ ধরনের শাস্তির উদাহরণ। চৌর্যবৃত্তি ছাড়াও সকল ধরনের দখলদারিত্ব ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে।

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

www.pathagar.com

অর্থ : আর তোমরা পরস্পরের ধনসম্পত্তি অন্যায়রূপে গ্রাস করবে না এবং তা বিচারকের কাছে এ জন্য উপস্থাপিত করবে না, যাতে তোমরা জেনে-বুঝে অন্যায়ভাবে মানুষের মালের কিছু অংশ খেতে পার।

সূরা ২, বাকারা : আয়াত-১৮৮

তাছাড়াও দখলদারকে শেষ বিচারের দিনে ভয়াবহ শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন–

বৈধ কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তি যদি অন্য কোন মুসলমানের অর্থ ও সম্পদ দখল করে, তাহলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা তার সাথে ক্রোধান্বিত অবস্থায় সাক্ষাত করবেন। আহমদ- ৩৯৪৬

আরেক বর্ণনায় আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন–

"যে ব্যক্তি কারো এক বিঘত পরিমাণ জমি অন্যায়ভাবে জবর দখল করে নেয়, কিয়ামতের দিন তার গলায় সাত স্তর জমিন ঝুলিয়ে দেয়া হবে।

মিশকাত- ২/২৫৪

অন্য হাদীসে আছে, তাকে সাত স্তর জমিনের নিচে চাপা দেয়া হবে।

মিশকাত- ২/২৫৫

ইসলামী আইন দাবি করে যে অবৈধ দখলদারকে সমপরিমাণ অর্থ ফেরত দিতে হবে। অন্য কথায় অবৈধভাবে সম্পদ আরোহণকারীকে সম্পদ ফিরিয়ে দিতে ইসলামী আইন চাপ প্রয়োগ করে। ইসলাম মালিককে তার সম্পদের সুরক্ষার সকল অধিকার দিয়েছে। এমন কি সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে কোন মালিক যদি আক্রমণকারীকে হত্যা করে, তাহলে তাকে খুনী হিসেবে বিবেচনা করা হবে না। আদালতে প্রমাণ করতে হবে যে, সে সম্পদ রক্ষার্থে অনিচ্ছায় একান্ত বাধ্য হয়ে আক্রমণকারীকে হত্যা করেছে। অন্যদিকে সম্পদ রক্ষা করতে গিয়ে আক্রমণকারীর হাতে যদি মালিক মারা যায়, তাহলে তিনি শহীদ বলে বিবেচিত হবেন এবং আক্রমণকারী হত্যাকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন–

مَنْ قُتِلَ دُوْنَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُوْنَ اَهْلِهِ اَوْ دُوْنَ دَمِهِ اَوْ دُوْنَ دِيْنِهِ فَهُوَ شَهِيْدٌ-

www.pathagar.com

অর্থ : যে তার সম্পদ হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হয়েছে সে শহীদ, যে পরিবার পরিজনকে হেফাজত করতে গিয়ে নিহত হয়েছে সে শহীদ। যে নিজের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হয়েছে সে শহীদ এবং যে দ্বীনের (ইসলামের) জন্য নিহত হয়েছে সেও শহীদ। বুখারী, মুসলিম

জাতীয় সম্পদের সুরক্ষা

মজুদকৃত জাতীয় সম্পদ জনগণের সম্পদ। এখান থেকে প্রাপ্ত আয় অবশ্যই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হবে এবং সাধারণ জনগণের কল্যাণে ব্যয় করা হবে। কোনক্রমেই এ সম্পদ ব্যক্তি মালিকানায় কুক্ষিগত করা যাবে না। কোন ব্যক্তি, শ্রেণি, গোষ্ঠী এসব সম্পদের দখল নিতে পারবে না। ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থাকে অবশ্যই এসব সম্পদের সংরক্ষণে ভূমিকা নিতে হবে। এসব সম্পদের ওপর লোলুপ দৃষ্টিপাত করা ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠানের ওপর রাষ্ট্রকে কড়া নজরদারী করতে হবে। রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয়, অবমূল্যায়ন, অযত্ন ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বড় অপরাধ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَ اِذِ اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ؕ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ؕ قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ؕ كُلُوْا وَ اشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَ لَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ -

অর্থ : আর যখন মূসা আলাইহিস সালাম স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য পানির প্রার্থনা করেছিলেন, তখন আমি বলেছিলাম তুমি স্বীয় লাঠি দ্বারা পাথরে আঘাত কর; এরপর তা থেকে বারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হলো। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ঘাট জেনে নিয়েছে। তোমরা আল্লাহর রিযিক থেকে খাও এবং পান কর। আর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না দুষ্কৃতিকারীরূপে। সূরা ২, বাকারা : আয়াত-৬০

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসঙ্গে বলেছেন– মুসলমানরা তিন সম্পদের অংশীদার (প্রাকৃতিক সম্পদ) পানি, গোচারণ ঘাস ও আগুন।

www.pathagar.com

ইসলামে অধিকার ও কর্তব্যসমূহ

ইসলাম সমাজের প্রতিটি সদস্যের মাঝে দৃঢ় বন্ধন গড়তে চায়। ইসলাম সর্বপ্রথম পারিবারিক অধিকারকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। তারপর রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের অধিকারকে মূল্যায়ন করেছে। সম্পর্কের ভিন্নতায় এসব অধিকারের মাত্রাও ভিন্ন হয়। আল্লাহ তায়ালা কুরআনুল কারীমে বলেছেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا-

অর্থ : হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে যিনি তোমাদেরকে একই আত্মা থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সে আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে প্রার্থনা কর এবং আত্মীয়তাকেও ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।সূরা ৪, আন-নিসা : আয়াত-১

বংশগতি প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُوْنَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۭ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا-

অর্থ : তোমাদের পিতা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারের দিক থেকে কারা নিকটবর্তী তোমরা তা জান না। এ বণ্টন আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। সূরা ৪, আন-নিসা : আয়াত-১১

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াও অন্যান্য সাধারণ সম্পর্ককে ইসলাম তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতে নিষেধ করেছে। কারণ পৃথিবীর সকল মানুষই একটি সামাজিক জালের সাথে সম্পর্কিত। ইসলাম দূরের মানুষগুলোর সাথেও সু-

www.pathagar.com

সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশনা দেয়। কারণ একে অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের টিকে থাকা অনেক কঠিন ও অবাস্তব। একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও আলোকিত সমাজ গঠনের জন্য জমিনে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা কাজ করে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ-

অর্থ : আমি এদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে এরা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎকাজ নিষেধ করবে; আর সকল কাজের পরিণাম আল্লাহর ইখতিয়ারে।

সূরা ২২, আল-হাজ্জ : আয়াত-৪১

সম্পর্ক সুদৃঢ় করার নির্দেশনা দিতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন–

لاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ اِخْوَانًا. اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ. اَلتَّقْوَى هَا هُنَا ». وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ « بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ-

তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করো না, কেনা-বেচাতে জিনিসের মূল্য বাড়িয়ে একে অপরকে ধোঁকা দিয়ো না, একে অপরের প্রতি শত্রুতা রেখো না, একে অপর থেকে (ঘৃণাভরে) মুখ ফিরায়ে নিও না এবং একে অপরের (জিনিস) কেনা-বেচার প্রস্তাবের ওপর কেনা-বেচা করো না। আর হে আল্লাহর বান্দারা! তোমরা ভাই-ভাই হয়ে যাও। মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি জুলুম করবে না, তাকে তুচ্ছ ভাববে না এবং তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দেবে না। তাকওয়া অর্থাৎ- আল্লাহ-সচেতনতা এখানে (অন্তরে) রয়েছে। (তিনি নিজ বুকের দিকে ইঙ্গিত করে এ কথা তিনবার

www.pathagar.com

বলেছেন।) কোন মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ ভাবা একটি মানুষের মন্দ হবার জন্য যথেষ্ট। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত, মাল এবং তার মর্যাদা অপর মুসলিমের ওপর হারাম।" বুখারী- ৫১৪৪, ৬০৬৬, মুসলিম- ২৫৬৪, ২৫৬৩

নু'মান ইবনে বাশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "মু'মিনদের আপোসের মধ্যে একে অপরের প্রতি সম্প্রতি, দয়া ও মায়া-মমতার উদাহরণ (একটি) দেহের মতো। যখন দেহের কোন অঙ্গ পীড়িত হয়, তখন তার জন্য সারা দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।"

সহীহুল বুখারী- ৬০১১,মুসলিম- ২৫৮৬, আহমদ- ১৭৮৯১

এভাবে ইসলামে সামষ্টিক ও ব্যক্তি অধিকারের সুরক্ষা দেয়া হয়েছে।

নিচে এক নজরে আমরা ইসলামী আইনের সামষ্টিক ও ব্যক্তি অধিকারের সারাংশ তুলে ধরবো।

১. আল্লাহ তা'আলার অধিকার,

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকার,

৩. অন্যান্য নবী ও রাসূলগণের অধিকার,

৪. পিতামাতার অধিকার,

৫. স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার,

৬. স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার,

৭. শিশু অধিকার,

৮. আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার,

১.

আল্লাহ তা'আলার অধিকার

আল্লাহ তায়ালার অধিকার হচ্ছে মানুষ কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না। পুত্র-কন্যা হিসেবে কাউকে তাঁর ওপর চাপিয়ে দেবে না। লা ইলাহা ইল্লাহ বলে- সর্বজনীন সত্য ঘোষণা দিতে হবে। যার অর্থ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। অর্থাৎ কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র সত্ত্বা-মানুষ যার ইবাদাত করবে। এটি কালেমায়

www.pathagar.com

বিশ্বাসী মুসলমানদের একটি প্রত্যয়দীপ্ত ঘোষণা-যা নিচে উল্লেখিত শর্ত মেনে চলে–

ক. সত্যিকারার্থে আল্লাহ তায়ালা ইবাদাত ও আনুগত্য লাভের একমাত্র দাবিদার। অন্য কারও ইবাদাত লাভের ন্যূনতম কোন অধিকার নেই। মানুষের সামগ্রিক কার্যাবলি কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হওয়া উচিত। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন–

وَ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ؕ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِيْنَ-

অর্থ : তোমাদের প্রতিপালক বলেন : তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। যারা অহংকারে আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্ছিত হয়ে।

সূরা ৪০, মু'মিন : আয়াত-৬০

খ. এক্ষেত্রে একজন মুসলিম অবশ্যই আল্লাহর সকল নাম ও গুণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ উল্লেখ করেননি এমন কোন নাম ও গুণ মনগড়াভাবে আল্লাহর নাম ও গুণ বলে চালিয়ে দেয়ার সুযোগ নেই। এটি মারাত্মক অন্যায় কাজ। কেউ আল্লাহ তায়ালার নাম ও গুণের অযৌক্তিক, মনগড়া ব্যাখ্যা দিতে পারবে না। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ ۚ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ-

"কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

সূরা ৪২, শূরা : আয়াত-১১

গ. মানুষ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ওপর ঈমান এনে আত্মসমর্পণ করবে। মুখে উচ্চারণ, অন্তরে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস এবং বাস্তব জীবনে আমলের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রতি ঈমানের প্রমাণ দেবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْوٰىكُمْ-

www.pathagar.com

অতএব (হে রাসূল!) ভালো করে জেনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। আর আপনার নিজের এবং মুমিন পুরুষ ও নারীদের গুনাহ মাফ চান। আল্লাহ তোমাদের তৎপরতার খবরও রাখেন এবং (শেষ) ঠিকানাও জানেন। সূরা ৪৭, মুহাম্মদ : আয়াত-১৯

ঘ. আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সম্পূর্ণরূপে মানুষ আত্মসমর্পণ করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন–

وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّ لَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا-

অর্থ : কোনো মুমিন পুরুষ কিংবা মুমিন নারীর জন্য এ অবকাশ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যখন কোনো কাজের নির্দেশ দেন, তখন সে কাজে তাদের কোনো নিজস্ব সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবে। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সে তো প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়।

সূরা ৩৩, আহযাব : আয়াত-৩৬

ঙ. একজন মুসলমান অবশ্যই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ-কে নিঁখাদ ভালোবাসবে। এই ভালোবাসা অবশ্যই নিজের ও অন্যান্যদের প্রতি ভালোবাসার উপর বিজয়ী হতে হবে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসার সাথে ব্যক্তি, পরিবারের ভালোবাসার দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হলে অবশ্যই আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসাই প্রাধান্য পাবে। হাসিমুখে অন্যদের ভালোবাসা উপেক্ষিত হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ِۨاقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَاۤ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ-

www.pathagar.com

বলো, 'তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশঙ্কা করো এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাস, তাহলে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। সূরা ৯, তাওবা : আয়াত-২৪

চ. মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত ও রাসূল ﷺ প্রদর্শিত পথ ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ইবাদাত করবে। নিজেদের মস্তিষ্কপ্রসূত মনগড়া নিয়মে ইবাদাত করা যাবে না। নিজের তৈরি করা নিয়মকে ধর্মীয় লেবাসে জড়িয়ে ফেলা যাবে না। ইসলাম যেভাবে বলেছে ঠিক সেভাবেই ইবাদাত করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ নামায আদায়ের কথা বলা যায়। যথাযথভাবে নামায আদায়ের বড় উপকার হলো এটি মানুষকে ভালো কাজের প্রেরণা যোগায় এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন–

اُتْلُ مَآ اُوْحِیَ اِلَیْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ؕ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ ؕ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ؕ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ-

অর্থ : তুমি পাঠ কর কিতাব থেকে যা তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। এবং সালাত কায়েম কর। সালাত অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ থেকে। আর আল্লাহর স্মরণই তো সর্বশ্রেষ্ঠ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। সূরা ২৯, আনকাবূত : আয়াত-৪৫

নিঃস্ব ও অভাবগ্রস্ত মানুষদের যাকাত প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তির নিজেকে পবিত্র করার পথ প্রশস্ত হয়। যাকাতের মাধ্যমে সমাজের ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর বুকের ভেতর জমানো ব্যাথার পাহাড় দূরীভূত হয়। মহান আল্লাহ তায়াা বলেছেন–

اَلَّذِیْ یُؤْتِیْ مَالَهٗ یَتَزَكّٰی وَ مَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰۤی اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰی وَ لَسَوْفَ یَرْضٰی-

www.pathagar.com

যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধন-সম্পদ দান করে এবং তার ওপর কারো কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না। তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত। সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে।

সূরা ৯২, লাইল : আয়াত-১৮-২১

রোযা পালনের মাধ্যমে ব্যক্তির আত্ম-নিয়ন্ত্রণ এবং আত্ম-শৃঙ্খলতার দুয়ার খুলে যায়। লোভ, লালসা আর আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার মহৌষধ রোযা। রোযার মাধ্যমে মানুষ অনেক বেশি আল্লাহ তায়ালার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে এবং তাঁকে ভয় করার বাস্তবিক প্রশিক্ষণ লাভ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল- যাতে করে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। সূরা ২, বাকারা : আয়াত-১৮৩

হজ্জের অনেক উপকারিতা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন–

لِيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ-

অর্থ : যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে যা রিযিক হিসেবে দান করেছেন তার ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে। এরপর তোমরা সেটা থেকে আহার করো এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও।
সূরা ২২, আল-হাজ্জ : আয়াত-২৮

এসব ইবাদাত ও অন্যান্য সকল ইবাদাতের মাঝে মানুষের জন্য অনেক বেশি কল্যাণ নিহিত রয়েছে। ইসলামে অযৌক্তিক কঠোর ইবাদাতের স্থান নেই। মানুষের সাধ্যের বাইরে কোন ইবাদত চাপিয়ে দেয়া হয়নি।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ-

আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না। সূরা ২, বাকারা : আয়াত-১৮৫

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথার সমর্থনে বলেছেন– আমি যখন তোমাদের কিছু করার আদেশ দেই, তখন যতটুকু বেশি সম্ভব পারো ততটুকুই করো।

তিনি আরও বলেন- দ্বীন খুবই সোজা।

অসুস্থতা বা অন্য যে কোন যৌক্তিক কারণে ইবাদাতে ছাড় দেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কখনো কখনো সম্পূর্ণ ইবাদাতই মওকুফ করে দেয়া হয়েছে। আবার বিশেষ বিবেচনায় নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত স্থগিত রাখার সুযোগও আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা নামাযের কথা বলতে পারি। ইসলাম দাঁড়িয়ে নামায পড়ার নির্দেশনা দিয়েছে। কিন্তু কেউ দাঁড়িয়ে নামায পড়তে অপারগ হলে, বসে নামায পড়তে পারে। বসে নামায পড়তে অক্ষম হলে শরীরের একপাশ শুয়ে দিয়ে নামায আদায় করতে পারে। অথবা যেভাবে তিনি আরামবোধ করেন, সেভাবে নামায আদায় করতে পারেন। ওপরে বর্ণিত কোনভাবেই যদি কেউ নামায আদায় করতে অক্ষম হোন, তাহলে তিনি হাত অথবা চোখের ইশারায় নামায আদায় করতে পারেন। আমরা জানি নামায আদায়ের জন্য ওযূ অপরিহার্য শর্ত। কিন্তু পানি পাওয়া না গেলে অথবা পানি ব্যবহার করলে শরীরে ক্ষতির আশংকা থাকলে এ শর্ত মওকুফ হয়ে যায়। ওযূর বদলে তখন তায়াম্মুম করে নামায আদায় করা যেতে পারে। মাসিক ঋতুস্রাব অথবা গর্ভস্তোর রক্ত প্রবাহের সময়ে একজন মহিলাকে নামায আদায় থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। তাকে কাযা নামায আদায় করতে হবে না। নিসাব পরিমাণ সম্পদ না থাকলে কাউকে যাকাত দিতে হবে না। রোযা রাখতে অক্ষম বৃদ্ধ ও অসুস্থ ব্যক্তিকে সহজ শর্তে রোযা থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। সুবিধাজনক সময়ে তাদের কাফফারা আদায় করতে হবে। সে যতদিন রোযা রাখতে পারেনি, ততদিন একজন দরিদ্র লোককে এক বেলা খাওয়াতে হবে। অনুরূপভাবে সফর করা অবস্থায়ও রোযা ভেঙ্গে ফেলা যায়। কারণ সফর খুবই কষ্টকর ও

www.pathagar.com

ক্লান্তিকর। মাসিক ঋতুস্রাব কালীন সময়ে এবং সন্তান জন্মদানের পরে যতদিন রক্ত পড়া সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না হয়, ততদিন রোযা রাখার প্রয়োজন নেই। পরে সুবিধামত সময়ে সে কাযা রোযা আদায় করতে হবে। হজ্জ সকলের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। শারীরিকভাবে সুস্থ এবং আর্থিক স্বাবলম্বীদের জন্যই কেবলমাত্র হজ্জ বাধ্যতামূলক। পরিবারের সদস্যদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটানোর পর আর্থিক সক্ষমতা থাকলে হজ্জ করা অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فِيْهِ اٰيٰتٌۢ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ۚ وَ مَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ؕ وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ-

অর্থ : সেখানে রয়েছে সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ (এর মধ্যে একটি হচ্ছে) মাকামে ইবরাহীম। আর যে ব্যক্তি মক্কায় প্রবেশ করবে সে নিরাপদ হয়ে যায়। আল্লাহর উদ্দেশ্যে কাবা ঘরে হজ্জ করা মানুষের ওপর ফরয যারা যাতায়াতের সামর্থ রাখে। আর যে তা অমান্য করবে তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে অমুখাপেক্ষী।

সূরা ৩, আলে ইমরান : আয়াত-৯৭

ইসলামে নমনীয়তার উদাহরণ দিতে গিয়ে আমরা মানুষের খাদ্যাভাসের কথা বলতে পারি। ইসলাম সর্বদা মানুষকে হালাল খাবারের নির্দেশনা প্রদান করে। হারাম খাদ্যকে পরিহার করতে বলে। কিন্তু হালাল খাবারের অভাবে কেউ যদি মৃত্যুর মুখোমুখি হোন, তখন হারাম খাদ্যও তার জন্য বৈধ। বেঁচে থাকার জন্য তখন মৃত প্রাণীর গোস্তও খাওয়া যেতে পারে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَ مَاۤ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّ لَا عَادٍ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থ : তিনি শুধু তোমাদের জন্য মৃত জীব, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অপরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত তা হারাম করেছেন।

www.pathagar.com

কিন্তু যে ব্যক্তি নিরূপায় হয়ে পড়ে সে অবস্থায় সে অবাধ্য নয় এবং সীমালঙ্ঘনকারী নয়, তার জন্য পাপ নেই (জীবন রক্ষার্থে খেতে পারে) এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়। সূরা ২, বাকারা : আয়াত-১৭৩

২.

রাসূল ﷺ-এর অধিকার

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন মানুষকে সরল পথ দেখানোর জন্য তার প্রিয়তম রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-কে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। কেউ যদি আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর ওপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে এবং পুর্ণ আনুগত্য পোষণ করে তাহলে আল্লাহ তায়ালা সে ব্যক্তিকে এ পৃথিবীতে এবং কিয়ামতের দিনে অবশ্যই সফলতা দান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন। উম্মতের ওপর রাসূল ﷺ-এর অধিকার আছে। সে অধিকারের সারাংশই হচ্ছে (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু) মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এ ঘোষণা দেয়ার সাথে সাথে কিছু কাজ অপরিহার্য হয়ে ওঠে।

ক. একজন মুমিন অবশ্যই আল্লাহর রাসূলের নির্দেশনাসমূহ মেনে চলবেন। তিনি অবশ্যই তাঁর নিষেধাজ্ঞাসমূহও মেনে চলবেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ-

অর্থ : রাসূল ﷺ তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। সূরা ৫৯, হাশর : আয়াত-৭

খ. একজন মুমিন সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহর অনুসরণ করবেন। রাসূল ﷺ-এর অনুসারীগণের সুন্নাহর কোন অংশ পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন ও বর্জনের কোন অধিকার নেই। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

www.pathagar.com

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থ : তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা ৩, আলে ইমরান : আয়াত-৩১

গ. আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয়তম রাসূল ﷺ-কে বিশেষ মর্যাদা ও সম্মান প্রদান করেছেন। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন– "আমাকে এমনভাবে প্রশংসা করো না যেমনটি খ্রিস্টানরা মরিয়মের পুত্রকে করে থাকে। কেননা আমি তাঁর বান্দা মাত্র। সুতরাং [আমার সম্পর্কে] বল : আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।" সহীহ বুখারী

তিনি আরও বলেছেন : হে লোকসকল! যতটুকু বলার ততটুকু বলো এবং তোমরা নিজেদের শয়তানের ফাঁদে জড়িও না। আমি মুহাম্মাদ। আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। আমি পছন্দ করি না যে আল্লাহর পক্ষ থেকে দেয়া মর্যাদার চেয়েও তোমরা আমাকে উচ্চে তুলে ধরো। আন নাসাঈ

তিনি আরও বলেন : আমার প্রাপ্যের চেয়ে আমার প্রশংসা করো না। আল্লাহ তায়ালা নবী এবং রাসূল হিসেবে মনোনীত করার আগে আমাকে তাঁর বান্দা হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তাবারানী

ঘ. একজন মুমীন আল্লাহর রাসূলের করা বিচার-ফয়সালাকে সন্তুষ্টিচিত্তে মেনে নেবেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন–

فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

অর্থ : তোমার প্রতিপালকের শপথ! কখনোই তারা মু'মিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার ওপর অর্পণ না করে; এরপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোনো দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তকরণে তা মেনে না নেয়। সূরা ৪, আন নিসা : আয়াত-৬৫

www.pathagar.com

ঙ. বিশ্বাস করতে হবে যে, রাসূল ﷺ বিশ্বমানবতার জন্য সর্বজনীন মুক্তির দূত। ইসলাম নির্দিষ্ট কোন জাতিগোষ্ঠীর জন্য নয় বরং সকলের। ইসলামে অতীতের সকল নবী ও রাসূলগণের কথা, কাজ, নীতিমালা সবকিছুই সংরক্ষিত আছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِىْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۚ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْىٖ وَ يُمِيْتُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ النَّبِىِّ الْاُمِّىِّ الَّذِىْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ كَلِمٰتِهٖ وَ اتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ-

বল, 'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্বের অধিকারী। তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ্ নেই, তিনিই জীবিত করেন ও মৃত্যু ঘটান। সুতরাং তোমরা ঈমান আন আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবহক উম্মী নবীর প্রতি যিনি আল্লাহ ও তাঁর কালিমাসমূহের প্রতি বিশ্বাস করেন এবং তোমরা তাঁর অনুসরণ কর যাতে তোমরা সুপথপ্রাপ্ত হও।' সূরা ৭, আ'রাফ : আয়াত-১৫৮

চ. বিশ্বাস করতে হবে যে, মানবতার মুক্তির মিশনে কাজ করতে গিয়ে মানবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় রাসূলকে হিফাজত করেছিলেন। বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত নির্দেশনার কোন সংযোজন ও বিয়োজন রাসূল ﷺ ব্যক্তিগতভাবে করেননি। মহান আল্লাহ বলেন–

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى-

"তিনি প্রবৃত্তি হতেও কথা বলেন না।"

সূরা ৫৩, নাজম : আয়াত-৩

ছ. বিশ্বাস করতে হবে মুহাম্মাদ ﷺ-ই সর্বশেষ রাসূল এবং তারপরে আর কোন নবী-রাসূলের আগমন হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيّٖنَ ۗ وَ كَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمًا-

www.pathagar.com

অর্থ : মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যকার কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। আল্লাহ সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

সূরা ৩৩, আহযাব : আয়াত-৪০

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন–

اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِىْ-

"আমি শেষ নবী আমার পরে আর কোনো নবী নেই।"

সুনানে তিরমিযী ২/৪৫; মুসনাদে আহমদ ৬/৩৭৩ হাঃ ২১৮৮৯

জ. বিশ্বাস করা দরকার যে, আল্লাহ তায়ালা দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গরূপ দান করেছেন এবং রাসূল ﷺ-এর মাধ্যমে পরিপূর্ণ দ্বীন ইসলামকে উপস্থাপন করেছেন। উম্মাহর জন্য প্রয়োজনীয় সকল পরামর্শ, উপদেশ, আদেশ, নিষেধ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে–

اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ دِيْنِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ ؕ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِىْ وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ فَمَنِ اضْطُرَّ فِىْ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّاِثْمٍ ۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থ : আজ কাফিররা তোমাদের দ্বীনের বিরুদ্ধাচারণে হতাশ হয়েছে; সুতরাং তাদেরকে ভয় কর না বরং আমাকে ভয় কর। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করেছি ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছি এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে মনোনীত করেছি।

সূরা ৫, মায়িদা : আয়াত-৩

ঝ. বিশ্বাস করা দরকার যে, ইসলামের সকল আইন আল্লাহর অনুমোদিত এবং সকল ধরনের ইবাদাত তাঁরই পক্ষ থেকে দেয়া। আইনের ব্যাপারে ব্যক্তির স্বাধীনতা নেই। কারণ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই তাঁর বান্দাদের সত্যিকারের কল্যাণের পদ্ধতি জানেন। এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে-

www.pathagar.com

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ-

অর্থ : যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত ।

সূরা ৩, ইমরান : আয়াত-৮৫

ঞ. আল্লাহর রাসূলের নাম উচ্চারিত হলে একজন মূমীন অবশ্যই সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করবে এবং রহমত কামনা করবে । মহান আল্লাহ বলেন–

اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا-

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমত প্রেরণ করেন নবীর প্রতি এবং তাঁর ফেরেশতাগণও নবীর জন্য রহমত কামনা করে । সুতরাং ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরাও নবীর জন্য রহমত কামনা কর এবং তাঁর প্রতি প্রচুর পরিমাণে সালাম প্রেরণ কর । সূরা ৩৩, আহযাব : আয়াত-৫৬

ট. একজন মুমিন অবশ্যই অন্য যে কারও চেয়ে রাসূল ﷺ-এর প্রতি বেশি ভালোবাসা প্রদর্শন করবে । আল্লাহ তায়ালা বলেন–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَآؤُكُمْ وَ اَبْنَآؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ اَمْوَالُ ۨ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِىْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ-

বলো, 'তোমাদের কাছে যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা পড়ার আশংকা করো এবং

www.pathagar.com

তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাস, তাহলে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।

সূরা ৯, তাওবা : আয়াত-২৪

ঠ. একজন মুমিন সর্বোত্তম সকল উপায়-উপকরণ, পদ্ধতি, হিকমত ব্যবহার করে আল্লাহ ও তার রাসূলের বাণীকে অপরের কাছে পৌছে দেবে। অসচেতন ও ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত লোকদের কাছে সঠিক তথ্য পৌছে দেয়ার সংগ্রামে নিজেকে ব্যাপৃত রাখবে। আল্লাহ বলেন–

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ؕ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَ هُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ-

অর্থ : তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান করো হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক করবে উত্তম পন্থায়। তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কারা সৎপথে আছে তাও তিনি সবিশেষ অবহিত।

সূরা ১৬, নাহল : আয়াত-১২৫

এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন–

"একটি বাক্য হলেও (আমার শিক্ষা) মানুষের কাছে পৌছে দাও,

সহীহ বুখারী, ৪র্থ খণ্ড, ৫৬-তম কিতাব (সুন্নাহ'র জ্ঞান), হাদীস নং ৬৬৭

৩.

অন্যান্য নবী ও রাসূলগণের অধিকার

একজন মুসলমানের ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না সে অতীতের সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম ও রাসূলদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেন। একজন মুসলমান অবশ্যই বিশ্বাস করবে যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছিল। ইসলামের বাণী সকল সময়ের, সকল জায়গার জন্য সর্বজনীন। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বর্ণনা করেন–

www.pathagar.com

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۫ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۫ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ۫ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ-

অর্থ : রাসূল বিশ্বাস করেছেন যা তার রবের পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে এবং ঈমানদাররাও। প্রত্যেকেই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না এবং তাঁরা বলেছেন, আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের রব! আমরা আপনার ক্ষমা চাই। আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন স্থল। সূরা ২, বাকারা : আয়াত-২৮৫

ইসলামের বাণী অপরের কাছে পৌঁছানো মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। কিন্তু জোর করে কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করার অধিকার মুসলমানদের নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

لَآ اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ ۙ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ؕ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

অর্থ : দ্বীনের ব্যাপারে কোনো বাড়াবাড়ি নেই। বিভ্রান্তি থেকে সুপথ প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। সুতরাং যে তাগুতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে সে এমন এক মজবুত রশি ধারণ করল, যা কখনো ছিঁড়বে না। আল্লাহ তা'আলা শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী।

সূরা ২, বাকারা : আয়াত-২৫৬

www.pathagar.com

৪.

পিতা-মাতার অধিকার

সন্তানের নিকট থেকে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা আর আনুগত্য পাওয়া পিতামাতার অধিকার। কিন্তু এ আনুগত্য শর্তযুক্ত। পিতা-মাতার আনুগত্য অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি সর্বোচ্চ শ্রদ্ধা, দয়া ও ভালোবাসা প্রদর্শনের নির্দেশনা দিয়েছে। বৃদ্ধাবস্থায় তাঁদের সর্বোত্তম খিদমত করার নির্দেশ দিয়েছে। পিতামাতার সামনে নম্রতা প্রদর্শন করতে বলা হয়েছে। তাঁদের সামনে কোন ধরনের দাম্ভিকতা ও ঔদ্ধত্যপনার সুযোগ নেই। ধৈর্যের সাথে তাঁদের সেবা করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَ قَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّ لَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا-

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো 'ইবাদাত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে। তাদের একজন অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হলে তাদেরকে 'উফ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দেবে না; তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বল।"

সূরা ১৭, বনী ইসরাঈল : আয়াত-২৩

তিরমিযীর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন– "যে ব্যক্তি স্বীয় মাতা-পিতাকে সন্তুষ্ট করে সে যেন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করল। আর যে ব্যক্তি স্বীয় মাতা-পিতাকে অসন্তুষ্ট করে সে যেন আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করল"। অমুসলিম পিতামাতার অধিকারও ইসলামে সুন্দরভাবে সংরক্ষিত আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত অমুসলিম পিতামাতা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে কোন আদেশ না দেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের পূর্ণ আনুগত্য করতে বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মেয়ে আসমা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন– একদিন আমার মা আমাকে দেখতে এসেছিলেন। তখনও তিনি মুসলমান হননি। আমি আল্লাহর রাসূলকে আমার মায়ের আগমনের কথা জানিয়ে বলেছি- আমি কি মায়ের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করবো? আল্লাহর রাসূল বলেন হ্যাঁ,অবশ্যই।

দয়া, সহানুভূতি ভালোবাসা, মমতার ব্যাপারে মাকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ বিষয়ে একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি সর্বাগ্রে কার সাথে সদাচরণ করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বলেন, তোমার মায়ের সাথে, লোকটি আবার বলে, তারপর কে? তিনি বলেন, তোমার 'মা'। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞেস করল, তারপর কে? উত্তরে তিনি বলেন, তোমার মা। লোকটি আবার জিজ্ঞেস করে, এরপর কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'তোমার বাবা।' বুখারী, মুসলিম

এ হাদীসে আল্লাহর রাসূল মাকে পিতার তুলনায় তিনগুণ বেশি অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলেছেন। কেননা গর্ভকালীন এবং জন্মোত্তর শিশুর পরিচর্যা করতে গিয়ে মাকে অনেক বেশি কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسٰنًا ۭ حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ كُرْهًا وَّوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔

আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করার হুকুম দিয়েছি। তার মা কষ্ট করে তাকে পেটে ধারণ করেছে, কষ্ট করেই তাকে প্রসব করেছে। সূরা ৪৬, আহক্বাফ : আয়াত-১৫

কিন্তু পিতাকে অবমূল্যায়ন করার কোনো সুযোগ ইসলামে নেই। একটি হাদীসে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَالِدًا اِلَّا اَنْ يَجِدَهٗ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهٗ فَيُعْتِقَهٗ لَا يَجْزِىْ وَلَدٌ۔

www.pathagar.com

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোন সন্তান (তার) পিতার ঋণ পরিশোধ করতে পারবে না। কিন্তু সে যদি তার পিতাকে ক্রীতদাসরূপে পায় এবং তাকে কিনে মুক্ত করে দেয়। (তাহলে তা পরিশোধ হতে পারে।)" মুসলিম- ১৫১০, তিরমিযী- ১৯৬০,

৫.

স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার

পারিবারিক ব্যবস্থাপনায় স্বভাব নিয়মেই স্বামী মূখ্যকর্তা। কারণ তিনি পরিবারের সকলের দায়ভার নেয়ার জন্য বাধ্য এবং সকলের পরিচালনার গুরুদায়িত্ব তার কাঁধে। কিন্তু তাকে অবশ্যই ইনসাফ, প্রজ্ঞা ও ধৈর্যের সাথে নেতৃত্ব দিতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّ بِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ-

অর্থ : পুরুষরা নারীদের (কাজকর্মের) প্রহরী। কারণ আল্লাহ তায়ালা এদের একজনকে আরেকজনের ওপর (কিছু বিশেষ) মর্যাদা দান করেছেন এবং (পূরুষের এ মর্যাদার) একটি (বিশেষ) কারণ হলো (প্রধানত) তারাই অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে থাকে। সূরা ৪, নিসা : আয়াত-৩৪

পারিবারিক নেতৃত্ব স্বামীর হাতে ন্যস্ত করার ব্যাপারে যৌক্তিক ব্যাখ্যা রয়েছে। পুরুষ মানুষ স্বভাবতই নারীদের চেয়ে শারীরিকভাবে শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান। নারীরা একটু দুর্বল প্রকৃতির ও আবেগপ্রবণ। ফলশ্রুতিতে নারীদের পারিবারিক জীবনে পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা পালন করতে হয়। অন্য কারও দায় স্ত্রীর ওপর বর্তায় না। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যায় এমন কোন আদেশ ছাড়া স্ত্রীর জন্য স্বামীর সকল বৈধ আদেশ ও পরামর্শ মেনে চলা বাধ্যতামূলক। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করেন : একজন স্ত্রীলোকের ওপর কার অধিকার বেশি? আল্লাহর রাসূল বললেন, তার স্বামীর। আবার জিজ্ঞেস করা হলো : একজন পুরুষ লোকের ওপর কার অধিকার বেশী। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তার মায়ের। মুসলিম

www.pathagar.com

স্বামীর সামর্থের বাইরের কোনকিছু দাবি করা স্ত্রীর জন্য যৌক্তিক হবে না। সন্তানদের সঠিক পরিচর্যা ও যত্ন করা স্ত্রী হিসেবে প্রত্যেক নারীর ওপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। স্বামীর বংশের মর্যাদা রক্ষা করা ও স্বামীর অনুমতি ছাড়া ঘরের বাইরে যাওয়া মোটেই প্রত্যাশিত নয়। স্বামীর অপছন্দের লোকদের সাথে মেলামেশা করা যাবে না। একজন স্ত্রীর কাছে স্বামীর সবচেয়ে বড় আমানত সতীত্ব।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একদা জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন নারী সবচেয়ে ভাল? তিনি বলেন, "যে নারী স্বামীকে আনন্দিত করে, যখন স্বামী তার দিকে দৃষ্টি দেয়। যে নারী স্বামীর আনুগত্য করে, যখন স্বামী তাকে নির্দেশ দেয়, যে নারী স্বামীর সম্পদ ও নিজ নফসের ব্যাপারে, এমন কোনো কাজে লিপ্ত হয় না, যা স্বামীর অপছন্দ।' সুনানে নাসাঈ-৩০৩০

৬.

স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার

স্বামীর ওপর স্ত্রীর অনেক অধিকার রয়েছে। আমরা সংক্ষেপে তা বর্ণনা করবো।

ক. মোহরানা : বিয়ে কবুলের সময় স্ত্রী স্বামীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ মোহরানা পাবেন। মোহরানা ছাড়া বিয়ে বাতিল বলে গণ্য হবে। স্বামীর সামর্থ অনুযায়ী মোহরানা নির্ধারিত হবে। মোহরানা মওকুফযোগ্য নয়। কিন্তু বিয়ের পর স্ত্রী ইচ্ছা হলে স্বামীকে মোহরানা আদায় থেকে অব্যাহতি দিতে পারে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে–

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ؕ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْٓـًٔا مَّرِيْٓـًٔا-

আর নারীগণকে তাদের দেন-মোহর প্রদান কর কিন্তু পরে যদি তারা সন্তুষ্ট চিত্তে কিছু অংশ তোমাদেরকে প্রদান করে তাহলে তৃপ্তির সাথে ভোগ কর।

সূরা ৪, আন নিসা : আয়াত-৪

www.pathagar.com

খ. অর্থনৈতিক সহায়তা : স্বামী তার সামর্থ অনুযায়ী স্ত্রীর সকল প্রয়োজনীয় ও মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে বাধ্য। শুধুমাত্র স্ত্রীর নয়, সন্তানাদি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ভরণপোষণের দায়িত্বও স্বামীর কাঁধে।

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا-

অর্থ : সামর্থবান নিজ সামর্থ অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে। আল্লাহ যাকে যে সামর্থ দিয়েছেন তদপেক্ষা অতিরিক্ত বোঝা তিনি তার ওপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর সহজ করে দেবেন।" সূরা ৬৫, আত ত্বলাক : আয়াত-৭

স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের অন্যদের ভরণপোষণ করাকে ইসলাম সদকায়ে জারিয়া হিসেবে বর্ণনা করেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে লক্ষ্য করে বলেন :

اِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلَّا اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِيْ فَمِ امْرَاَتِكَ-

অর্থ : আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তুমি যে ব্যয়ই করবে, তাতে সওয়াব প্রাপ্ত হবে। এমনকি যে খাবার তুমি নিজ স্ত্রীর মুখে তুলে দেবে, তাতেও।'

সহীহ বুখারী- ১২৯৫

স্বামী যদি কৃপণ হয়, তাহলে স্ত্রী তার কৃপণ স্বামীর অনুমতি ছাড়াই প্রয়োজনীয় অর্থ ও সম্পদ ব্যবহার করতে পারবে। হিন্দ বিন উতবা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, হে আল্লাহ রাসূল! আবু সুফিয়ান খুবই কৃপণ ব্যক্তি। আমি ও আমার সন্তানদের জন্য তিনি পর্যাপ্ত অর্থ–সম্পদ ব্যয় করে না। তাঁর অনুমতি ছাড়াই তাঁর সম্পদ থেকে আমি কিছু ব্যয় করি। এটা কি ঠিক? আল্লাহর রাসূল বলেন ততটুকু নেবে, যতটুকু তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য একান্ত প্রয়োজন। সহীহ বুখারী- ২৪৬০

গ. সাহচর্য ও একনিষ্ট সম্পর্ক : স্বামীর কাছ থেকে ভালো আচরণ, উত্তম ব্যবহার, গভীর ভালোবাসা এবং পর্যাপ্ত সময় পাওয়া স্ত্রীর অধিকার।

www.pathagar.com

স্বামীকে স্ত্রীর এ হক যথাযথভাবে আদায় করা দরকার। জাবির রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে বলেন : হে জাবির! তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বলেছি : হ্যাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করেন, সে মহিলাটি কুমারী না অকুমারী? আমি বলেছি: অকুমারী। তিনি বলেন, তুমি একজন কুমারী বিয়ে করলে না কেন? তা হলে তুমি তার সাথে ক্রীড়া-কৌতুক করতে এবং সেও তোমার সাথে ক্রীড়া কৌতুক করত। আর তুমি তার সাথে এবং সেও তোমার সাথে হাসিখুশী করতো। সহীহ বুখারী- ৫৯৪৫

ঘ. জীবনের সকল গোপনীয়তার সুরক্ষা : একজন স্বামী তার স্ত্রীর দেখা ও শোনা কোন দুর্বলতা, ভুলত্রুটি অপর লোকের কাছে প্রকাশ করবে না। অবশ্যই ব্যক্তি জীবনের গোপনীয়তা রক্ষার দায়িত্ব স্বামীর। স্ত্রীর ইজ্জত-আব্রু স্বামীর কাছে আমানতস্বরূপ। কোনক্রমেই এ আমানতের খিয়ানত করা যাবে না।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর সম্পর্ককে ইসলাম খুবই উৎসাহিত করে। কিন্তু এ সম্পর্ককে উন্মাদনার পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে সকলের সামনে উপস্থাপনাকে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল বলেছেন–

مِنْ اَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِىْ اِلَى امْرَأَتِهِ تُفْضِىْ وَلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَهَا-

অর্থ : কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যে নিজের স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং তার সাথে তার স্ত্রীও মিলিত হয়, এরপর সে এর গোপনীয়তা প্রকাশ করে বেড়ায়।' মুসলিম-২৫৯৭

ঙ. সমতা ও স্বচ্ছতা : একাধিক বিয়ে করলে স্বামী তার সকল স্ত্রীর সাথে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। সকলকে সমান সুযোগ সুবিধা দেবেন। একই ধরনের বাসা-বাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছেদ সরবরাহ করবেন। প্রত্যেক স্ত্রীর সাথে সম পরিমাণ সময় দেবেন। কোন অবিচার ইসলাম বরদাশত করে না। এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– যার দুজন স্ত্রী রয়েছে কিন্তু উভয়ের সাথে ইনসাফ কায়েম করে না, কিয়ামতের দিন তাকে অর্ধ পঙ্গু করে ওঠানো হবে। আবু দাউদ- ২১৩৫

www.pathagar.com

চ. ন্যায্য ও দয়ালু সেবা : একজন স্বামী অবশ্যই তার স্ত্রী ও পরিবারবর্গের সেবা-শশ্রুষা করবে। স্ত্রীর যত্ন নেবে। দয়া প্রদর্শন করবে এবং যে কোন সমস্যায় পাশে দাঁড়াবে। স্ত্রীর কোন দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা দেখলে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে মাফ করে দেবে। একজন আদর্শ স্বামী তার স্ত্রীর সাথে সংসারের ভবিষ্যত' নিয়ে পরিকল্পনা ও পরামর্শ করবে। তাদের জীবনকে ফুলে-ফলে সাজানোর জন্য একে অপরের প্রতি আস্থাশীল হবে। স্বামীকে তার ব্যক্তিত্ব ও যোগ্যতা দিয়ে একটা সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে হবে। স্ত্রী ও পরিবারবর্গের জন্য এক শান্তির নীড় গড়ে তুলতে হবে।

আল্লাহর রাসূল এ ব্যাপারে বলেছেন–

اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ-

অর্থ : মু'মিনদের মধ্যে সবার চেয়ে পূর্ণ মু'মিন সে ব্যক্তি যে চরিত্রে সবার চেয়ে সুন্দর, আর তাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে নিজের স্ত্রীর জন্য সর্বোত্তম।' তিরমিযী/৬/২৮৩

ছ. সুরক্ষা ও নিরাপত্তা : সামর্থের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে একজন স্বামী তার স্ত্রী ও পরিবারবর্গকে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দেবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ-

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর সে আগুন থেকে যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয়, কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা

www.pathagar.com

অমান্য করে না আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তাঁরা যা করতে আদিষ্ট হন তাই করেন। সূরা ৬৬, আত-তাহরীম : আয়াত-৬

স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও সম্পদের সুরক্ষা দেবেন স্বামী। স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া তিনি সে সম্পদ ব্যয় করতে পারবে না।

৭.

শিশুদের অধিকার

শিশু সন্তানের জন্য একটা ভালো নাম নির্ধারণ করার মাধ্যমে শিশু অধিকার বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ শুরু হয়। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন তোমাদের নামের সাথে তোমাদের বাবার নাম যোগ করে ডাকা হবে। এজন্য তোমরা ভালো নাম রাখ। মুসনাদে আহমদ- ৬২১, আবু দাউদ- ৪৯৫০

শিশুদের নৈতিক আচরণের শিক্ষা দেয়া এবং বাজে অভ্যাস থেকে দূরে রাখার অনুশীলন করানো পিতামাতার একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। যেমন মিথ্যা কথা বলা, প্রতারণা করা, স্বার্থপরতা থেকে শিশুদের দূরে রাখতে হবে। আবদুল্লাহ ইবনে আমর [রাদিয়াল্লাহু আনহুমা] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন : আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ-

অর্থ : "একজন লোকের পাপী হবার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে নিজের পোষ্যবর্গের ভরণপোষণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী তাদেরকে প্রদান করার দায়িত্ব পালন করা থেকে বিরত থাকবে"। সুনান আবু দাউদ- ১৬৯২

একাধিক শিশুদের মধ্যে উপহার প্রদান, উত্তরাধিকার সূত্রের সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে ইনসাফ করা দরকার।

অন্যায় বণ্টন কিম্বা কমবেশি উপহার প্রদান শিশুদের মনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। নু'মান বিন বশির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমার বাবা আমাকে একটি উপহার দেয়ার সময় আমার মা বাধা দিয়ে বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে না দেখিয়ে এ উপহার দেবে না। আমাকে

www.pathagar.com

নিয়ে তারা তখন রাসূল ﷺ-এর দরবারে গিয়ে তাঁকে তা বলেন। তখন রাসূল ﷺ বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, এ উপহারটি কি তোমার সকল সন্তানের জন্য দিচ্ছো? বাবা উত্তরে বলেন, না। তখন আল্লাহর রাসূল তাঁকে বলেন,আল্লাহকে ভয় করো এবং সন্তানদের সাথে সম-আচরণ করো। তখন আমার বাবা ফিরে এলেন এবং উপহারটি আর প্রদান করেন নি। আবু দাউদ- ৩৫৪৪

৮.

আত্মীয়-স্বজনের অধিকার

আত্মীয়-স্বজনদের বিশেষ গুরুত্ব দেয়া, তাদের বাড়িতে সফর করা, খোঁজ-খবর নেয়া এবং বিপদে পাশে দাড়ানো আত্মীয়-স্বজনদের অধিকার। সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার ক্রম অনুযায়ী একজন ধনী ব্যক্তি অবশ্যই তার আত্মীয়দের আর্থিক সাহায্য করবে। যে যত বেশি নিকটাত্মীয়, সহায়তা লাভের অধিকার তার ততবেশি। একজন মুসলিম তার ভাইদের ও নিকটাত্মীয়দের সম্ভাব্য সর্বোত্তম উপায়ে সহায়তা করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا-

অর্থ : "হে মানবমণ্ডলী! তোমরা ভয় কর তোমাদের প্রতিপালককে যিনি তোমাদেরকে একই ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় থেকে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং সে আল্লাহকে ভয় কর যাঁর নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে প্রার্থনা কর এবং আত্মীয়তাকেও ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহই তোমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।" সূরা ৪, আন-নিসা : আয়াত-১

www.pathagar.com

কোন আত্মীয় যদি খারাপ আচরণ করে, তবুও ইসলাম তার সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশনা দিয়েছে। কেউ সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে চাইলেও তার সাথে নিজ উদ্যোগে সম্পর্ক রাখতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

এমর্মে রাসূল ﷺ বলেন :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا-

অর্থ : আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযিয়াল্লাহু আনহু নবী ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন বিনিময়মূলক যে আত্মীয়তা বজায় রাখে সে মূলত সম্পর্ক স্থাপনকারী নয়। প্রকৃতপক্ষে সম্পর্ক ছিন্ন হলেও যে সম্পর্ক বজায় রাখে সেই সম্পর্ক স্থাপনকারী। সহীহ বুখারী- ৫৯৯১

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অনেক বড় পাপ। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوْٓا أَرْحَامَكُمْ أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمٰى أَبْصَارَهُمْ-

অর্থ : এখন তোমাদের কাছ থেকে এ ছাড়া আর কিছু কি আশা করা যায় যে, যদি তোমরা জনগণের শাসক হও তাহলে দুনিয়াতে ফাসাদ করবে এবং মারামারি করে আত্মীয়তা বিনষ্ট করবে? এরাই সেসব লোক, যাদের ওপর আল্লাহ লা'নত করেছেন এবং তাদের শোনার ও দেখার শক্তি নষ্ট করে দিয়েছেন। সূরা ৪৭, মুহাম্মদ : আয়াত-২২-২৩

www.pathagar.com

জনসাধারণের অধিকার ও কর্তব্য: প্রেক্ষিত কিছু কথা

১. সাধারণ জনগণের ওপর শাসকের অধিকার

২. সরকারের ওপর জনগণের অধিকার

৩. প্রতিবেশীর অধিকার

৪. বন্ধুর অধিকার

৫. অতিথীর অধিকার

৬. দরিদ্রের অধিকার

৭. কর্মচারী/ শ্রমিকের অধিকার

৮. মালিক/ নিয়োগকর্তার অধিকার

৯. উদ্ভিদ ও বৃক্ষরাজির অধিকার

১০. বিবিধ অধিকার।

ইসলাম সবসময়ই একে অপরের কল্যাণ কামনা, সহযোগিতা ও সহমর্মীতার জন্য উৎসাহিত করে। সাধ্যানুযায়ী অপরকে সাহায্য করা মুসলমানদের নৈতিক দায়িত্ব। আল্লাহর রাসূল ﷺ এ ব্যাপারে বলেছেন: মুমিনরা একে অপরে একই বিল্ডিং এর ইটের মতো: একটি অপরটিকে শক্তিশালী করে। বুখারী - ৫৬৮০

সহকর্মী মুসলমানের মর্যাদা সমুন্নত করা এবং অযাচিত সন্দেহ না করাই ইসলামের মহান শিক্ষা। এ বিষয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন– তোমরা অনুমান ও ধারণা থেকে বিরত থাক। কারণ অনুমান ও ধারণা হলো সবচেয়ে বড় ধরনের মিথ্যা কথা। তোমরা কারো দোষ খুঁজে বেড়িয়ো না, গোয়েন্দাগিরী করো না, একে অন্যের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, বিদ্বেষ ও শত্রুতা রেখো না, বিচ্ছেদভাব দেখিয়ো না; বরং তোমরা সকলেই এক আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও।

সহীহ বোখারি- ৬০৬৪

আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর আরেকটি নির্দেশনা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন– একজন মুসলমান ততক্ষণ পর্যন্ত সত্যিকারের

www.pathagar.com

ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অপর মুসলিম ভাইয়ের জন্য পছন্দ করে। সহীহ মুসলিম- ১৮০

এখন আমরা জনসাধারণের অধিকার ও কর্তব্যের কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করতে চাই।

১.

সাধারণ জনগণের ওপর শাসকের অধিকার

জনগণের ওপর শাসক বা দায়িত্বশীলদের কিছু অধিকার রয়েছে। কুরআনের এ আয়াতটির মাধ্যমে উপরিউক্ত অধিকারের স্বীকৃতি পাওয়া যায়।

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا-

অর্থ : হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর তাহলে, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের অনুগত হও, আর তোমাদের মধ্য থেকে সেসব নেতৃবৃন্দের যারা আদেশ দেয় কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে সে ব্যাপারে আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের শরণাপন্ন হও। এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি।" সূরা নিসা : আয়াত- ৫৯

একজন মুসলমানকে নিচে বর্ণিত কিছু নির্দেশনাকে মেনে চলা উচিত।

ক. শাসক বা দায়িত্বশীলের আনুগত্য করা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা। ইবনু হুসাইন তার দাদী উম্মুল হুসাইন থেকে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন : "যদি নাক কাটা কোন ক্রীতদাসও তোমাদের ওপর আমীর নিযুক্ত করা হয় এবং সে যদি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী তোমাদেরকে পরিচালনা করে তাহলে তার কথা শোন ও তার আনুগত্য কর"। মুসলিম- ৪৬১২

www.pathagar.com

খ. আল্লাহর আসমানী নির্দেশনার আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনাকারী মুসলিম শাসকের আনুগত্য করা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই আনুগত্য করা। আবার সে মুসলিম শাসকের আনুগত্যের লঙ্ঘন প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের লঙ্ঘন।

গ. ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র ও উম্মাহর স্বার্থে মুসলিম শাসককে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতে কোনোরূপ কৃপণতা করা যাবে না। একজন মুসলিম শাসককে তার দায়িত্ব, কর্তব্য ও অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করে দেয়া মুসলমানদের নৈতিক দায়িত্ব। কুরআনুল কারীমের এ আয়াতটি প্রণিধানযোগ্য।

فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهٗ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشٰى-

অর্থ : তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।' সূরা ২০, ত্বহা : আয়াত- ৪৪

তামীমুদদারী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কল্যাণকামনাই হচ্ছে দ্বীন। আমরা আরয করেছি, কার জন্য কল্যাণ কামনা? তিনি বলেন, আল্লাহ ও তাঁর কিতাব, তাঁর রাসূল আর মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণের কল্যাণ কামনাই হচ্ছে দ্বীন। মুসলিম- ৫৭

সংকটাবস্থায় মুসলমানরা মুসলিম শাসকের পাশে দাঁড়ায়। মুসলিম শাসন ব্যবস্থা ও সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে উস্কে দেয়া এবং বিদ্রোহ করাকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

مَنْ جَاءَكُمْ وَاَمْرُكُمْ جَمِيْعٌ عَلٰى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيْدُ اَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوْهُ-

অর্থ : একজন শাসকের সাথে তোমরা ঐক্যবদ্ধ থাকা অবস্থায় যদি তোমাদের জামআতে বিভক্তি সৃষ্টির জন্য কেউ আগমন করলে তাকে হত্যা করো।" সহীহ মুসলিম- ৪৯০৪

www.pathagar.com

২.

সরকারের ওপর জনগণের অধিকার

ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকদের কিছু সুনির্দিষ্ট অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া সরকারের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। সংক্ষেপে আমরা সেসব অধিকারগুলোর আলোচনা করব।

ক. ন্যায়বিচার : ন্যায়বিচার মানে সমাজের প্রত্যেক নাগরিক নায্যতা, যথার্থতা ও স্বচ্ছতা উপভোগ করবে। প্রত্যেকেই তাদের ন্যায্য অধিকারের নিশ্চয়তা পাবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করবে। দায়িত্ব বণ্টনের ক্ষেত্রেও ইনসাফ বজায় রাখা হবে। শ্রেণি, বর্ণ, গোত্র, ব্যক্তিভেদে কাউকে অগ্রাধিকার কিংবা কারো সাথে অবিচার করা হবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۫ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَ اِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا-

অর্থ : "হে মুমিনগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও এটা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কাটিয়া যাও তাহলে তোমরা যা কর আল্লাহ তো ঐ সম্যক খবর রাখেন।"

সূরা নিসা : আয়াত- ১৩৫

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন : কিয়ামতের দিন ন্যায়পরায়ন শাসক আল্লাহ তায়ালার খুবই প্রিয়ভাজন ও কাছাকাছি থাকবেন। আর অবিচারী ও অত্যাচারী শাসক খুবই ঘৃণিত ও দূরে থাকবে। তিরমিযী- ১৩২৯

www.pathagar.com

খ. পরামর্শ দেয়ার সুযোগ : রাষ্ট্রের নাগরিকদের জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারকে পরামর্শ দেয়ার অবারিত সুযোগ থাকতে হবে। পরামর্শ ও মতামত দেয়ার এ প্রক্রিয়া খুবই সহজ ও সুন্দর হতে হবে। ইসলামী সমাজব্যবস্থা নিয়ে জনগণকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আকাঙ্ক্ষা ও মতামত প্রকাশের সুযোগ প্রদান করতে হবে। গ্রহণযোগ্য মতামত ও পরামর্শ সরকার গ্রহণ করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ ۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ-

অর্থ : অতএব আল্লাহর অনুগ্রহ এটা যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল চিত্ত; আর তুমি যদি কর্কশ ভাষী, কঠোর হৃদয় হতে, তাহলে নিশ্চয়ই তারা তোমার সংস্পর্শে আসা থেকে বিরত হতো, অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর ও তাদের জন্য ক্ষমা আবেদন কর এবং কাজ সম্পর্কে তাদের সাথে পরামর্শ কর; এরপর যখন তুমি কোন বিষয়ে সংকল্প কর, তখন আল্লাহর প্রতি ভরসা কর এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্ভরশীলগণকে ভালোবাসেন।

সূরা ৩, আলে-ইমরান : আয়াত- ১৫৯

বিভিন্ন ইস্যুতে রাসূল ﷺ সাহাবীগণের পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। বদর যুদ্ধের সময় আল্লাহর রাসূলের একজন সাহাবী মুসলিম সেনাবাহিনীর তাঁবু সরিয়ে নেয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। একজন সাহাবী এসে বলেন। ইয়া রাসূলাল্লাহ, এ জায়গাটা কি আপনি আল্লাহর নির্দেশে পছন্দ করেছেন, যার থেকে আমরা একটুও এদিক ওদিক সরতে পারি না? না কি এটা আপনার নিজস্ব যুদ্ধ কৌশল? আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, না, এটা আমার যুদ্ধ কৌশল গ্রহণে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত মাত্র। তখন সে সাহাবী বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাাহ! এ জায়গাটা পছন্দ করা ঠিক হয়নি। সবাইকে নিয়ে এখান থেকে সরে যাওয়া দরকার। শত্রুদের নিকটবর্তী পানির কূপের কাছে আমাদের তাঁবু স্থাপন করা দরকার। সেখানে আশেপাশের কূপ আমরা বন্ধ করে দেব। আমরা চৌবাচ্চা তৈরি করে পানি সংরক্ষণ করবো। এরপর

www.pathagar.com

শত্রুপক্ষের সাথে লড়াই করবো। আমরা তখন পর্যাপ্ত পানি পাব। কিন্তু শত্রুরা খাবার পানি পাবে না। রাসূল ﷺ সাহাবীকে উদ্দেশ করে বলেন, তুমি ঠিকই বলেছ। তখন তিনি সাহাবীর দেয়া পরামর্শ গ্রহণ করে তাঁবু স্থানান্তরিত করেন।

গ. ইসলামী আইন মতে রাষ্ট্র পাওয়া : ইসলামী শাসন ও আইনি বিচার প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি হলো শরীয়াহ আইন। ইসলামী রাষ্ট্রের সংবিধানের মূলভিত্তি হবে কুরআন ও সুন্নাহ যা ইসলামী বিচার ব্যবস্থার জন্য গ্রহণযোগ্য উৎস। কুরআন ও সুন্নাহ ব্যতিরেকে ব্যক্তিগত মতের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনো সুযোগ নেই। বিচার প্রক্রিয়ার জন্য ইসলামী আইনের বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে। ইসলাম ব্যক্তিগত আইন, পারিবারিক আইন, ক্রিমিনাল আইন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের সম্ভাব্য সর্বোত্তমভাবে প্রয়োজনীয় আইন ও বিচার সুনিশ্চিত করে।

ঘ. খোলামন নীতি (Open door policy)

একজন মুসলমান শাসক জনগণ থেকে আড়ালে থাকতে পারবে না। জনসম্পৃক্ততা থাকতে হবে। সকলে তার কাছে পৌঁছার পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। মধ্যবর্তী কোন এমন দালাল শ্রেণির উদ্ভব হবে না, তারাই কেবল শাসকের আশপাশে থাকবে কিন্তু অন্যেরা শাসকের কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে না। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন–

যার ওপর মুসলমানদের নেতৃত্বভার দেয়া হয়, কিন্তু নিজেকে তাদের থেকে আড়াল করে এবং তাদের প্রয়োজনের ব্যাপারে সাড়া দেয় না, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার ডাকেও সাড়া দেবেন না।

ঙ. জনগণের প্রতি দয়ালু : একজন মুসলিম শাসক অবশ্যই জনগণের প্রতি দয়ালু ও রহমদিল হবে। কারো সামর্থের বাইরে বেশি কিছু চাপিয়ে দেবেন না। জনসাধারণকে বসবাস করার সম্ভাব্য সর্বোত্তম সুযোগ ও পরিবেশ তৈরি করে দেবেন। একজন মুসলিম শাসক ছোটদের বাবার মতো, বড়দের সন্তানের মতো, সমবয়সীদের ভাইয়ের মতো বিবেচনা করবেন। কুরআনুল কারীমে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে–

www.pathagar.com

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থ : অবশ্যই তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে সেটা তার জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু।

সূরা ৯, তাওবা : আয়াত- ১২৮

আল্লাহর রাসূল বলেছেন : যারা দয়ালু (এবং একে অপরের প্রতি সদয়), আল্লাহও তাদের ওপর দয়াপরবশ হবেন। জমিনের মানুষগুলোর প্রতি দয়ালু হও, আল্লাহও তোমাদের ওপর দয়ালু হবেন। তিরমিযী- ১৯২৪

খোলাফায়ে রাশেদীনের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযিয়াল্লাহু আনহু একদিন বলছিলেন, আল্লাহর কসম, ইরাকের একটি খচ্চরও যদি পথ চলতে গিয়ে হোঁচট খায়, তাহলে আমি ভয় করি যে, না জানি কিয়ামতের দিন আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করবেন কেন তুমি খচ্চরের জন্য পথ তৈরি করে দাওনি?

৩.

প্রতিবেশীর অধিকার

পবিত্র কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন–

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا-

অর্থ : তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে। সূরা ৪, নিসা : আয়াত- ৩৬

www.pathagar.com

ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিবেশী তিন ধরনের–

ক. আত্মীয় প্রতিবেশী : এ ধরনের প্রতিবেশীর তিনটি অধিকার রয়েছে। আত্মীয় সম্পর্কিত অধিকার, প্রতিবেশী হিসেবে অধিকার এবং ইসলাম সম্পর্কিত অধিকার।

খ. মুসলিম প্রতিবেশী : এ ধরনের প্রতিবেশীর দু'টি অধিকার। প্রতিবেশী হিসেবে অধিকার এবং ইসলাম সম্পর্কিত অধিকার।

গ. অমুসলিম প্রতিবেশী : অমুসলিম প্রতিবেশীরা তাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের ওপর প্রতিবেশী হিসেবে অধিকার পাবেন। একদিন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বাড়িতে এসে দেখলেন পরিবারের সদস্যরা একটি ভেড়া জবাই করেছে। তাৎক্ষণিক তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীকে এ ভেড়ার গোশত উপহার দেয়ার প্রস্তাব করেছো? কারণ আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি–

يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ- حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ-

অর্থ : জিবরাঈল আমাকে সব সময় প্রতিবেশী সম্পর্কে অসিয়ত করে থাকেন। এমনকি আমার মনে হলো যে, তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস (উত্তরাধিকারী) বানিয়ে দেবেন। সহীহুল বুখারী- ৬০১৪

প্রতিবেশীর অসুবিধার কারণ হওয়া ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ।

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللهِ لاَ يُؤْمِنُ» قِيْلَ: وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ: اَلَّذِىْ لاَ يَاْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ-

অর্থ : আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়।" জিজ্ঞেস করা হলো, 'কোন ব্যক্তি? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "যে লোকের প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে না। সহীহুল বুখারী- ৬০১৬

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিবেশীদের অধিকার বর্ণনা করেছেন ঠিক এভাবে:

"তোমরা কি জানো প্রতিবেশীর হক কী? যদি সে তোমার সাহায্যপ্রার্থী হয় তাকে সাহায্য করবে, যদি সে ধার চায় তাকে ধার দেবে, যদি সে

www.pathagar.com

অভাবগ্রস্ত হয় তার অভাব মোচন করবে, যদি সে রোগগ্রস্ত হয় তাকে সেবা দান করবে, যদি তার মৃত্যু হয় জানাজার নামাযে শরিক হবে, যদি তার মঙ্গল হয় তাকে উৎসাহিত করবে, যদি তার বিপদ হয় তার প্রতি সহানুভূতি জানাবে। তার অনুমতি ব্যতীত তোমার ঘর এত উঁচু করবে না, যাতে তার আলো বাতাস বন্ধ হয়ে যায়। যদি তুমি ফলমূল ক্রয় করো, কিছু অংশ প্রতিবেশীর জন্য পাঠাবে। আর যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে তা গোপনে তোমার সন্তানদের খেতে দেবে, যেন প্রতিবেশীর ছেলেমেয়ে তার বাবা-মাকে বিরক্ত না করে।" তাবারানী- ১০১৪, কানযুল উম্মাল- ২৪৯৩৫

এমন কি প্রতিবেশী যদি খারাপ আচরণও করে, তবুও তার সাথে উত্তম আচরণের উপদেশ দেয়া হয়েছে। একজন লোক আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে অভিযোগ দিয়ে বললো : আমার প্রতিবেশী আমার ক্ষতি করেছে এবং অভিশাপ দেয়; তখন তিনি তাকে বললেন : এ ব্যাপারে সে আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে, সুতরাং যাও এবং এ ব্যাপারে তুমি আল্লাহর আনুগত্য কর।

৪.

বন্ধুর অধিকার

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন বন্ধু কিছু সুনির্দিষ্ট অধিকার লাভ করে। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

অর্থ : যে ব্যক্তি তার বন্ধুর সাথে ব্যবহারে উত্তম আল্লাহর কাছে সে বন্ধুদের মধ্যে উত্তম এবং প্রতিবেশীর প্রতি যে উত্তম, আল্লাহর কাছে সে প্রতিবেশীদের মধ্যে উত্তম। তিরমিযী- ১৯৪৪

৫.

অতিথির অধিকার

ইসলামের দৃষ্টিতে একজন মেজবান অবশ্যই তার মেহমানকে সম্মান করবেন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

www.pathagar.com

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ فَمَا فَوْقَ ذٰلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ-

অর্থ : আবূল ওয়ালীদ (রহ) আবূ শুরুয়াহ আল খুযায়ী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমার কান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করেছে, মেহমানদারী তিন দিন, সৌজন্যসহ জিজ্ঞাসা করা হলো, সৌজন্য কি? তিনি বললেন : এক দিন ও এক রাত (বিশেষ আতিথেয়তা)। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ থাকে।"

সহীহ বুখারী- ৫৬৭৩

মেহমানকে হাসিমুখে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো সম্মান করার প্রথম ধাপ। তবে মেহমানকে অবশ্যই মেজবানের সার্বিক বিষয় বিবেচনা করতে হবে। কোনভাবেই মেজবানের জন্য বোঝা হওয়া ঠিক হবে না। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন–

একজন মুসলমান তার অপর মুসলমান ভাইয়ের বাড়িতে ততদিন থাকা ঠিক নয়, যখন সে ভাই গুনাহের কারণ হয়ে যায়।

সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলো-হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে সে গুনাহের কারণ হবে?

"তিনি বললেন : সে তার বাড়িতে থাকলো কিন্তু তাকে মেহমানদারী করার মতো কোনকিছু তার কাছে অবশিষ্ট নেই।" মুসলিম- ৪৮

৬.

দরিদ্র ও অসহায়ের অধিকার

ইসলামী সমাজের দরিদ্র ও অসহায়দের জন্য ব্যয়কারীর প্রশংসা করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমের একটি আয়াত প্রনিধানযোগ্য।

www.pathagar.com

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ- لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ-

অর্থ : আর (যারা মনে করে) তাদের সম্পদে নির্ধারিত হক রয়েছে। ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের। সূরা ৭০, মাআরিজ : আয়াত- ২৪-২৫

বাস্তবতার কারণেই দরিদ্র ও অসহায়দের জন্য অনুদান প্রদানকে ইসলাম অন্যতম ভালো গুণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। উপরন্ত সম্পদ গোপনকারী, সঞ্চয়কারী এবং আল্লাহর পথে ব্যয় না করা ব্যক্তিকে ইসলাম কঠোরভাবে সতর্ক করেছে। আল্লাহ বলেছেন-

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَ الْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَ السَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ-

অর্থ : তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব আর পশ্চিম দিকে ঘুরাও তাতে পুণ্য নেই বরং পুণ্য তার যে ব্যক্তি আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং তাঁরই ভালোবাসা অর্জনের জন্য আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, দরিদ্র, পথিক ও ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব মোচনের জন্যে ধন-সম্পদ দান করে, আর নামায প্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত প্রদান করে এবং অঙ্গীকার করলে যারা সে অঙ্গীকার পূর্ণকারী হয় এবং যারা অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল তারাই সত্যপরায়ণ এবং তারাই মুত্তাকী।" সূরা ২, বাকারা : আয়াত- ১৭৭

দরিদ্র ও অসহায়দের যথাযথ অধিকার না দিয়ে যারা সম্পদ পুঞ্জিভূত করে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে-

www.pathagar.com

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَ الرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ وَ الَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ-

অর্থ : হে মু'মিনগণ! পণ্ডিত এবং সংসার-বিরাগীদের মধ্যে অনেকেই লোকের ধন অন্যায়ভাবে ভোগ করে থাকে এবং লোককে আল্লাহর পথ থেকে নিবৃত্ত করে। আর যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং সেটা আল্লাহরপথে ব্যয় করে না তাদেরকে মর্মান্তিক শাস্তির সংবাদ দাও।"

সূরা ৯, তাওবা : আয়াত- ৩৪

এ কারণেই যাকাতকে ইসলামে অন্যতম মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। এক বছরের সঞ্চিত সম্পদের ২.৫% সম্পদকে যাকাত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। মুসলমানরা সন্তুষ্টচিত্তে নির্ধারিত যাকাত প্রদান করবে। তারা সমাজের দরিদ্র ও অসহায় শ্রেণীকে এসব প্রদান করবে। যাকাতের শর্ত পূরণ করে এমন সবাইকে যাকাত প্রদান করা ফরয। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন-

وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ-

অর্থ : তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।" সূরা ৯৮, বাইয়্যিনাহ : আয়াত- ৫

www.pathagar.com

যাকাতের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত শর্ত ও মূলনীতি অনুসরণ করতে হবে।

ক. যিনি যাকাত দেবেন তার অবশ্যই নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে।

খ. মালিক তার পেশাগত জীবনে সম্পদকে এক বছর ব্যবহার করার পরেই কেবলমাত্র যাকাত অপরিহার্য হবে। এক বছরের আগে যাকাত দিতে হবে না।

গ. কারা যাকাত গ্রহণ করতে পারবে ইসলামে এর সুনির্দিষ্ট বর্ণনা রয়েছে। কুরআনুল কারীমে সুস্পষ্ট ভাষায় যাকাতের খাত উল্লেখ করা হয়েছে-

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

অর্থ : সদকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাসম্পন্ন। সূরা ৯, তাওবা : আয়াত- ৬০

সমাজ ব্যবস্থা থেকে দরিদ্রতা নির্মূল যাকাতের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। দরিদ্রতার কারণে সৃষ্ট অপরাধ নির্মূল করাও অন্যতম উদ্দেশ্য। ডাকাতি, হত্যাকাণ্ড, মানুষকে আক্রমণ করা, অবৈধভাবে অন্যের সম্পদ দখল করার মত অপরাধগুলো মূলত: দরিদ্রতার কারণেই সংঘটিত হয়। ইসলাম এসব অপরাধের মূল কারণকে উপড়িয়ে ফেলতে চায়। যাকাতের মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সহযোগিতার পরিবেশ নিশ্চিত হয়।

www.pathagar.com

৭.

কর্মচারী ও শ্রমিকের অধিকার

ইসলাম কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নীতিমালা ও অধিকার নির্ধারণ করেছে। ইসলামী চেতনার দাবি হচ্ছে একজন নিয়োগকর্তা অবশ্যই তার কর্মচারী ও শ্রমিকদের সাথে ইনসাফপূর্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক তৈরি করবে। সে সম্পর্ক সাম্য, সুনাম ও ইসলামের ভ্রাতৃত্বের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হবে। এ ব্যাপারে একটি হাদীস উল্লেখ করা যায়।

অর্থ : তোমাদের চাকর-চাকরাণী, দাস-দাসী তথা শ্রমিকরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তা'আলা তাদের তোমাদের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন সে যেন তার ভাইকে তাই খাওয়ায়, যা সে নিজে খায়। তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে। আর তার সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ যেন তার ওপর চাপিয়ে না দেয়। একান্ত যদি চাপানো হয়, তাহলে তা সমাধান করার ব্যাপারে তাকে যেন সাহায্য করে। বুখারী- ৫৭০২

উপরন্ত ইসলাম শ্রমিকের সম্মান ও মর্যাদাকে সমুন্নত করেছে। আল্লাহর রাসূল শ্রমিকদের মর্যাদা নিয়ে বলেছেন :

অর্থ : সর্বোত্তম উপার্জন হচ্ছে মজুরের উপার্জন, যদি সে নিজ মালিকের কাজ সদিচ্ছা ও ঐকান্তিকতার সাথে সম্পন্ন করে। মুসনাদ আহমদ- ৮৪১৯

আল্লাহর রাসূল ﷺ শ্রমিকদের অধিকারের এবং তাদের প্রাপ্ত মজুরীর নিশ্চয়তা দিয়েছেন। আল্লাহ রাসূল ﷺ বলেছেন-

অর্থ : ক্বিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হব। যে আমার নামে কোন চুক্তি করে তা বাতিল করেছে। যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মানুষকে বিক্রি করেছে এবং যে শ্রমিকের দ্বারা পুরোপুরি কাজ আদায় করে নিয়েছে, কিন্তু তার পারিশ্রমিক প্রদান করেনি। বুখারী-১৩২০

আল্লাহর রাসূল ﷺ শ্রমিকের ঘাম শুকানোর আগেই তাদের প্রাপ্ত মজুরী দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

অর্থ : "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা শ্রমিককে তার ঘাম শুকানোর আগেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও।" ইবনে মাজাহ : ২৪৬৮

www.pathagar.com

৮.

নিয়োগকর্তার অধিকার

ইসলাম একইভাবে শ্রমিকদের ও তাদের নিয়োগকর্তার সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলাম চায় শ্রমিকরা তাদের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও মেধা দিয়ে কর্মক্ষেত্রে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করুক। কোনভাবেই শ্রমিকরা যেন মালিকের বা মালিকের কাজের কোন ক্ষতি না করে। সে ব্যাপারে ইসলাম সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন-

"আল্লাহ সে শ্রমিককে ভালোবাসেন যে সুন্দরভাবে কাজ সমাধা করে।"

বায়হাকী - ৫৩১২

কাজে মনোযোগী হতে এবং ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখতে ইসলামে শ্রমিকের উপার্জনকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপার্জন হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন :

"সর্বোত্তম উপার্জন হচ্ছে মজুরের উপার্জন, যদি সে নিজ মালিকের কাজ সদিচ্ছা ও ঐকান্তিকতার সাথে সম্পন্ন করে।" আহমদ- ৮৩৯৩

৯.

প্রাণীদের অধিকার

সকল পোষা প্রাণীকে ভালোভাবে খাওয়াতে হবে, নম্রভাবে যত্ন নিতে হবে এবং দয়া প্রবণ হতে হবে। আল্লাহ রাসূল ﷺ বলেছেন :

"এক মহিলাকে শাস্তি প্রদান করা হয়েছে একটি বিড়ালকে আটক রেখে খাবার ও পানি না দেয়ার কারণে। যদি সে বিড়ালটিকে ছেড়ে দিত তাহলে পোকা-মাকড় খেয়ে হলেও বাঁচতে পারত।" বুখারী- ৫৭০২

পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত প্রাণীদের ওপর জুলুম করা যাবে না। তাদের ওপর সহনীয় মাত্রার অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেয়া যাবে না। প্রাণীদের কোন কারণেই নির্যাতন, যন্ত্রণা ও প্রহার করা যাবে না।

www.pathagar.com

একদিন ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কুরাইশের কিছু যুবকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, যুবকেরা পাখি ও মুরগিকে তাক করে (তীর নিক্ষেপ করে) লক্ষ্যবস্তুতে সঠিকভাবে আঘাত করার বিষয়ে প্রতিযোগিতা করছে। যখন তারা ইবনে ওমরকে দেখেছে, তখন দৌড়ে পালাতে শুরু করে। তখন ইবনে ওমর তাদের লক্ষ্য করে বললেন : "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যারা প্রাণীকে লক্ষ্যবস্তু বানায় তাদের লা'নত করেছেন'। (মুসলিম- ১৯৫৮

যারা প্রাণীদের হত্যা করার পর অঙ্গ-প্রতঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে ইসলাম তাদের তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেছে এবং দণ্ডাদেশ জারী করেছে। ইসলাম প্রাণীদের অপব্যবহার ও ক্ষতি করতে নিষেধ করেছে। এক্ষেত্রে আমরা একটি হাদীস উদ্ধৃত করতে চাই।

"আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু তার পিতা আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। তিনি বিশেষ প্রয়োজনে বেরিয়ে পড়লেন। ইতোমধ্যে আমরা একটি পাখি দেখলাম। যার সাথে দুটি বাচ্চা ছিল। আমরা বাচ্চা দু'টি ধরে ফেললাম। এতে পাখিটি তার ডানা বিস্তার করে বাচ্চাদের ওপর ঝাপটা মারতে লাগলো। ইত্যবসরে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এলেন এবং পাখিটির অস্থিরতা দেখতে পেয়ে বললেন, পাখিটাকে তার বাচ্চার কারণে কে কষ্ট দিচ্ছো? তার বাচ্চা তাকে ফিরিয়ে দাও? এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পিঁপড়ার ঘর দেখলেন যা আমরা পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঘরগুলো কে পুড়িয়েছে? আমরা বললাম, আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, আগুন দ্বারা শাস্তি দেয়ার অধিকার একমাত্র আগুনের মালিক আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নেই।" আবু দাউদ- ৫২৬৮

খাবারের জন্য কোন প্রাণীকে জবেহ করার সময় ইসলাম দয়ালু আচরণের নির্দেশনা দিয়েছে। যে প্রাণীকে একটু পরে জবেহ করা হবে এবং অন্যান্য প্রাণীদের সামনে চাকুতে ধার দেয়াকে ইসলাম অনুমোদন করে না। গলা মটকে, আঘাত করে, বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় করে কোন প্রাণীকে হত্যা করা বৈধ নয়। সম্পূর্ণরূপে মারা যাবার আগেই শরীর থেকে চামড়া খোলার প্রক্রিয়া শুরু করাও অবৈধ।

www.pathagar.com

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি কাজ উত্তম ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব, তোমরা যখন হত্যা করবে তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে। আর যখন যবাই করবে তখন ভালো পন্থায় যবাই করবে। অবশ্যই তোমাদের ছুরি ধারালো করবে এবং যবাইকৃত পশুকে আরাম দেবে। এমনভাবে যবাই করো না যাতে যবাইকৃত পশু দীর্ঘ সময় ধরে ছটফট করতে থাকে। বরং ধারালো অস্ত্র দ্বারা এমনভাবে যবাই করবে যাতে দ্রুত প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়।" মুসলিম- ১৯৫৫

ইসলাম একই সাথে বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক প্রাণী ও পতঙ্গ হত্যা করার অনুমতি দিয়েছে। মানুষের জীবনের নিরাপত্তার স্বার্থেই এ অনুমতি দেয়া হয়েছে। মানুষের জীবন আল্লাহর কাছে খুবই পবিত্র। পৃথিবীর সকল সৃষ্টির ওপর আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সর্বোচ্চ সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে প্রাণীদের অধিকারের সুরক্ষা দেয়া গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানুষের নিরাপত্তা দেয়া তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করেছেন-

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا-

অর্থ : আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযিক প্রদান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। সূরা ১৭, বনী ইসরাঈল : আয়াত- ৭০

এ ব্যাপারে আরো একটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এক ব্যক্তি পথ চলতে গিয়ে ভীষণভাবে তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়ে। সে এদিক সেদিক অনুসন্ধানের পর একটি কূপ দেখতে পেয়ে এর মধ্যে নেমে পানি পান করে। (সেখানে বালতি এবং রশির ব্যবস্থা ছিল না) এরপর কূপ থেকে বের হয়ে এসে সে দেখতে পেলো একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে জিহবা বের করে ভিজা মাটি চাটছে। সে মনে মনে ভেবেছে নিশ্চয়ই কুকুরটি তারই ন্যায় অত্যন্ত পিপাসার্ত। সে তৎক্ষণাৎ

www.pathagar.com

কূপে নেমে এবং স্বীয় চামড়ার মোজা পানি দ্বারা পূর্ণ করে মুখে ধারণ করে ওঠে এসে কুকুরটিকে পান করালো। আল্লাহ তার এ কাজটি অত্যন্ত পছন্দ করলেন এবং সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! পশুদের প্রতি দয়া প্রদর্শনে আমাদের জন্য সাওয়াব আছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যে কোন প্রাণীর প্রতি সদয় ব্যবহার করলে সাওয়াব লাভ করা যায়।" বুখারী- ২৩৬৩, মুসলিম- ৫৯৯৬

১০.

বৃক্ষরাজির অধিকার

ইসলাম বৃক্ষের ফল আস্বাদনের মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু সম্পূর্ণ বৃক্ষ কিংবা এর কোন শাখা-প্রশাখা প্রয়োজনীয় যৌক্তিক কারণ ছাড়া কেটে ফেলাকে নিষেধ করেছে। বৃক্ষের সুরক্ষা দিতে এবং বৃক্ষের বংশ বৃদ্ধির সহায়ক প্রক্রিয়াকে ইসলামে উৎসাহিত করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন-

"রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যদি কিয়ামত সংঘটিত হবার মুহূর্তেও তোমাদের কারো হাতে একটি চারাগাছ থাকে, তাহলে সে যেন সে বিপদসংকুল মুহূর্তেও তা রোপণ করে দেয়।" মুসনাদে আহমদ- ১২৯০১

চারা রোপণকে ইসলাম সদকায়ে জারিয়া হিসেবে বর্ণনা করেছে। এর মাধ্যমে মুসলমানরা পুরস্কৃত হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।

"কোনো ব্যক্তি যদি একটি বৃক্ষচারা লাগায়, এরপর তা থেকে কোনো ফল মানুষ ও পাখি খাদ্য গ্রহণ করে তখন তার জন্য একটি সদকা হিসেবে লেখা হয়।" মুসলিম- ২১৯৫

আল্লাহর রাসূল ﷺ আরো বলেন-

'তোমরা যদি দুনিয়াতে একটি ফলবান বৃক্ষ রোপণ করে তার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ করো, তাহলে তোমাদের দ্বারা জান্নাতে একটি ফলবান বৃক্ষ রোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণের সমতুল্য হবে।'

www.pathagar.com

১১.

বিবিধ : অধিকার

রাস্তার পাশ দিয়ে চলাচলের ক্ষেত্রে ইসলাম কিছু নিয়ম বাতলে দিয়েছে–

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ ﷺ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَقَالَ اِذْ اَبَيْتُمْ اِلَّا الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ-

অর্থ : আবূ সায়ীদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক।" সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে মজলিসে না বসলে তো আমাদের উপায় নেই; আমরা সেখানে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলি।' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তোমরা (সেখানে) না বসে মানবেই না, তখন তোমরা রাস্তার হক আদায় কর।" তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! রাস্তার হক কি? তিনি বললেন, দৃষ্টি সংযত রাখা, কাউকে কষ্ট না দেয়া, সালামের জবাব দেয়া, ভালো কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা।' বুখারী- ২৪৬৫, ৬২২৯, মুসলিম- ১২১১

আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন-

"রাস্তা থেকে ক্ষতিকারক কোনকিছু পরিষ্কার করা সাদকা হিসেবে বিবেচিত হবে।" বুখারী- ২৮২৭

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-দু'টি কাজকে ভয় করো যা তোমাদের অভিশাপের কারণ হবে। উপস্থিত সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ কোন দুটি কাজ আমাদের অভিশাপের কারণ হবে?

"তিনি উত্তরে বললেন : জনসাধারণের চলাচলের পথে এবং মানুষের বিশ্রামের স্থলে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়া।" মুসলিম- ২৬৯

www.pathagar.com

সাধারণভাবে একজন মুসলিম অপর মুসলিমের জন্য সহানুভূতিশীল ও যত্নশীল হবে। অবস্থান ও আত্মীয়তা এক্ষেত্রে কোন দেয়াল হতে পারে না। রাসূল ﷺ বলেছেন-

تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَامِهِمْ وَ تَوَادِّهِمْ وَ تَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَ اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَّى-

অর্থ : 'তুমি মুমিনদেরকে পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের ক্ষেত্রে একটি দেহের মতো দেখবে। যখন দেহের কোন অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সমস্ত শরীর তজ্জন্য বিনিদ্র ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।"

মিশকাত- ৪৯৫৩

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেছেন, 'সকল মুমিন এক ব্যক্তির ন্যায়। যদি তার চোখ অসুস্থ হয় তখন তার সর্বাঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর যদি তার মাথায় ব্যথা হয়, তখন সমস্ত দেহই ব্যথিত হয়ে পড়ে'।" মিশকাত- ৪৯৫৪

মুসলমানের তাদের মুসলমান ভাইদের কল্যাণের জন্য কাজ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিজের জন্য পছন্দের জিনিস অপর মুসলমানের জন্য পছন্দ করতে হবে। রাসূল ﷺ বলেছেন-

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ-

অর্থ : তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্য ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করবে।

সহীহ বুখারী- ১৩

রাসূল ﷺ আরো বলেন-

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ-

অর্থ : এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য গৃহস্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে সুদৃঢ় রাখে। এরপর তিনি তাঁর এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন'। মিশকাত- ৪৯৫৫

www.pathagar.com

একজন মুসলমানকে কোনভাবেই বর্জন করা সঙ্গত নয়। রাসূল ﷺ বলেছেন-

যখন কোন মুসলমান অপর মুসলমানের পবিত্র অধিকার আক্রমণের শিকার এবং সম্মান ভূলণ্ঠিত হবার সময় পাশে দাঁড়ায় না, আল্লাহ্ এমন সময় তাকে উপেক্ষা করবেন যখন তার সাহায্য প্রয়োজন হবে। আবু দাউদ- ৪৮৮৪

ইসলামী সমাজব্যবস্থায় এসব মানবাধিকারের সুরক্ষা দিতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় রাসূলের মাধ্যমে কিছু সুস্পষ্ট ও যৌক্তিক আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তায়ালা মানবাধিকারের যে পরিসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তার লঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছেন যা হুদুদ (নির্ধারিত শাস্তি) এবং শারীরিক শাস্তি নামে চিহ্নিত। মৃত্যুর পরেও এজন্য তিনি মানুষদের শাস্তির মুখোমুখি করবেন।

আমরা এখন কিছু তালিকা করবো যেখানে ইসলামের আদেশ 'কর' এবং 'কর না' বিবৃত করা হয়েছে। ইসলাম মানুষ হত্যাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলাম এ কাজকে কবিরা গুনাহ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِّى الْقَتْلِ ؕ اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا-

অর্থ : আল্লাহ্ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা কর না! কেউ অন্যায়ভাবে নিহত হলে তার উত্তরাধিকারীকে তো আমি সেটা প্রতিকারের অধিকার দিয়েছি; কিন্তু হত্যার ব্যাপারে সে যেন বাড়াবাড়ি না করে; সে তো সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছেই।

সূরা ১৭, বনী ইসরাঈল : আয়াত- ৩৩

ইসলাম মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও গোপনীয়তার বিরুদ্ধে সকল কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। এই কাজও কবিরা গুনাহ। আল্লাহ্ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেছেন-

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَ لَا تَقْتُلُوْۤا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ

نَرْزُقُكُمْ وَ اِيَّاهُمْ ۚ وَ لَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ۚ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ۭ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ-

অর্থ : বল, 'এস, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্য যা হারাম করেছেন তোমাদেরকে তা পড়ে শুনাই। তাহলো 'তোমরা তাঁর কোন শরীক করবে না, পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে, দারিদ্র্যের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না, আমিই তোমাদেরকে ও তাদেরকে রিযিক দিয়ে থাকি। প্রকাশ্যে হোক বা গোপনে হোক, অশ্লীল কাজের নিকটেও যাবে না। আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীরেকে তোমরা তাকে হত্যা করবে না।' তোমাদেরকে তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা অনুধাবন কর। সূরা ৬, আনআম : আয়াত- ১৫১

সমাজে মন্দ কাজ হিসেবে চিহ্নিত এবং যে সকল কার্যক্রমে সমাজের মধ্যে অশালিনতা বৃদ্ধি পায়, সে সব কার্যক্রমকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

অন্যের সম্পদ ও সম্পত্তি দখলকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। সকল ধরনের চৌর্যবৃত্তি ও প্রতারণাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। এ বিষয়ে একটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে।

'যে আমাদের সাথে প্রতারণার আশ্রয় নেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে 'সে আমাদের দলভুক্ত নয়, যে প্রতারণার আশ্রয় নেয়।'

সুদ এবং সকল প্রকার অনৈতিক আর্থিক ফায়দাকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۭ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ۭ فَمَنْ جَاۗءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ۭ وَ اَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰۗىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ-

www.pathagar.com

অর্থ : যারা সুদ খায় তারা সে ব্যক্তির ন্যায় ওঠবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা দিশেহারা করে দেয়। এটা এজন্য যে তারা বলে, বেচাকেনা তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। সুতরাং যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসবে এরপর সে সুদ খাওয়া থেকে বিরত থাকবে, তাহলে অতীতে যা হয়েছে তা তার এবং তার ব্যাপারে ফায়সালার দায়িত্ব আল্লাহর কাছে। আর যারা (উপদেশ শোনার পরেও) সুদের লেনদেন করবে তারা জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সূরা ২, বাকারা : আয়াত- ২৭৫

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল প্রকার প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে নিষিদ্ধ করেছেন :

وَاللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يَّتُوْبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيْدُ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الشَّهَوٰتِ اَنْ تَمِيْلُوْا مَيْلًا عَظِيْمًا-

অর্থ : আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করতে চান, আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা পুরোপুরি পথভ্রষ্ট হও।" সূরা নিসা : আয়াত- ২৭

একচেটিয়া অধিকারকে ইসলাম সমর্থন করে না। রাসূল ﷺ বলেছেন-

"গুনাহগার ছাড়া অন্য কেউ একচেটিয়া কারবার করে না।" মুসলিম- ১৬৪

সকল ধরনের ঘুষের আদান-প্রদানকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। হাদীস শরীফে বলা হয়েছে-

لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ-

অর্থ : ঘুষ প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ের ওপরই আল্লাহর লা'নত।"

আবু দাউদ- ৩৫৮০

ঘুরিয়ে-পেচিয়ে ও অবৈধ পথে অর্থ রোজগারকে ইসলাম বরদাশত করে না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَ لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَ تُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

www.pathagar.com

অর্থ : আর তোমরা পরস্পরের ধনসম্পত্তি অন্যায়রূপে গ্রাস কর না এবং তা বিচারকের কাছে এ জন্যে উপস্থাপিত কর না যাতে তোমরা জেনে-বুঝে অন্যায়ভাবে মানুষের মালের কিছু অংশ খেতে পার।"

সূরা ২, বাকারা : আয়াত- ১৮৮

ক্ষমতার অপব্যবহারকে ইসলাম মোটেই সহ্য করতে পারে না। ক্ষমতার সুযোগে নিজে ভোগ করাকে ইসলাম ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে। এ বিষয়ে একটা হাদীসের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি।

اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنَ الْاَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ- قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ الاُتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَجَاءَ فَقَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا اُهْدِيَ لِي. فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللهَ وَاَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ "مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَجِيءُ فَيَقُوْلُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا اُهْدِيَ لِي. اَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ اُمِّهِ اَوْ اَبِيْهِ فَيَنْظُرَ اَيُهْدَى لَهُ اَمْ لاَ لاَ يَاْتِي اَحَدٌ مِنْكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ اِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِنْ كَانَ بَعِيْرًا فَلَهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةً فَلَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاةً تَيْعَرُ". ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَاَيْنَا عُفْرَةَ اِبْطَيْهِ ثُمَّ قَالَ "اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ اللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ-

অর্থ : নবী ﷺ আযদ গোত্রের এক ব্যক্তিকে যাকে বলা হতো ইবনে লতুবিয়্যাহ সারহ বলে- তাকে ইবন উতবিয়্যাও বলা হতো, যাকাত আদায়ের জন্য কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করেন। যখন সে যাকাত আদায় করে ফিরে এলো, তখন সে বলে এগুলো তোমাদের জন্য এবং এগুলো আমাকে হাদিয়ারূপে দেয়া হয়েছে। তখন নবী ﷺ মিম্বরের ওপর দাঁড়ালেন এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান আদায়ের পর বললেন : কর্মচারীর জন্য এ বিধেয় নয় যে, আমি তাকে কর্মচারী নিয়োগ করে

www.pathagar.com

পাঠাব, আর সে ফিরে এসে বলবে : এ মাল তোমাদের এবং এ হাদিয়া আমাকে দেয়া হয়েছে। যদি সে তার পিতার বা মাতার ঘরে বসে থেকে দেখতো যে, তাকে হাদিয়া দেয়া হয় কিনা? তোমাদের কেউ তা থেকে অতিরিক্ত কিছু গ্রহণ করলে, সে কিয়ামতের দিন তা নিয়ে উপস্থিত হবে। যদি তা উট হয়, তাহলে সে উটের আওয়াজ করতে থাকবে। যদি বলদ অথবা গাভী হয়, তখন সে গরুর মতো হাম্বা-হাম্বা ডাক দিতে দিতে আসবে। আর যদি বকরী হয়, তাহলে তাও বকরীর মতো ডাকতে থাকবে। এরপর তিনি ﷺ তাঁর দু'হাত (দু'আর জন্য) এত ওপরে ওঠালেন যে, আমরা তাঁর বগলের সাদা অংশ দেখতে পেলাম। এরপর তিনি বলেন : ইয়া আল্লাহ্! আমি কি (তোমার হুকুম) পৌঁছে দিয়েছি? ইয়া আল্লাহ্! আমি কি (তোমার নির্দেশ) পৌঁছে দিয়েছি?"

মন ও ব্রেইনকে প্রভাবিত করার মাদকদ্রব্য গ্রহণকে ইসলাম শক্তভাবে নিষিদ্ধ করেছে। এ আদেশ দিতে গিয়ে পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

অর্থ : হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা ত্যাগ কর– যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। সূরা ৫, মায়িদা : আয়াত- ৯০

মানুষ ও প্রাণীদের হতাহত করা, চোগলখুরী করা, গালা-গালি করা, মিথ্যা সাক্ষী দেয়া হারাম।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ-

www.pathagar.com

অর্থ : হে সেসব লোক! যারা ঈমান এনেছ! তোমরা বেশি বেশি অনুমান করা থেকে বিরত থাক। কারণ, কোনো কোনো অনুমান গুনাহের কাজ। আর তোমরা একে অপরের গোপন বিষয় তালাশ করো না এবং তোমাদের মধ্যে কেউ যেন কারো গীবত না করে। তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে, তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করে? তোমরা তা ঘৃণা করে থাক। আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ বড়ই তওবা কবুলকারী ও মেহেরবান। সূরা ৪৯, হুজুরাত : আয়াত- ১২

ইসলাম মানুষের সম্মান ও মর্যাদাকে সমুন্নত করে এবং পরনিন্দা করতে নিষেধ করেছে।

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا-

অর্থ : আর অপরাধবিহীন মু'মিনা নারীকে যারা কষ্ট দেয় তারা তো বহন করে মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা।" সূরা আহযাব : আয়াত- ৫৮

ইসলামে মানুষের গোপনীয়তা রক্ষা করার গুরুত্ব দেয়া হয়েছে এবং অনধিকার প্রবেশকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেছেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ-

অর্থ : হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ব্যতীত অন্য কারও ঘরে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ কর না। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।"

সূরা ২৪, নূর : আয়াত- ২৭

ন্যায়বিচার ইসলামের অন্যতম উপাদান। কারো সাথে অবিচার করার সুযোগ নেই। এমন কি নিজের সাথেও অবিচার করা যাবে না।

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى

www.pathagar.com

عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ - وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ-

অর্থ : আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন এবং তিনি নিষেধ করেন অশ্লীলতা, অসৎকাজ ও সীমালঙ্ঘন; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো। তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর যখন পরস্পর অঙ্গীকার করো এবং তোমরা আল্লাহকে তোমাদের যামিন করে শপথ দৃঢ় করার পর সেটা ভঙ্গ কর না। তোমরা যা করো নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন। সূরা ১৬, নাহল : আয়াত- ৯০-৯১

হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে-

হে আমার বান্দারা! আমি আমার জন্য অবিচারকে হারাম করেছি। আমি তোমাদের নিজেদের মধ্যে অবিচারকে অবৈধ ঘোষণা করেছি। সুতরাং অন্যের সাথে অবিচার হয় এমন আচরণ করো না। মুসলিম- ২৫৭৭

অমুসলিমদের সাথেও অবিচার করা বৈধ নয়। আল্লাহ তায়ালা ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের প্রতি সর্বোচ্চ দয়া প্রদর্শন ও ইনসাফ করার নির্দেশ দিয়েছেন :

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ-

অর্থ : দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদেরকে ভালোবাসেন। সূরা ৬০, মুমতাহিনা : আয়াত- ৮

www.pathagar.com

অমুসলিমরা মুসলামানদের বিশ্বাসে আঘাত করলেও তাদের বিশ্বাসে আঘাত করা যাবে না।

وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

অর্থ : আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে তাদেরকে তোমরা গালি দেবে না। কেননা তারা সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞানতাবশত আল্লাহকেও গালি দেবে; এভাবে আমি প্রত্যেক জাতির দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ শোভন করেছি; এরপর তাদের প্রতিপালকের কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। এরপর তিনি তাদেরক তাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে অবহিত করবেন।"

সূরা ৬, আনআম : আয়াত- ১০৮

বাজে আচরণের পরিবর্তে অমুসলিমদের সাথে যথাযথভাবে ও প্রজ্ঞার সাথে আলাপ-আলোচনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَ لَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ-

অর্থ : বলুন, হে আহলে কিতাবরা! তোমরা এসো এমন একটি কালেমার দিকে যা তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে সমান তা হল, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করব না এবং তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করব না এবং আমাদের কেউ অপর কাউকে রব হিসেবে গ্রহণ করবে না। এরপরও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলিম।" সূরা ৩, আলে-ইমরান : আয়াত- ৬৪

সকল ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক নৈতিক দূর্নীতি ও নষ্টামিকে ইসলাম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

www.pathagar.com

وَ لَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَ ادْعُوْهُ خَوْفًا وَّ طَمَعًا ۚ اِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ-

অর্থ : দুনিয়ায় শান্তি স্থাপনের পর তোমরা তাতে বিপর্যয় সৃষ্টি কর না, তাঁকে ভয় ও আশার সাথে ডাকবে। নিশ্চয়ই আল্লাহর অনুগ্রহ সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী। সূরা ৭, আ'রাফ : আয়াত- ৫৬

জোরপূর্বক কোন অমুসলিমকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করতে নিষেধ করা হয়েছে।

وَ لَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ-

অর্থ : তোমার প্রতিপালক ইচ্ছা করলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই অবশ্যই ঈমান আনত; তাহলে কি তুমি মু'মিন হবার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে? সূরা ১০, ইউনুস : আয়াত- ৯৯

এর অর্থ এরকম নয় যে, মুসলমানরা আল্লাহর বাণী প্রচার করার মাধ্যমে অন্যান্য ধর্মালম্বীদের ইসলামের সুমহান আদর্শের দিকে ডাকতে পারবে না। বরং এর মাধ্যমে প্রকারান্তরে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে মানুষকে ইসলামের দিকে প্রজ্ঞা, দয়া-ভালোবাসা ও বিনম্র ব্যবহারের মাধ্যমে আহ্বান করতে হবে। ইসলাম কোন আঞ্চলিক বা ব্যক্তি-গোষ্ঠীর ধর্ম নয়। বরং ইসলাম সর্বজনীন এবং বিশ্ব মানবতার মুক্তির ঠিকানা। কিন্তু হেদায়েত একমাত্র আল্লাহর হাতে, কোন মানুষের হাতে নেই।

পারস্পারিক পরামর্শের ভিত্তিতে সরকারকে সহায়তা করার জন্য নাগরিকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যখন কুরআন ও সুন্নাহ থেকে সুস্পষ্ট কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না কেবলমাত্র তখন পারস্পারিক পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

وَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-

www.pathagar.com

অর্থ : (ওগুলো তাদের জন্য) যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, নামায প্রতিষ্ঠা করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে তাদের কাজ সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। সূরা ৪২, শূরা : আয়াত- ৩৮

জনগণকে তাদের প্রাপ্ত সকল অধিকার দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সকল মানুষের মধ্যে সুবিচারের ঘোষণা ইসলামেই দেয়া হয়েছে।

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا-

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত হকদারকে প্রত্যার্পণ করতে। তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকাজ পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট! নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।

সূরা ৪, নিসা : আয়াত- ৫৮

ইসলাম নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছে। প্রয়োজনে এক্ষেত্রে শাস্তি ব্যবহারের নির্দেশও দেয়া হয়েছে।

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَّاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا-

অর্থ : তোমাদের কী হল যে, তোমরা যুদ্ধ করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী এবং শিশুগণের জন্য, যারা বলে. 'হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদ- যারা অধিবাসী জালিম, তা থেকে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার কাছ থেকে কাউকেও আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার কাছ থেকে কাউকেও আমাদের সহায় কর।

সূরা ৪, নিসা : আয়াত- ৭৫

www.pathagar.com

ইসলামে বিচার ব্যবস্থা

বিরোধপূর্ণ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য ইসলাম পৃথক ও স্বাধীন বিচার ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করেছে। জনসাধারণের মধ্যে ন্যায়বিচার নিশ্চিত, জুলুমের অপনোদন এবং জালিমকে যথোপযুক্ত শাস্তি নিশ্চিত করতে ইসলাম পরিপূর্ণ এক বিচার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছে। ইসলাম বিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে মেনে চলে। ইসলামী বিচার বিভাগের কোন পদে নিয়োগ পেতে হলে প্রার্থীর সুনির্দিষ্ট কিছু গুণাবলি থাকতে হবে। প্রার্থীকে অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, মানসিকভাবে দৃঢ়, এবং সুস্বাস্থের অধিকারী হতে হবে। যেন সে বিচার ব্যবস্থার কঠিন চ্যালেঞ্জ দৃঢ়ভাবে মোকাবিলা করতে পারেন। ইসলামী শরীয়াহ সম্পর্কে তাকে অবশ্যই পর্যাপ্ত জ্ঞান রাখতে হবে। একই সাথে জাগতিক প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শরীয়াহ ও জাগতিক জ্ঞানের সমন্বয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দেয়ার দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। তাকে অবশ্যই সম্মানিত, মহৎ, সৎ ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। বিরোধপূর্ণ সমস্যার সকল পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে।

বিচারকদের ইসলামের কতিপয় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা মেনে চলতে হয়। এ ব্যাপারে আমরা দ্বিতীয় খলিফা ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর একটি চিঠির কথা উল্লেখ করতে পারি। চিঠিটি লিখেছিলেন কোন এক প্রদেশে তাঁর পক্ষ থেকে নিযুক্ত কাজীর উদ্দেশ্যে–

দ্বিতীয় খলিফা আল্লাহর বান্দা ওমর ইবনুল খাত্তাবের পক্ষ থেকে আবদুল্লাহ বিন কায়েসের কাছে:

আসসালামু আলাইকুম। (বিবাদমান) লোকজনের জন্য ফায়সালা দেয়া একটি সুনির্দিষ্ট এবং বাধ্যতামূলক কঠিন কাজ। তখন অবশ্যই যৌক্তিক উপায় অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত দিতে হবে। লোকজন আপনার সামনে যা উপস্থাপন করবে তা (সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে) বুঝতে হবে। অধিকন্তু কোন রায়ে যদি কেউ উপকৃত না হয়, তাহলে সে রায় বাস্তবায়িত হবে না।

www.pathagar.com

আপনার আদালতে সকল মানুষকে সমান বিবেচনা করবেন এবং সকলের জন্য সমান আসন বিন্যাসের ব্যবস্থা করবেন যেন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি তার মর্যাদার কারণে আনুকূল্য পাওয়ার কথা চিন্তাও না করতে পারে। বরং একজন দুর্বল লোক যেন আপনার কোর্টে সুবিচারের ব্যাপারে হতাশ না হয়ে পড়ে। বাদীকে অবশ্যই যথার্থ প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। বিবাদী যদি বাদীর অভিযোগ প্রত্যাখ্যান কিংবা উপেক্ষা করে তাহলে তাকে অবশ্যই কসম কাটতে হবে। বিবাদমান পক্ষগুলো নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে নিতে পারে। কিন্তু কোন বেআইনী কিছু যদি আইনী কাজ হিসেবে পরিণত হবার সম্ভাবনা থাকে তখন সেখানে কোন সমঝোতা হতে পারে না। যদি কোনদিন কোন রায় দিয়ে তা পরের দিন আপনার কাছে মনে হয় যে ভুল করে ফেলেছেন এবং রায়ে যে শাস্তি দিয়েছেন তা সঠিক হয় নি, তাহলে (মামলা পুনরায় শুরু করবেন) এবং সঠিক রায় প্রদান করবেন। আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে সঠিক দণ্ডাদেশ ও রায়ের কাছে ফিরে আসা অনেক উত্তম।

যেসব বিভ্রান্তিকর ইস্যু নিয়ে ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কুরআনুল কারীম কিম্বা সুন্নাহ থেকে সরাসরি কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না, সেখানে মনোযোগের সাথে বুঝতে চেষ্টা করুন, অনুরূপ মামলার রুলিং ও শাস্তির ব্যাপারে অধ্যয়ন করুন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে যথাযথ জ্ঞান অর্জন করে মামলা মূল্যায়ন করুন। তারপরে আল্লাহর কাছে বেশি পছন্দনীয় এবং আপনার দৃষ্টিতে সত্যের কাছাকাছি রায়কে সুনির্দিষ্ট করুন। বাদীকে তার দাবির পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপনের জন্য সময় দেবেন। যদি বাদী তার দাবির পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি উপস্থাপন করতে পারে, তাহলে আইন মোতাবেক তার পক্ষে রায় দেবেন। ইসলামী সমাজে কোন ঘৃণ্য কাজ সংঘটনকারী, মিথ্যা সাক্ষীদানকারী হিসেবে পরিচিত এবং বাদীর সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কিত কারো সাক্ষী ছাড়া সকল মুসলমানের সাক্ষীই বিশ্বাসযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের সকল গোপনীয়তা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং তিনি আপনাকে (রায় প্রদান করতে) প্রমাণ দিয়ে সাহায্য করবেন। লোকজনের ঝগড়া-বিবাদ দেখে যেন আপনি চিন্তিত, অসহিষ্ণু না হয়ে পড়েন। কারণ আল্লাহ আপনার ধৈর্য্যের প্রতিদান

www.pathagar.com

দেবেন। যদি কোন ব্যক্তির আল্লাহর সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক থাকে, তাহলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই মানুষের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করে দেবেন। তিরমিযী

ইসলামী সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক অবস্থান-মর্যাদা নির্বিশেষে সবারই নির্দিষ্ট, অপরিবর্তনীয় ও পক্ষপাতহীন অধিকার রয়েছে। এ অধিকারগুলো হলো–

ক. জালিমের জুলুমের বিরুদ্ধে বিচার চাওয়ার অধিকার। ইসলামী আদালতে যে কেউ জালিমের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

খ. বিচারের রায় ঘোষণার আগে অভিযুক্ত ও অভিযোগকারী উভয়েরই আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার আছে। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে পরামর্শ দিয়ে বলেছেন : নিশ্চয়, আল্লাহ তোমার হৃদয়কে পরিচালিত করবেন এবং তোমার জিহ্বাকে দৃঢ় রাখবেন (সত্যের ওপর)। যখন বাদী ও বিবাদী তোমার সামনে বসবে, তখন এক পক্ষের কথা শুনে আরেক পক্ষের কথা না শোনা পর্যন্ত রায় দেবে না।

গ. অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত অভিযুক্তকে নিরপরাধ বলে বিবেচনা করতে হবে।

রাসূল ﷺ বলেছেন : লোকদের যদি তাদের অভিযোগের (দাবির) ভিত্তিতে রায় দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে দেখবে লোকেরা অন্যের ও সম্পদের দাবি করে বসবে।

বায়হাকীতে এ বর্ণনার শেষ হয়েছে এভাবে : বাদীকে অবশ্যই তার অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে এবং বিবাদীকে অবশ্যই কসম করতে হবে।

ঘ. নিছক সন্দেজনকভাবে কাউকে অভিযুক্ত বলে বিবেচনা করলেই তার সকল অধিকার ও ন্যায় বিচার পাওয়ার সুযোগ রহিত হয়ে যায় না। সন্দেহভাজন অভিযুক্তের সকল নাগরিক অধিকারের সুরক্ষা দেয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব। উদাহরণস্বরূপ সন্দেহভাজনকে কোনভাবেই নির্মম নির্যাতন করা যাবে না। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য বল প্রয়োগ করা

www.pathagar.com

যাবে না। দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন– (সাক্ষী গ্রহণ করা জন্য) যদি কাউকে নির্যাতন করে ব্যাথা দেয়া হয় অথবা ভয় দেখানো হয় অথবা আটক করা হয়, তাহলে সে তার দেয়া সাক্ষ্যের জন্য দায়বদ্ধ হবে না। আবু ইউসূফ এর আল খারাজ গ্রন্থে এ বর্ণনা এসেছে।

ঙ. অপরাধী হিসেবে প্রমাণিত হলে শুধুমাত্র জড়িত ব্যক্তিই সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য শাস্তি পাবে। অর্থাৎ কারও অপরাধের দায় বা শাস্তি আরেকজনের ওপর বর্তাবে না। অভিযুক্ত অপরাধের সাথে ঠিক যতটুকু জড়িত, ঠিক ততটুকুই শাস্তি পাবে। আরেকটা বিষয় লক্ষণীয় অপরাধীর অপরাধের কারণে তার পরিবারের কোন সদস্যকে শাস্তি দেয়া যাবে না। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ وَ مَنْ اَسَآءَ فَعَلَيْهَا ؕ وَ مَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ-

অর্থ : যে সৎ আমল করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ আমল করলে ওর প্রতিফল সে ভোগ করবে। তোমার প্রতিপালক তাঁর বান্দাদের প্রতি কোনো যুলুম করেন না।

সূরা ৪১, হামীম আস-সাজদা : আয়াত-৪৬

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– 'শুনে রাখো, অপরাধীর দায়িত্ব কেবলই তার ওপর বর্তাবে। পিতা তাঁর পুত্রের জন্য আর পুত্র তার পিতার অপরাধের জন্য দায়ী নয়।' নাসাঈ- ৮/৫৩

www.pathagar.com

হিসবাহ্ : একটি জবাবদিহিতামূলক প্রক্রিয়া

হিসবাহ হচ্ছে স্বেচ্ছায় জবাবদিহিতামূলক প্রক্রিয়া। যেখানে একজন মুসলমান ভালকে উপভোগ করবে এবং অন্যায়কে নিষিদ্ধ হিসেবে গণ্য করবে। জনসমক্ষে সংঘটিত অপরাধ যেমন পণ্য বিষয়ের ক্ষেত্রে, বিপণের সময় বা বাণিজ্য করার সময় মিথ্যার আশ্রয় নিলে, একচেটিয়া বাজার নিয়ন্ত্রণ করলে, প্রতারণা করলে হিসবাহ আইনের প্রয়োগ হবে। কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ-

অর্থ : তোমরা তো হচ্ছ শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজে আদেশ করবে এবং অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে।

সূরা ৩, আলে ইমরান : আয়াত-১১০

হিসবাহ নিয়মে পর্যবেক্ষক ও পরিদর্শক জনগণের সুরক্ষার বাজার নিয়ন্ত্রণ করে। আইনের সঠিক প্রয়োগ করে। একজন মুসলমান খুব স্বভাবতই আল্লাহকে ভয় করবে। তাঁর কাছে জবাবদিহী করার জন্য পেরেশান হবে।

لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوٗدَ وَ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۭ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ كَانُوْا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ ۭ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ-

অর্থ : বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরী করেছিল তারা দাউদ ও মারইয়ামের ছেলে কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল– এটা এ জন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করেছে তা থেকে তারা একে অন্যকে নিষেধ করত না। তারা যা করে তা কতই না নিকৃষ্ট।

সূরা ৫, মায়িদা : আয়াত-৭৮-৭৯

www.pathagar.com

হাদীসের বর্ণনায় দেখা যায়, প্রত্যেক মুসলমানই হিসবাহ বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে। রাসূল ﷺ বলেছেন-

مَنْ رَاَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ-

অর্থ : যে ব্যক্তি কোনো অন্যায় হতে দেখে, সে যেন হাত দিয়ে তা পরিবর্তন করে দেয়। তা সম্ভব না হলে জিহ্বা দিয়ে, তাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দিয়ে, আর এটা হলো সর্বনিম্ন ঈমানী কর্তব্য।

সহীহ মুসলিম- ১৮৬

আইন পরিবর্তন করা হলে যদি ভালো হওয়ার চেয়ে খারাপ বেশি হয় তাহলে আইন পরিবর্তন সঙ্গত নয়। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের সময় প্রজ্ঞার পরিচয় দিতে হবে। আল্লাহর রাসূল ﷺ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন-

اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هَذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هَذَا-

অর্থ : নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ তোমাদের আজকের এ দিন, তোমাদের আজকের এ মাস, তোমাদের আজকের এ শহরের মতোই তোমাদের জন্য হারাম।' মুসলিম : ৩০০৯ .

মানবাধিকারের সকল ঘোষণায় ওপরের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি এ বক্তব্য দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

ইসলামের মানবাধিকার ঘোষণা

১৯৯০ সনে মিশরের রাজধানী কায়রোতে ইসলামের মানবাধিকার ঘোষণা প্রদান করা হয়েছিল। এ ঘোষণায় ইসলামের মূলনীতি ও গাইডলাইনের সাথে সাধারণ নিয়ম-শৃংখলা ও অধিকারের আন্ত সংযোগ ঘটানো হয়েছে। ইসলামে মানবাধিকারকে বিভিন্ন ধারা-উপধারাায় ভাগ করা যায়। আমরা এখানে শুধুমাত্র সারাংশ উপস্থাপন করব। বিস্তারিত বর্ণনা করা হলে তা অনেক দীর্ঘ আলোচনা হবে। প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে ইসলামে পৃথিবীর তাবৎ মানবাধিকার পুরোটাই সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ মানবাধিকার সুনিশ্চিত করা হয়েছে মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন উভয় সফলতার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে বলেছেন–

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ-

অর্থ : হে মানবসমাজ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর তোমাদেরকে বিভিন্ন কাওম ও গোত্র বানিয়ে দিয়েছি, যাতে তোমরা একে অপরকে (সেসব নামে) চিনতে পার। আসলে আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে তারাই অধিক সম্মানিত, যারা তোমাদের মধ্যে বেশি মুত্তাকী। আল্লাহ সব কিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।

সূরা ৪৯, হুজুরাত : আয়াত-১৩

ওআইসি সদস্যভুক্ত সকল দেশ সর্বশক্তিমান পরম দয়ালু মেহেরবান আল্লাহ তায়ালার ওপর পূর্ণ আস্থা পোষণ করছে। তিনি সে সত্ত্বা যিনি

www.pathagar.com

মানুষকে সর্বোত্তম আকৃতি ও গঠনে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষের ওপর তার সৃষ্টি পৃথিবীকে সাজানো, সংস্কার এবং পরিচর্যা করার গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাঁর আসমানী বাণী ও নির্দেশনা মেনে চলার আদেশ দিয়েছেন। পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে মানুষের সেবার জন্য নিযুক্ত করেছেন। সদস্য দেশগুলো বিশ্বাস করে যে মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল। তিনি মানবতার কল্যাণের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য ধর্ম নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। তিনি একজন মুক্তির দিশারী। অত্যাচারী এবং অহংকারী শাসকদের ধ্বংসকারী। আল্লাহর রাসূল ﷺ সকল মানুষদের জন্য সমঅধিকারের ঘোষণা দিয়েছেন। সমাজে কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য লাভের একমাত্র উপায় "আল্লাহভীতি"। আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি মানুষের মধ্যে বিদ্যমান সকল বৈষম্য আল্লাহর রাসূল ﷺ বিদূরিত করেছিলেন।

সদস্য দেশগুলো একত্ববাদে বিশ্বাস করে। যার ওপর ভিত্তি করে ইসলামের পথচলা। যেখানে পৃথিবীর সকল মানুষকে কেবলমাত্র এক আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ডাকা হয় এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করতে নিষেধ করা হয়। এই একত্ববাদই মানুষের স্বাধীনতা, মর্যাদার নিশ্চিয়তা প্রদান করে এবং মানুষ হয়ে অন্য কোন মানুষ বা সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্তি প্রদান করে।

মানুষের বিশ্বাস, ধর্মীয় চেতনা, হৃদয়, মন, সম্মান ও বংশ-জাতির সুরক্ষা দিতেই ইসলামে শরীয়ার উৎপত্তি হয়েছে। শরীয়ার আইন-কানুন, রায়-শাস্তি সত্যিকারার্থে অনেক বিস্তৃত, সমন্বিত এবং উদার। শরীয়াহ আইন হৃদয়ের দাবি এবং পার্থিব দৃশ্যমান দাবির সমন্বয় সাধন করেছে। ইসলামী শরীয়াহ আবেগ ও যুক্তি উভয়কে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে।

সদস্য দেশগুলো বিশ্বাস করে যে, মানুষের মৌলিক অধিকার এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ইসলামের বিশ্বাস ও ধর্মীয় চেতনার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এ অধিকার আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে কেড়ে নেয়ার অধিকার কারও নেই। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে এ অধিকারগুলো লঙ্ঘন বা অস্বীকার করার অধিকারও কারও নেই। এসব অধিকার আসমানী। এসব অধিকার

www.pathagar.com

উপস্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নবী রাসূলগণের কাছে প্রেরিত ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে। সত্যিকারার্থে সর্বশেষ রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে অতীতের সকল-নবী রাসূলগণের দেখানো ওহী ও মানবাধিকার নিয়ে দুনিয়াতে প্রেরিত হয়েছিলেন। মিশন সম্পূর্ণ করতে। অতীতের সকল মানবাধিকার ইসলামের ভেতর সংরক্ষিত রয়েছে। ইসলামী শরীয়াহ মতে এসব অধিকারকে সমুন্নত করা ইবাদাত এবং তা অস্বীকার করা গুনাহের কাজ। প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে এসব অধিকার মেনে চলার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন। সামগ্রিকভাবে জাতিকেও এসব অধিকার সুরক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। ওপরের বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে ওআইসিভুক্ত সদস্য- রাষ্ট্রগুলো ঘোষণা করছে যে–

পরিচ্ছেদ : এক

সমগ্র বিশ্ব মানবতা এক পরিবারের মতো। সমগ্র মানুষ জাতি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার দাসত্ব করার জন্য একতাবদ্ধ এবং তারা আদম আলাইহিস সালাম-এর সন্তান। মর্যাদা ও সম্মানের প্রশ্নে সকল মানুষই সমান। দায়বদ্ধতার ব্যাপারেও সকলে সমান। জাতি, বর্ণ, ভাষা, লিঙ্গ, ধর্মীয় বিশ্বাস, রাজনৈতিক অবস্থান, সামাজিক মর্যাদা, অথবা অন্য যে কোন বিবেচনায় সকল মানুষই সমান এবং কেউ বৈষম্যের শিকার হবেন না। সত্য ও দৃঢ় বিশ্বাসই মানবিকতা বিকাশের একমাত্র নিশ্চয়তা। ভালো মানুষ সকলের কাছেই ভালো। একজন মানুষ আরেকজনের ওপর অগ্রাধিকার পেতে পারে না। অগ্রাধিকার পাওয়ার কেবলমাত্র উপায় হচ্ছে আল্লাহ ভীতি ও উত্তম কাজ।

পরিচ্ছেদ : দুই

জীবন আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীনের পক্ষ থেকে প্রদত্ত উপহার। এ উপহার প্রত্যেক মানুষই পেয়েছে। রাষ্ট্রসহ সমাজের সকল অংশকে এ জীবনের নিরাপত্তা দিতে হবে। যৌক্তিক কারণ ব্যতীত কারও জীবন কেড়ে নেয়া যাবে না। মানব জাতির বংশ বিস্তারকে কৃত্রিম উপায়-উপকরণের সাহায্যে নিশ্চিহ্ন করা আইনগতভাবে অবৈধ। মনুষ্য জীবনের গতিকে স্বাভাবিকভাবে পরিচালিত হতে দেয়া এবং তার সুরক্ষা দেয়া

www.pathagar.com

বাধ্যতামূলক। মানুষের শারীরিক নিরাপত্তাকে মর্যাদা দিতে হবে। ব্যক্তির শারীরিক নিরাপত্তাকে আক্রমণের অধিকার কারও নেই। আইনগত অযুহাত ছাড়া কেউ অন্য কারও শারীরিক ক্ষতি করার অধিকার রাখে না। রাষ্ট্রকে অবশ্যই এসব অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ : তিন

শক্তি প্রয়োগের সময় বা সশস্ত্র যুদ্ধের সময় বেসামরিক লোকজনকে হত্যা করা বেআইনী। বয়োবৃদ্ধ নাগরিক, মহিলা, শিশু, আহত, এবং অসুস্থদের সাথে অশোভন আচরণ করা যাবে না। বন্দী ব্যক্তির খাবার, বসবাস ও পোশাকের অধিকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত ব্যক্তির শরীরকে ছিন্নভিন্ন করা বেআইনী। বন্দী বিনিময় নীতি অবশ্যই মেনে চলতে হবে। যুদ্ধের কারণে বিচ্ছিন্ন হওয়া পরিবারগুলোকে একত্রিত হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। শত্রুপক্ষের গাছ কাটা, শষ্যক্ষেত্র ধ্বংস করা, গবাদি পশু হত্যা করা, বাড়িঘর ধ্বংস করা বৈধ নয়।

অনুচ্ছেদ : চার

প্রত্যেক মানুষের স্বকীয়তা, সম্মান ও সুনামকে তার বেঁচে থাকা অবস্থায় এবং মারা যাবার পর উভয় অবস্থায় সুনিশ্চিত করতে হবে। রাষ্ট্র ও সমাজ উভয়কে মৃত ব্যক্তির কফিন ও কবরের সুরক্ষা দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ : পাঁচ

পরিবার হচ্ছে সমাজের মূলভিত্তি। সমাজ গঠনের ভিত্তি হচ্ছে বিয়ে। পুরুষ ও মহিলাকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। বংশ, বর্ণ, ও জাতীয়তার ভিত্তিতে কাউকে বিয়ে করা থেকে বিরত রাখা যাবে না। সমাজ ও রাষ্ট্রকে অবশ্যই বিয়ে সংক্রান্ত সকল কৃত্রিম প্রতিবন্ধকতা অপসারণ করতে হবে। উপরন্ত বিয়ে করার পবিত্র কাজকে খুবই সহজ প্রক্রিয়ায় আনতে হবে এবং বিয়ের পরে পরিবারের প্রতি যত্নশীল হতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ছয়

মানবিক সত্ত্বা হিসেবে পুরুষ-মহিলা উভয়ে স্বকীয়তা ও মর্যাদার ব্যাপারে সমান বলে বিবেচিত হবে। মহিলাদের ইসলাম প্রদত্ত অধিকারকে সুনিশ্চিত

www.pathagar.com

করতে হবে। একজন মহিলার নিজস্ব সামাজিক অবস্থান থাকবে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকবে এবং নিজস্ব নামে পরিচিত হবে। পুরুষদের অবশ্যই তার স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনের সকল আর্থিক প্রয়োজনীয়তা মেটাতে হবে। পরিবারের মহিলাদের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ যত্ন নিতে এবং তাদের সুরক্ষা দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ : সাত

প্রত্যেক নবজাতকের তার পিতামাতার ওপর অধিকার আছে। শিশুদের তত্ত্বাবধান করা, লালন-পালন করা, পোশাক দেয়া, সুশিক্ষা এবং নৈতিক শিক্ষা দেয়া পিতা-মাতার নৈতিক দায়িত্ব। এগুলো শিশুর অধিকার। জন্মদাত্রী মায়ের প্রতিও যত্নশীল থাকতে হবে। সন্তান কিভাবে লালিত পালিত হবে তার সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার পিতা-মাতা ও তার অভিভাবকদের। কিন্তু ভবিষ্যতে তার পথচলাকে অবশ্যই ইসলামী শরীয়াহর আলোকে প্রশস্ত করতে হবে। সন্তানের যেমন পিতামাতার ওপর স্বভাবতই অধিকার রয়েছে ঠিক তেমনি পিতামাতারও সন্তানের ওপর অধিকার আছে। ইসলাম এ অধিকারগুলোকে সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

অনুচ্ছেদ : আট

প্রত্যেকেরই তার প্রাপ্য ভোগ করার অধিকার রয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ ব্যক্তিগতভাবে অধিকার ভোগের যোগ্যতা অর্জন না করে, ততক্ষণ তার পরিবর্তে একজন অভিভাবক নিযুক্ত হবেন।

অনুচ্ছেদ : নয়

সকলের জন্য শিক্ষার্জন অপরিহার্য এবং শিক্ষার্জনের প্রচেষ্টা করা নৈতিক দায়িত্ব। সমাজ ও রাষ্ট্রের কাঁধে সকলের জন্য শিক্ষার সুযোগ তৈরি এবং তাদের সুশিক্ষিত করার গুরুদায়িত্ব। রাষ্ট্র অবশ্যই শিক্ষার উপায়-পদ্ধতি নির্ধারণ করবে। সমাজের প্রত্যেক নাগরিকের স্বার্থ ও কল্যাণ সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্র অবশ্যই বহুমুখী শিক্ষার পদ্ধতি উন্মুক্ত করবে। শিক্ষা মানুষকে ইসলামের শ্বাশত বাণীকে উপলব্ধি করাতে সক্ষম করাবে। একইসাথে বস্তুবাদী উপকরণগুলোকে মানুষের কল্যাণের স্বার্থে ব্যবহার করাতে সক্ষম করবে।

www.pathagar.com

মানুষ মুক্ত পৃথিবীর বিভিন্ন মাধ্যম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে। বাবা-মা, পরিবার, বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, মিডিয়া শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হবে। এসব মাধ্যম দুনিয়াবি ও ধর্মীয় শিক্ষাকে সমন্বয় করে এমনভাবে শিক্ষার্থীর কাছে তা উথাপন করবে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব সুদৃঢ় হয়, আল্লাহ তায়ালার প্রতি বিশ্বাস মজবুত হয় এবং দায়িত্ব, কর্তব্য ও অধিকারের ব্যাপারে ব্যক্তি সচেতন হতে পারে।

অনুচ্ছেদ : ১০

মানুষ অবশ্যই আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল ﷺ প্রদর্শিত জীবন বিধান আল ইসলাম অনুসরণ করবে এবং মেনে চলবে। ইসলাম খুবই সহজাত স্বভাব নিয়মের ধর্ম। সুতরাং কারও স্বভাবের বিপরীতে বল প্রয়োগ করা কিংবা জোড়-জবরদস্তি করা অনুচিত। এমনকি কারও দারিদ্র্যতা, দুর্বলতা বা অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে ধর্মান্তরিত করা মোটেই সঙ্গত নয়।

অনুচ্ছেদ : ১১

মানুষ স্বাধীন হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। মানুষকে দাসত্বের শৃংখলে বেধে ফেলা, তাকে নিয়ে খেল-তামাশা করা, বশীভূত করা, ইচ্ছেমত ব্যবহার করার অধিকার কারও নেই। আল্লাহর দাসত্ব ছাড়া অন্য কারও দাসত্বের কোন সুযোগ নেই। ইসলামে উপনিবেশিকতা ও সাম্রাজ্যবাদিতার কোন সুযোগ নেই। এসব নিষিদ্ধ। উপনিবেশিকতা এক ধরনের জঘন্য দাসত্ব। ভুক্তভোগী জনগণের উপনিবেশবাদের হিংস্র থাবা থেকে স্বদেশকে স্বাধীন করার অধিকার আছে। অন্যান্য সবাই উপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে অবশ্যই নৈতিক সমর্থন দেবে। সকলেরই স্বাধীন মর্যাদা, ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষার অধিকার আছে। রাষ্ট্রকে স্বাধীন রাখা এবং প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার রাষ্ট্রের জনগণের ও সরকারের।

অনুচ্ছেদ : ১২

প্রত্যেক মানুষেরই তার পছন্দমত বাসস্থান খুঁজে নেয়ার অধিকার আছে। এ বাসস্থানের অধিকার নিজ দেশে থাকবে এবং এমনকি অন্য কোন দেশেও। যখন কোন মানুষ তার নিজ দেশে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে,

www.pathagar.com

তখন অন্য কোন দেশে তিনি আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারবেন। আশ্রয়দাতা দেশ অবশ্যই সম্ভাব্য সকল উপায়ে আশ্রয়প্রার্থীকে সুরক্ষা দেবে।

অনুচ্ছেদ : ১৩

রাষ্ট্র ও সমাজ প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে। প্রত্যেক মানুষেরই তার যোগ্যতানুযায়ী পছন্দসই কাজ বা চাকুরি করার অধিকার আছে। যা তাকে নিরাপত্তা দেবে। একজন কর্মীর তার কাজে অবশ্যই যথেষ্ট নিরাপত্তা লাভের অধিকার আছে। তার সামাজিক নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধাকে নিশ্চিত করতে হবে। যার যে কাজ করার সামর্থ নেই তাকে দিয়ে সে কাজ করানো যাবে না। জোরপূর্বক কাজ করিয়ে নেয়া যাবে না। একজন কর্মী অবশ্যই শোষিত কিম্বা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। নারী ও পুরুষ উভয়েই বৈষম্য ছাড়া যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক পাবেন। বাৎসরিক ছুটি, পদোন্নতি, প্রণোদনা এবং অন্যান্য আর্থিক সুবিধা কর্মীর অধিকার। অন্যদিকে একজন কর্মীকে অবশ্যই সময় ও কাজের ব্যাপারে নিবেদিত হতে হবে। শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব হলে সরকার সমাধানের উদ্যোগ নেবে। রাষ্ট্র শ্রমিক নির্যাতন বন্ধে, ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে কার্যকর উদ্যোগ নেবে।

অনুচ্ছেদ : ১৪

প্রত্যেক ব্যক্তিরই সৎপথে বৈধ আয়ের অধিকার রয়েছে। পণ্যের একচেটিয়া ব্যবসা, প্রতারণার আশ্রয় নেয়া, ছলচাতুরী করা, সুদ দেয়া ও নেয়া কোনভাবেই বৈধ নয়। সতিকারার্থে উপরোক্ত বিষয়গুলো আইনগতভাবে নিষিদ্ধ।

অনুচ্ছেদ : ১৫

প্রত্যেক ব্যক্তির আইনগতভাবে মালিকানা লাভের অধিকার আছে। ব্যক্তিগত মালিকানা ততক্ষণ পর্যন্ত অপসারণ করা হবে না যতক্ষণ না জনস্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। আইনগত যৌক্তিক কারণ ছাড়া কারও কোন সম্পদ বাজেয়াপ্ত হবে না।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ : ১৬

প্রত্যেক ব্যক্তি তার উৎপাদিত পণ্য, সাহিত্যকর্ম, চিত্রকর্ম অথবা প্রযুক্তিগত উৎপাদন থেকে লাভবান হতে পারে। প্রত্যেকেই তার সাহিত্যকর্ম ও আর্থিক সত্বাকে সুরক্ষা দেয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু তা ইসলামী শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হবে না।

অনুচ্ছেদ : ১৭

প্রত্যেক ব্যক্তিই দূষণ ও নৈতিক অবক্ষয় মুক্ত সুস্থ পরিবেশে বসবাস করবে। এ পরিবেশ তাকে নৈতিক উন্নত চরিত্রে সমৃদ্ধ করবে। সমাজ ও রাষ্ট্র উভয়েই এ উন্নত পরিবেশ নিশ্চিত করবে। সাধ্যানুযায়ী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাস্থ্যসেবা ও সামাজিক সেবা পাবার অধিকার নিশ্চিত করবে। রাষ্ট্র প্রত্যেকের বসবাসের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সুনিশ্চিত করবে। কোন ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীলদের জন্য বসবাসের উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেকের মৌলিক চাহিদার নিশ্চয়তা দেবে রাষ্ট্র।

অনুচ্ছেদ : ১৮

প্রত্যেক ব্যক্তি তার বিশ্বাস, ধর্ম, পারিবারিক মর্যাদা, সম্মান, আর্থিক সামর্থ নিয়ে জীবন-যাপন এবং বসবাসের অধিকার লাভ করবে। বাড়িঘর, পরিবার, অর্থ ও যোগাযোগের ব্যাপারে প্রত্যেকেই স্বাধীনতা ভোগ করবে। তাদের বিরুদ্ধে কোন গুপ্তচরবৃত্তি বা নজরদারী করা যাবে না। কেউ আইনগত বৈধ কাজে কোন ব্যক্তিকে অযাচিত হস্তক্ষেপ করবে না। ঘরবাড়ির গোপনীয়তার সুরক্ষা দিতে হবে। অধিবাসীদের অনুমতি ছাড়া কারও ঘরে প্রবেশ করা বৈধ হবে না। আইনগত কারণ ছাড়া কারও ব্যক্তিগত বাড়ি ধ্বংস বা বাজেয়াপ্ত করা যাবে না। ভাড়াটিয়াকে যৌক্তিক কারণ ছাড়া উচ্ছেদ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ : ১৯

শাসক ও সাধারণ মানুষ উভয়ে সমান আইনী সুযোগ-সুবিধা লাভ করবে। প্রত্যেকেরই অভিযোগ নিয়ে বিচারকের কাছে সুবিচার কামনার অধিকার

www.pathagar.com

আছে। শরীয়াহ আলোকে অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত হবে। দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সকল অভিযুক্তই নিরাপরাধ। রাষ্ট্র অবশ্যই একটি স্বচ্ছ বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে যেখানে প্রত্যেকের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ থাকবে এবং সুবিচারের নিশ্চয়তা থাকবে।

অনুচ্ছেদ : ২০

পর্যাপ্ত আইনগত কারণ ছাড়া কোন ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সীমিত করা যাবে না এবং কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। কোন ব্যক্তিকে শারীরিক কিম্বা মানসিকভাবে যন্ত্রণা দেয়া যাবে না। অমানবিক আচরণ করা যাবে না। ব্যক্তির সম্মতি ছাড়া কারও মেডিকেল চেকআপ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ : ২১

কোন ব্যক্তিকে কোন অজুহাতে জিম্মী বা অপহরণ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ : ২২

প্রত্যেক ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে হবে। অবশ্য তা শরীয়াহ এবং প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে কিছু হওয়া যাবে না। প্রত্যেক ব্যক্তিই সৎকাজের উপদেশ দিবে এবং অসৎ কাজে বাধা দিবে। মিডিয়া সমাজের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অঙ্গ। মিডিয়া কারও দ্বারা ব্যবহৃত হবে না। অনৈতিক কোন কিছুর সমর্থক হবে না। জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হয় এমন কিছু প্রচার করবে না। মিডিয়া বৈষম্যে, জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করবে।

অনুচ্ছেদ : ২৩

প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দেশের প্রশাসনিক কাজে অংশগ্রহণ করার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ২৪

এ ঘোষণাপত্রে তালিকাভুক্ত সকল অধিকার ও স্বাধীনতা শরীয়া আইন ও মূলনীতির কাঠামোর আওতাধীন।

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদ : ২৫

এ ঘোষণাপত্রের কোন অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যার একমাত্র উৎস ইসলামী শরীয়াহ আইন ও মূলনীতি। কায়রো, ১৪ মহররম ১৪১১ হিজরী, ০৫.০৮.১৮৯০

ওপরে বর্ণিত মানবাধিকার ঘোষণার আলোকে আমরা একটি সত্যিকারের কল্যাণমুখী ইসলামী সমাজব্যবস্থার প্রতিবৃত্তি দেখতে পাই, যার বর্ণনা নিচে তুলে ধরা হলো:

এটি এমন এক সমাজব্যবস্থা যার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে ইসলামের ওপর দাঁড়িয়ে। মূল শেকড়, বংশ, বর্ণ, ভাষা ভেদে কেউ সেখানে অগ্রাধিকারযোগ্য (Superior) নন। মানুষ অবশ্যই দমন-পীড়ন, অত্যাচার অমানবিকতা, নিষ্ঠুরতা এবং গোলামী থেকে সুরক্ষা পাবে। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন তাঁর সকল সৃষ্টির ওপর মানুষকে সম্মানিত করেছেন।

وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَ حَمَلْنٰهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَ فَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا-

অর্থ : আমি তো আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি; স্থলে ও সমুদ্রে তাদের চলাচলের বাহন দিয়েছি; তাদেরকে উত্তম রিযিক দান করেছি এবং আমি যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের অনেকের ওপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি। সূরা ১৭, বনী ইসরাঈল : আয়াত-৭০

এটি এমন এক সমাজব্যবস্থা পরিবারই যার নিউক্লিয়াস। সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধনই এই সমাজের মানুষদের মাঝে সুস্থিরতা ও সমৃদ্ধি এনে দেয়। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন : হে মানুষ! আমি তোমাকে পুরুষ ও স্ত্রী হতে সৃষ্টি করেছি।

এটি এমন এক সমাজ যেখানে রাজা এবং প্রজা উভয়েই আইনের দৃষ্টিতে সমান। যেহেতু শরীয়া আইন ঐশ্বী, যেহেতু ইসলামী সমাজে কোন বৈষম্যের স্থান নেই।

www.pathagar.com

এই সমাজে ক্ষমতা একটা বিশ্বাসের জায়গা। যেখানে ক্ষমতাশীলরা শরীয়ার আলোকে কল্যাণমুখী কাজে সদা তৎপর। এই সমাজের প্রত্যেকে বিশ্বাস করে যে মহান আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র এ বিশ্বভূমণ্ডলের স্রষ্টা। সকল সৃষ্টির মালিক। আমাদের যা কিছু আছে তা রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে উপহার।

وَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ-

অর্থ : তিনি তোমাদের জন্য নিয়োজিত করে দিয়েছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সব কিছুই তাঁর পক্ষ থেকে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য, এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শনাবলি। সূরা ৪৫, জাসিয়াহ : আয়াত-১৩

এ সমাজের নীতি নির্ধারকরা সমাজের কল্যাণের জন্য নীতি নির্ধারণ করার সময় পরস্পর পরামর্শ করে।

وَ الَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِرَبِّهِمْ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۪ وَ اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ ۪ وَ مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ-

অর্থ : (ওগুলো তাদের জন্য) যারা তাদের প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, নামায প্রতিষ্ঠা করে, নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে তাদের কর্ম সম্পাদন করে এবং তাদেরকে আমি যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। সূরা ৪২, আশ শুরা : আয়াত-৩৮

এ সমাজের মানুষেরা দক্ষতা ও উদ্ভাবনী শক্তির আলোকে যথাপোযুক্ত মর্যাদা লাভ করে। এ সমাজের দায়িত্বপ্রাপ্তরা অবশ্যই তার দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার কাছে জবাবদিহী করবে। রাসূল ﷺ বলেছেন : তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। একজন শ্বাসক সে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের রক্ষক, সে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। একজন

www.pathagar.com

গোলাম তার মনিবের সম্পদের রক্ষক, সে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব সাবধান, তোমরা প্রত্যেকেই রক্ষক এবং তোমরা প্রত্যেকেই জিজ্ঞাসিত হবে। সহীহ বুখারী- ৪৮০৯

এটি এমন এক সমাজ যেখানে মানুষ সচেতন ও দায়িত্ববান। রাষ্ট্রের প্রতি যত্নশীল। এ সমাজের প্রত্যেকেরই বিচার চাওয়ার সুযোগ আছে। বিচারিক প্রক্রিয়ায় সে অন্যের সহায়তা নিতে পারবে। ঘটনার সাক্ষী বিচার প্রক্রিয়ায় স্বতস্ফূর্তভাবে সহায়তা করে।

www.pathagar.com

শরীয়ার আলোকে মানবাধিকারের বৈশিষ্ট্য

১. ইসলামী শরীয়ামতে মানবাধিকারে ধারণা আসমানী।

২. ইসলাম ও মানবাধিকার পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। মানবাধিকারের সুরক্ষা দেয়ার নির্দেশনা আসমানী বাণীর মাধ্যমেই এসেছে। সুতরাং মানবাধিকার লঙ্ঘন একদিকে অমানবিক অপরদিকে আল্লাহর নির্দেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। মানবাধিকার লঙ্ঘনের মাধ্যমে দুনিয়াবী শাস্তির পাশাপাশি ব্যক্তিকে শেষ বিচারের দিনেও জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হবে।

৩. মানবিক সত্বার স্বাভাবিক প্রকৃতির সাথে মানবাধিকার খুবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলামে মানবাধিকারকে মানুষের সহজাত প্রকৃতির সাথে মিলাতে চায় মানুষের দুর্বলতা, ক্ষমতা, দারিদ্র্যতা,-ধনাঢ্যতা, মর্যাদা, মানবিকতা ইসলাম সবকিছুই বিবেচনায় রাখে।

৪. এসব মানবাধিকার জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, মর্যাদা নির্বিশেষে সকল নাগরিকদের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হবে।

৫. এসব মানবাধিকার অপরিবর্তনীয়। সময়, স্থান, অবস্থান ভেদে এসবের কোন পরিবর্তন হবে না। ব্যক্তি বা সমাজ কেউই এসব পরিবর্তন করতে পারবে না।

৬. একজন ব্যক্তির উপযুক্ত ও সম্মানজনক জীবনের নিশ্চয়তা দেয়ার জন্য এসব মানবাধিকারই যথেষ্ট। এ মানবাধিকার আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ। এসব মানবাধিকার ব্যক্তির রাজনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিক অধিকারেরও সুরক্ষা প্রদান করে।

৭. মনে রাখা দরকার, মানবাধিকার পরম কোন বিষয় নয়। ইসলামের শরীয়াহ আইন ও মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক কোন কিছু মানবাধিকার হতে পারে না। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের প্রতিবন্ধক কিছুও মানবাধিকারে আওতাধীন হতে পারে না।

www.pathagar.com

ইসলাম ও মানবাধিকার : কিছু ভুল ধারণা

সমাজে ইসলাম ধর্ম এবং ইসলামের মানবাধিকার নীতিমালা নিয়ে মারাত্মক ভুল ধারণা বিদ্যমান আছে। অবশ্য সবার জেনে রাখা ভালো এসব ভুল ধারণাগুলো পরিকল্পিতভাবে ইহুদি, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মানুসারীরা নিজেদের স্বার্থেই তৈরি করেছে। তারা ইসলামের মানবাধিকার নীতিমালাকে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ সমাজব্যবস্থার সাথে অসামঞ্জস্যশীল বলে তুলে ধরেছে। আমরা এখানে পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, ইসলাম যাবতীয় মিথ্যাচার, কদর্যতা ও অবিচার থেকে মুক্ত। ধর্মনিরপেক্ষতার ধুয়া তুলে অন্য কারও অধিকারকে তুচ্ছ মনে করাকে ইসলাম মোটেই সহ্য করে না। যৌক্তিক বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের সংঘর্ষ কখনোই ছিল না। এখনও নেই। আল্লাহ প্রদত্ত, রাসূল ﷺ প্রদর্শিত এবং আসমানী গ্রন্থ থেকে উদ্ভাবিত আইন ও মূলনীতির মাধ্যমে সভ্যতার উন্নয়নে ইসলাম উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে। আমরা এখন ইসলামে মানবাধিকার নিয়ে কিছু প্রচলিত ভুল ধারণার অপনোদন করবো।

প্রথম ভুল ধারণা

"কিছু লোক দাবি করে ইসলামী আইন মানুষের প্রয়োজনীয় স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ইসলাম ঘোষিত মানবাধিকার উন্নত ও সভ্য পৃথিবীর আধুনিক মানবাধিকার ধারণার সাথে বেমানান।"

ইসলামী আইনের ব্যাপারে ভুল ধারণার জবাব

এ অধ্যায়ের ভূমিকাতেই আমরা অভিযোগটির একাংশের আলোচনা করেছি। আমরা এখানে উল্লেখ করতে চাই, মুসলমানরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে ইসলামী আইন পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত এক জীবন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা দেয়। ইসলামের আইন ও মূলনীতি সময়, স্থান, ব্যক্তি বিবেচনায় উপযুক্ত ও মানানসই। সত্যিকারের স্বাধীনতা মানেই হচ্ছে জালিমের বশ্যতা স্বীকার না করা। কারণ এ ধরনের বশ্যতা বা আনুগত্যের ব্যাপারটি কোন প্রতাপশালী ব্যক্তির ব্যক্তিগত লোভ ও আকাঙ্ক্ষা কিম্বা ক্ষমতাশীলদের

www.pathagar.com

শাসনতন্ত্র থেকেই সৃষ্ট। সবচেয়ে জঘন্য বশ্যতা স্বীকার হচ্ছে একমাত্র মহান স্রষ্টা ও রক্ষক আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্য কারও বশ্যতা মেনে নেয়া। ইসলাম কোন ব্যক্তির জন্য আরেক ব্যক্তির বশ্যতা মেনে নেয়ার স্বাধীনতা অনুমোদন করে না। ইসলাম মানুষ ও তার স্রষ্টার মাঝে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক সম্পর্কই তৈরি করে না। বরং একই সাথে দুনিয়ায় জীবনযাপনের জন্য স্রষ্টা নির্দেশিত নিয়ম-পদ্ধতিকেও সম্পর্কিত করে। ইসলাম একদিকে যেমন মানুষও তার স্রষ্টার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যম, অপরদিকে মানুষের সাথে অপর মানুষ, সমাজ, জাতির সম্পর্ক স্থাপনেরও সেতুবন্ধন। ইহুদীদের মতো ইসলাম সীমিত পরিসরের কোন ধর্ম নয়। বরং ইসলাম সর্বজনীন। যদিও খ্রিস্টান সম্প্রদায় দাবি করে যে তারাই বিশ্বজনীন ধর্মের অনুযায়ী। কিন্তু তাদের এ দাবি নিমেষেই অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। কারণ স্বয়ং যীশু বলেছেন-

"আমি ইসরাঈলের জাতির হারানোর মেষদের জন্যেই প্রেরিত হয়েছি।"

ম্যাথিট ১৫ : ২৪

আরও বর্ণিত আছে যে, যীশু একদা সে তাঁর বারজন শীষ্যকে ইহুদী বারটি জাতির কাছে পাঠানোর জন্য মনোনীত করছেন। সে বারজন শীষ্যকে যীশু বলেন–

"তোমরা ইহুদীদের কাছে যাবে না এবং শমরীয়দের কোন শহরে প্রবেশ করবেন। বরং তোমরা ইসরাইলের হারানো মেষদের কাছে যাও।"

ম্যাথিই ১০ : ৫-৬

কিন্তু রাসূল ﷺ প্রেরিত হয়েছিলেন বিশ্বমানবতার কল্যাণের জন্য।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ-

আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি। সূরা ২১, আম্বিয়া : আয়াত-১০৭

ইসলামী শরীয়া আইনের দুটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে। প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে বিশ্বাস, আস্থা, ইবাদাতের বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও আইন যা সময়-স্থানের ভিন্নতায় পরিবর্তিত হবে না।

www.pathagar.com

উদাহরণস্বরূপ নামাযের কথা বলা যেতে পারে। ইসলামে নামায এমন এক ইবাদাত যেখানে কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম-পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। যেমন– কুরআনের কিছু অংশ তিলাওয়াত, রুকু ও সিজদা, সালামের মাধ্যমে শেষ করা। এ নিয়ম-পদ্ধতি পৃথিবীর সব জায়গায় একই থাকে। এর কোন পরিবর্তন নেই। ইসলামে উত্তরাধিকার আইন পূর্ব নির্ধারিত। কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এ আইনের পরিমার্জন বা সংশোধন সম্ভব নয়। এ শরয়ী আইন সকল মানুষের মধ্যে সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। চাইলেই যে কেউ নিজের মতো করে আইন বদলাতে পারে না।

ইসলামী শরীয়া আইনের দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি হলো সমাজের পরিবর্তনের সাথে প্রয়োজনীয় আইনকে স্বীকার করে নেয়া। বিশেষ করে যেসব আইনে মানুষের সাথে মানুষ, সমাজ, রাষ্ট্র, জাতি, প্রতিবেশী জড়িত, যেসব আইন সময়ের প্রয়োজনেই পরিবর্তিত হয়। এসব আইনের পরিবর্তনে ইসলাম সব সময়ই সম্মতি দিয়ে এসেছে। এ পরিবর্তন বা সংশোধনের দায়িত্ব এমন বিশেষজ্ঞ ও আইনজ্ঞদের হাতে দিতে হবে যারা ইসলামী শরীয়া আইন ও মূলনীতির সাথে সমাজব্যবস্থার চলমান পরিবর্তনের বিষয়ে পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

ইসলামে 'পরামর্শ সভা' একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। পবিত্র কুরআন শুধুমাত্র পরামর্শ করার মূলনীতিকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। পরামর্শ সভা নিয়ে বিস্তারিত কিছু বলা হয়নি। কিন্তু আমরা জানি কুরআনুল কারীমে কোন নির্দেশনা, তা বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের পদ্ধতি বাতলে না দিয়ে এমনিতেই নাযিল করা হয়নি। সমাজে শুরা বা পরামর্শের প্রক্রিয়া কিভাবে হবে তা রাসূল ﷺ সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। আর চলমান সমাজের সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে অথবা বিশেষ প্রয়োজনে পরামর্শ করার দায়িত্ব ইসলামী বিশেষজ্ঞদের ওপরই বর্তায়। এক প্রজন্মের জন্য প্রযোজ্য কোন কিছুর পরিমার্জন, পরিবর্তন করে আরেক প্রজন্মের জন্য তা উপযোগী হিসেবে গড়ে তোলা যায়। এ নমনীয়তা ও উদারতাই ইসলামী আইনের বৈধতা, সময়োপযোগিতা এবং সর্বজনীনতার প্রমাণ বহন করে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় ভুল ধারণা

"ইসলামের সৌন্দর্য ও প্রকৃত সত্য সম্পর্ক অজ্ঞ পণ্ডিতরা প্রায়শই দাবি করে যে, ইসলামী রাষ্ট্রে ইসলাম অমুসলিমদের অধিকারকে সম্মান ও স্বীকার করে না।"

অমুসলিমদের অধিকার সম্পর্কিত ভুল ধারণার জবাব :

ইসলামী শরীয়াহ আইন অমুসলিমদের ইসলামী সমাজে বসবাসের জন্য কিছু বাধ্যবাধকতা এবং বিশেষ অধিকার দিয়েছে। সমালোচকদের জবাব দেয়ার জন্য ইসলামী আইনশাস্ত্রের এ দু'টি লাইন উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট হবে। "মুসলমানদের মতোই ইসলামী সমাজে অমুসলিমরা অধিকার পাবে। বাধ্যবাধকতার ব্যাপারেও অমুসলিমরা মুসলমানদের মতো বিবেচিত হবে"। অমুসলিমদের ব্যাপারে ইসলামী সমাজে বসবাসের এটিই সাধারণ মূলনীতি। অমুসলিমদের জীবন, সম্পদ, ধর্ম, বিশ্বাসের নিরাপত্তা দেয়া ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইসলাম অন্যান্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আলোচনাকে অনুমোদন করে, তবে আলোচনা ও যুক্তিতর্কের সময় অবশ্যই সর্বোত্তম প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে এ ব্যাপারে বলেছেন–

وَ لَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ. اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَ اِلٰهُنَا وَ اِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ-

অর্থ : তোমরা উত্তমপন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবে না, কিন্তু তাদের সাথে করতে পার, যারা তাদের মধ্যে সীমালঙ্ঘনকারী এবং বল, 'আমাদের প্রতি ও তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আমরা বিশ্বাস করি এবং আমাদের ইলাহ ও তোমাদের ইলাহ তো একই এবং আমরা তাঁরই প্রতি আত্মসমর্পণকারী।' সূরা ২৯, আনকাবূত : আয়াত-৪৬

অন্যান্য ধর্মানুযায়ীদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

قُلْ اَرَءَيْتُمْ مَّا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَرُوْنِيْ مَاذَا خَلَقُوْا مِنَ الْاَرْضِ

www.pathagar.com

اَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمٰوٰتِ ۭ اِيْتُوْنِيْ بِكِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ هٰذَآ اَوْ اَثٰرَةٍ مِّنْ عِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ-

অর্থ : (হে রাসূল!) এদেরকে বলুন, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে ডাক, তাদের কথা কি কখনো ভেবে দেখেছ? তারা দুনিয়াতে কী কী সৃষ্টি করেছে তা আমাকে একটু দেখাও তো। অথবা আসমান (সৃষ্টিতে) কি তাদের কোনো হিস্যা আছে? তোমরা যদি (তোমাদের আকীদার ব্যাপারে) সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে (এর প্রমাণ হিসেবে) আগের কোনো (আসমানী) কিতাব বা (সবার কাছে) স্বীকৃত কোনো ইলম থেকে তা পেশ কর । সূরা ৪৬, আহকাফ : আয়াত-৪

অন্য ধর্মানুসারীকে জোড় করে ইসলাম গ্রহণ করানোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا ۭ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ-

অর্থ : তোমার প্রতিপালকের ইচ্ছা হলে পৃথিবীতে যারা আছে তারা সকলেই অবশ্যই ঈমান আনত; তবে কি তুমি মু'মিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবে? সূরা ১০, ইউনুস : আয়াত-৯৯

কোরআন ও সুন্নাহতে সুস্পষ্ট করে ইসলামী শরীয়ার অধীনে বসবাসরত মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে আমরা ভিন্ন ধর্মালম্বীদের সাথে সহিষ্ণুতার অজস্র নজীর দেখতে পাব। যদিও অমুসলিমরা মুসলমানদের সাথে খুবই জঘন্য আচরণ করেছে। ইসলাম অমুসলিমদের সাথে উত্তম আচরণের প্রশিক্ষণ দেয়। যুদ্ধে যারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করবে না, তাদের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না।

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ-

www.pathagar.com

অর্থ : দ্বীনের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কৃত করেনি তাদের প্রতি সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়পরায়ণদের ভালোবাসেন। সূরা ৬০, মুমতাহিনা : আয়াত-৮

যারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেয়, সে যুদ্ধের অর্থায়ন করে, মুসলমানদের সাথে অবিরত শত্রুতা করে এবং মুসলমানদের জোর করে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেয়, তাদের বিরুদ্ধে ইসলাম নির্দেশিত পন্থায় ব্যবস্থা নেয়া যাবে।

إِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَ اَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ ظٰهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَ مَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-

অর্থ : আল্লাহ শুধু তাদের সথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তোমাদেরকে দেশ হতে বহিষ্কার করেছে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কারে সাহায্য করেছে। সুতরাং তাদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তারা তো অত্যাচারী। সূরা ৬০, মুমতাহিনা : আয়াত-৯

মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে আন্তঃযোগাযোগ অবশ্যই হৃদ্যতাপূর্ণ ও সুন্দর হতে হবে। ইসলামী সমাজে মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন বৈধ। একজন মুসলিম ইহুদী ও খ্রিস্টানদের দেয়া খাবার (হালাল) খেতে পারে। একজন মুসলিম পুরুষ ইহুদী বা খ্রিস্টান মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলাম সব সময় পারিবারিক বন্ধনকে গুরুত্ব প্রদান করে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَ طَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۖ وَ طَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَ الْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ

www.pathagar.com

غَيْرَ مُسْفِحِيْنَ وَ لَا مُتَّخِذِيْٓ اَخْدَانٍ ۭ وَ مَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۠ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

অর্থ : আজ তোমাদের জন্য সমস্ত ভালো জিনিস হালাল করা হলো, যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের খাদ্যদ্রব্য তোমাদের জন্য হালাল ও তোমাদের খাদ্যদ্রব্য তাদের জন্য হালাল; এবং মুমিন সচ্চরিত্রা নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে তাদের সচ্চরিতা নারী তোমাদের জন্য বৈধ করা হল যদি তোমরা তাদের মোহর প্রদান কর বিবাহের জন্য- প্রকাশ্য ব্যভিচার অথবা গোপন প্রণয়িনী গ্রহণের জন্য নয়। কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সূরা ৫, মায়িদা : আয়াত-৫

তৃতীয় ভুল ধারণা

"অনেকেই অভিযোগ করেন যে, ইসলামের শাস্তির বিধানাবলি খুবই নিষ্ঠুর, আদিম ও বর্বোরোচিত এবং মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।"

ইসলামের শাস্তির বিধানাবলি সংক্রান্ত অভিযোগের জবাব :

প্রত্যেক সমাজেরই তাদের মারাত্মক অপরাধীদের শাস্তির নিজস্ব প্রক্রিয়া আছে। বর্তমানে জেল পদ্ধতিকে বেশি ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু অনেক অপরাধ বিশেষজ্ঞ ও সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে জেলে আবদ্ধ রাখা সর্বোত্তম কোন সমাধান নয়। বরং কারান্তরীণ সময় অপরাধীদের অলস ফেলে রাখা হয় এবং তাদের জন্য অনর্থক ব্যয় বাড়তে থাকে। কারান্তরীণ সময়ে অপরাধী তার কৃত অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হবার পরিবেশ পায় না। এমন কি ভুক্তভোগিও বিশ্বাস করে না যে কারান্তরণের মাধ্যমে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়েছে। যথোপযুক্ত শাস্তির নিশ্চয়তা বিধানে নানা প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। শুরুতেই আমাদের জেনে রাখতে হবে যে, অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা ইনসাফপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অপরিহার্য দাবি। ইসলাম সকলের জন্য সমান সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত দেখতে চায়। কোনো অজুহাতেই অপরাধীর কৃত অপরাধকে উপেক্ষা করার সুযোগ ইসলামে নেই। ইসলামে অপরাধ দুই ধরনের।

www.pathagar.com

এক. কিছু সুনির্দিষ্ট অপরাধ যার শাস্তির বিধান ইসলামী শরীয়ার আলোকে নির্ধারিত আছে। ধর্মত্যাগ, ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ, হত্যাকাণ্ড, যিনা-ব্যভিচার চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান, মিথ্যা অভিযোগ, যুলুম- এ ধরনের অপরাধের অন্তর্ভুক্ত।

দুই. এমন অপরাধ, ইসলামী শরীয়া মতে যার সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান নির্ধারিত নেই। যথাযথ কর্তৃপক্ষ ইসলামী জীবনাদর্শ ও সামাজিক স্বার্থের আলোকে যথাযথ শাস্তি নির্ধারণ করে। এ ধরনের শাস্তিকে বলা হয় 'তাজির'।

ইসলামী শরীয়ার আলোকে, শাস্তির বিধান নির্ধারিত আছে এমন অপরাধ আবার দুই ভাগে বিভক্ত।

এক. প্রথম ভাগে এমন সকল অপরাধ অন্তর্ভুক্ত যার সাথে ভুক্তভোগির ব্যক্তিগত অধিকারের প্রশ্ন জড়িত। যেমন : হত্যা, লাঞ্ছনা, কুৎসা রটানো। এ ধরনের অপরাধের শাস্তি শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত থাকলেও বাদীর অবস্থান পরিবর্তনের সাথে শাস্তিও পরিবর্তিত হতে পারে। বাদী যদি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রত্যাহার করে অথবা রক্তপণ গ্রহণ করে তাহলে অপরাধের শাস্তির মাত্রায় ভিন্নতা আসবে।

দুই. দ্বিতীয় ভাগে শরীয়তের অন্যান্য নির্ধারিত হুকুমের লংঘনজনিত অপরাধ। যেমন– মদপান, ব্যভিচার, চুরি। এসব অভিযোগ একবার প্রমাণিত হলে শাস্তির বিধান পরিবর্তন করার আর কোনো সুযোগ নেই। এমন কি বাদী যদি অভিযোগ প্রত্যাহার করে তবুও শাস্তি রদবদল হবে না।

ইসলামী শরীয়ায় হুদুদ (শারীরিক ও আর্থিক শাস্তি) প্রয়োগের একমাত্র উদ্দেশ্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। মানুষের পাচঁটি মৌলিক চাহিদার (ধর্ম, জীবন, মন, সম্মান ও পরিজন এবং সম্পদ) লঙ্ঘন করে এমন অপরাধের জন্যই হুদুদ বিধান প্রয়োগ করা হয়। অভিযুক্ত সুস্থাবস্থায় ও বিনা চাপে অপরাধ স্বীকার করে নিলে কিংবা বিশ্বস্ত ও উপযুক্ত সাক্ষীর সাক্ষীদানের ভিত্তিতে অপরাধীর ওপর শাস্তির বিধান প্রযোজ্য হবে। কোনো ধরনের সন্দেহ ও অপর্যাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে শাস্তির বিধান প্রযোজ্য হবে না। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 'যদি কোনো সন্দেহ থাকে তাহলে হুদুদের শাস্তি দেবে না।'

www.pathagar.com

মনে রাখা দরকার যে, এ ধরনের কঠোর শাস্তি প্রদানের মূল উদ্দেশ্য হলো সমাজের অপরাধী শ্রেণির কাছে সুস্পষ্ট বার্তা দেয়া যে, অপরাধ করে কেউ রেহাই পেতে পারে না। এটি অবশ্যই প্রমাণিত সত্য যে, এ শাস্তি প্রদানের প্রক্রিয়া অপরাধীর অপরাধ সংঘটনের পথে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। ফলশ্রুতিতে ব্যক্তি অধিকারের সংরক্ষণ ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা সহজ হয়। পুরো সমাজই শান্তি ও নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, কোনো নিরপরাধ ব্যক্তিকে আঘাত করে তার শরীরকে ক্ষত-বিক্ষত করার পর অপরাধী যদি বুঝতে পারে আমাকেও একই আঘাত ফিরিয়ে দেয়া হবে, তাহলে কি সে পুনরায় সে অপরাধ সংঘটনে প্রয়াসী হবে?

পার্থিব সাময়িক শাস্তি পাওয়ার সাথে সাথে অপরাধীকে এটিও স্মরণ রাখা দরকার যে, কিয়ামতের কঠিন দিনেও তাকে এসব কৃত অপরাধের জন্য শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। যারাই আইন ও শরীয়াহ নির্দেশনার লঙ্ঘন করবে, তারাই শেষ বিচারের দিন শাস্তির মুখোমুখি হবে। প্রতিটি সমাজেই এমন কিছু লোক থাকে, যারা শারীরিক শাস্তির বিধানকে অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন। আমরা তাদের স্মরণ করে দিতে চাই, ইসলাম প্রত্যেক অপরাধের জন্যই যুক্তিযুক্ত ও যথোপযুক্ত শাস্তির বিধান নিরূপণ করেছে। কারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও সর্বজ্ঞ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনই মানবিক সত্তা ও তার অন্তর্নিহিত সত্য ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেন। মহাবিশ্বের সবকিছুই তাঁর নখদর্পনে।

হিরাবাহ : পরিভাষাটি আরবি। রাস্তাঘাটে ডাকাতি, ডাকাতির সময় হত্যাকাণ্ড, অস্ত্র দিয়ে আবাসিক ও ব্যবসায়িক এলাকা ধ্বংস, অস্ত্রের মুখে নিরপরাধ নাগরিকদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হিরাবাহ'র অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র আল কুরআনে হিরাবাহর শাস্তি সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে।

إِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا
اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ
يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ۭ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ

www.pathagar.com

عَظِيْمٌ- اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ۚ فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থ : যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিপক্ষে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে ফিতনা সৃষ্টি করে বেড়ায়, তাদের শাস্তি হল- তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ান হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে অথবা দেশ থেকে তাদের বহিষ্কার করা হবে। এ হল তাদের জন্য পৃথিবীতে অপমান আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি। কিন্তু যারা তাওবাহ করলে তোমরা তাদেরকে গ্রেফতার করে নেয়ার আগেই, (তাদের সম্পর্কে) জেনে রেখ যে, অবশ্যই আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা ৫, মায়িদা : আয়াত- ৩৩-৩৪

অপরাধ সংঘটনের প্রকৃতি ও মাত্রার ভিত্তিতে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা আসতে পারে। সেক্ষেত্রে শাস্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ অপরাধীর জন্য যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবে। ডাকাত যদি কাউকে হত্যা করে তার সমস্ত সম্পদ লুট করে, তাহলে ডাকাতের শাস্তি হচ্ছে তাকে মৃত্যুদণ্ড বা শূলবিদ্ধ করে হত্যা করা হবে। যদি সে সম্পদ লুট করে এবং হুমকি প্রদান করে কিন্তু হত্যা না করে, তাহলে তার হাত ও পায়ের কিছু অংশ কেটে নেয়া যেতে পারে। যদি সে হত্যা করে কিন্তু সম্পদ লুট না করে, তাহলে সে শুধুমাত্র হত্যাকারী বলে বিবেচিত হবে এবং হত্যার শাস্তি পাবে। যদি সে শুধুমাত্র ভয়ভীতি প্রদর্শন করে কিন্তু কাউকে হত্যা না করে, তাহলে তাকে নির্বাসিত করা হবে। নির্বাসনকে অনেকে কারাদণ্ড বলে বিবেচনা করেন।

হত্যাকাণ্ড :

পূর্ব পরিকল্পিত হত্যাকান্ডের শাস্তি 'কিসাস'। আসলে কিসাসই পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডের যথার্থ শাস্তি। কিসাসই পারে আরেকটি হত্যকাণ্ডের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আল কুরআনুল কারীমে বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰى ۭ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى-

www.pathagar.com

অর্থ : হে ঈমানদারগণ! নিহতগণের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাস (প্রতিশোধ গ্রহণের বিধান) ফরয করে দেয়া হল। স্বাধীনের পরিবর্তে স্বাধীন, দাসের পরিবর্তে দাস এবং নারীর পরিবর্তে নারী।

সূরা বাকারা ২, : আয়াত- ১৭৮

ভুক্তভোগির পরিবার যদি অভিযুক্তকে ক্ষমা করে দেয়, তাহলে শাস্তি প্রত্যাহার হতে পারে। অথবা ক্ষতিগ্রস্তের পরিবার যদি রক্তপণ গ্রহণ করতে রাজি হয়, তাহলেও শাস্তি রহিত হতে পারে। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে–

فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَ اَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَ رَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ-

অর্থ : কিন্তু কেউ যদি তার ভাই কর্তৃক কোন বিষয়ে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়, তাহলে যেন ন্যায় সঙ্গতভাবে (রক্তমূল্য) তাগাদা করে এবং (হত্যাকারী) সদ্ভাবে তা পরিশোধ করে। এটা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হালকা বিধান ও করুণা। এরপর যে কেউ সীমালঙ্ঘন করবে তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। সূরা বাকারা : আয়াত- ১৭৮

চুরি ও ডাকাতি :

চুরির শাস্তি হিসেবে আল্লাহ তায়ালা হাত কাটার বিধান নির্ধারণ করেছেন।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْٓا اَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

অর্থ : যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কর্মফলের শাস্তি হিসেবে, এ হল আল্লাহর পক্ষ থেকে দণ্ড। আল্লাহ মহাপ্রতাপশালী, মহাবিজ্ঞ। সূরা মায়িদা : আয়াত- ৩৮

হাত কেটে নেয়ার সিদ্ধান্ত কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত ও পরিস্থিতির ভিত্তিতে নিতে হবে।

www.pathagar.com

প্রথম : চুরিকৃত দ্রব্যের মূল্য একটা নির্দিষ্ট মূল্যের চেয়ে বেশি হতে হবে। অর্থাৎ এমন একটা সুনির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারিত হবে। যার ওপরে নির্ধারিত হবে চুরিকৃত দ্রব্যের মূল্যের পার্থক্য আসলে কত।

দ্বিতীয় : চুরিকৃত পণ্য যথাযথ নিরাপদে রাখা হয়েছিল কিনা দেখতে হবে।

তৃতীয় : সন্দেহের ভিত্তিতে অভিযোগ করা হলে, কিংবা ক্ষুধার তীব্রতায় চুরি করলে, অভিযুক্তের হাত কেটে নেয়ার বিধান কার্যকর হবে না। বরং এক্ষেত্রে অভিযুক্তের অভাব পূরণের দায়িত্ব রাষ্ট্রের কাঁধে বর্তাবে।

চুরি একটি মারাত্মক অপরাধ। বিনা শাস্তিতে চুরির অপরাধকে উপেক্ষা করলে একটা সময় পরে মারাত্মক সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। অর্থনৈতিক অরাজকতা অবশ্যম্ভবী হয়ে উঠবে। চৌর্যবৃত্তি এক সময় হত্যাকাণ্ডকে উৎসাহিত করবে। যখন কোনো চোর উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, চুরি করলে তাকে হাত কেটে নেয়া হতে পারে; তখন নিশ্চিতভাবেই সে অপরাধ সংঘটনে দ্বিধান্বিত হবে।

ব্যভিচার

অবিবাহিত নর-নারীর বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ প্রমাণিত হলে তাদের দোররা মারার বিধান নির্ধারিত করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ-

অর্থ : ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী–তাদের প্রত্যেককে এক শত কশাঘাত করবে, আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদেরকে প্রভাবান্বিত না করে, যদি তোমরা আল্লাহতে এবং পরকালে বিশ্বাসী হও; মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে। সূরা নূর : আয়াত- ২

www.pathagar.com

কিন্তু কোনো বিবাহিত নারী-পুরুষ যদি ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করতে হবে। কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হবার পরেই এ বিধান প্রযোজ্য ও কার্যকর হবে।

নিচে উল্লিখিত দু'টি কারণে কোনো বিবাহিত নর-নারীকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে।

এক : অভিযুক্ত নিজে অপরাধ স্বীকার করবে অথবা চারজন প্রত্যক্ষদর্শী স্বাক্ষী দেবে। কিন্তু অভিযুক্তকে স্বীকারোক্তি দিতে কোনো ধরনের হুমকি ও চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। প্রথমবার স্বীকারোক্তি দিলেই অভিযুক্তকে শাস্তির মুখোমুখি করা যাবে না। একই আদালতে চারবার স্বীকারোক্তি দেয়া, অথবা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চারবার অথবা আদালতের চার অধিবেশনে চারবার স্বীকারোক্তি দেয়ার পর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রয়োগ করা যেতে পারে। এমতাবস্থায়ও বিচারক অভিযুক্তকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে, তুমি কি শুধুমাত্র চুমো দিয়েছ, জড়িয়ে ধরেছ কিংবা বীর্যপাত ছাড়া আলিঙ্গন করেছে? অভিযোগ স্বীকারের পরও অভিযুক্তকে রাসূল ﷺ এমন প্রশ্ন করেছেন। মূলত এটি অভিযুক্তকে স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে নেয়ার দরজা খুলে রাখা।

দুই. দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চারজন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর সাক্ষী প্রয়োজন। এ চারজন সাক্ষীকে বাস্তব জীবনে অবশ্যই সৎ, নৈতিকতাসম্পন্ন, সত্যবাদী ও চরিত্রবান হতে হবে। চারজন সাক্ষীকে নিশ্চিত করে বলতে হবে যে, তারা অভিযুক্তদের যৌনক্রিয়ারত অবস্থায় দেখেছেন। অর্থাৎ চারজন সাক্ষী এ বলে সাক্ষী দেবেন যে, অভিযুক্ত পুরুষের লিঙ্গ অভিযুক্ত নারীর যোনীপথে প্রবেশ করতে দেখেছেন। এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়াটা খুবই দুর্লভ ও বিরল। এভাবে ব্যভিচাররত অবস্থায় কাউকে দেখা কেবলমাত্র তখনই সম্ভব, যখন অভিযুক্তরা প্রকাশ্যে, জনসম্মুখে সে অনৈতিক কাজ সম্পাদন করবে। এর অর্থ হচ্ছে অভিযুক্তরা প্রচলিত সামাজিক, কাঠামো, রীতিনীতি, সাধারণ শিষ্টাচার, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েই এ যৌনাচার করেছে। সূতরাং স্বাভাবিকভাবে এ জঘন্য অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তিই প্রত্যাশিত।

www.pathagar.com

যদিও সেক্যুলার সমাজব্যবস্থায় ব্যভিচারকে ব্যক্তিগত অধিকার ও ঐচ্ছিক বিষয় বলে উপেক্ষা করে। কিন্তু ইসলাম ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। ইসলাম ব্যভিচারকে সামাজিক অধিকারের লঙ্ঘন বলে বিবেচনা করে। বিশেষ করে পারিবারিক বন্ধন ও নারী অধিকার-সম্মানের ক্ষেত্রে এ ঘৃণ্য অপরাধ মারাত্মক বিশৃংখলা সৃষ্টি করে।

সামগ্রিকভাবে এটি সামাজিক মূলনীতি ও মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়। বিভিন্ন ধরনের যৌনরোগের বিস্তৃতি ঘটায়। নারীদের গর্ভপাতের দিকে উৎসাহিত করে। সমাজে পিতৃহীন অবৈধ সন্তানের সংখ্যা বেড়ে যায়। সন্তান তার পিতার পরিচয় দিতে পারে না। ফলশ্রুতিতে সন্তানের মানসে এক ভয়ংকর মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। উত্তরাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমস্যার তৈরি হয়। সন্তান তার নিকটাত্মীয়দের না চেনার কারণে কোনোভাবে তার বোন, ফুফুকেও বিয়ে করতে পারে। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, ব্যভিচার এমন এক অপরাধ যার ফলশ্রুতিতে নিরাপরাধ সন্তানও সারাজীবন মূল্য দিয়ে যায়, আত্মপরিচয় সংকটে ভোগে এবং সামগ্রিকভাবে সমাজ ও রাষ্ট্র বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়।

কুৎসা

কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা যিনা ও ব্যভিচারের অভিযোগ তোলা হলে, মিথ্যাচারের মাধ্যমে কুৎসা রটনাকারীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে বেত্রাঘাত করার বিধান কার্যকর হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন–

وَ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوْا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوْهُمْ ثَمٰنِيْنَ جَلْدَةً وَّ لَا تَقْبَلُوْا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا ۚ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ-

যারা সাধ্বী রমণীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে এবং চারজন সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি কশাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষী গ্রহণ করবে না; তারাই তো সত্যত্যাগী ।সূরা ২৪, নূর : আয়াত- ৪

www.pathagar.com

নিরাপরাধ ব্যক্তির সম্মান ও খ্যাতির সুরক্ষা দেয়াই এ বিধানের মূল উদ্দেশ্য। মিথ্যা অভিযোগের শাস্তি নিশ্চিত না করলে তা সমাজে প্রতিশোধ, ঘায়েল করার প্রবণতা বাড়াবে। একটা পর্যায়ে গিয়ে তা মারামারি, হত্যাকাণ্ডে পর্যন্ত পৌঁছবে। এ প্রবণতা সমাজব্যবস্থা থেকে উৎখাত করতে ইসলামী শরীয়াহ কুৎসা রটনাকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করতে হলে পর্যাপ্ত প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। অন্যথায় অভিযোগ উত্থাপনকারীই শাস্তির মুখোমুখি হবে। ইসলাম মিথ্যা অভিযোগকারীকে শুধুমাত্র বেত্রাঘাত করেই নিশ্চুপ থাকেনি। তার মিথ্যাবাদিতার চরিত্রকে সকলের কাছে উন্মোচিত করে ভবিষ্যতে তার দেয়া সাক্ষ্যকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। অবশ্য কুৎসা রটনাকারী যদি তওবা করে তার চরিত্রকে আমূল পরিবর্তন করে সবার বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে, তাহলে পরবর্তীতে তার দেয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে।

মাদকদ্রব্য

মানুষের জন্য আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সকল হালাল খাবার ও পানীয় গ্রহণের স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু সকল ধরনের মাদকদ্রব্য গ্রহণ নিষেধ করেছে। কেননা মাদকদ্রব্য শুধু শরীর-মন, পরিবারের ক্ষতিই করে না বরং বৃহৎ অর্থে সামাজিক বিশৃঙ্খলাও তৈরি করে। মাদকদ্রব্যকে 'সকল অপরাধের জননী' বলা হয়। কারণ মাদকদ্রব্য গ্রহণ মানুষকে অন্য অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। মাদক গ্রহণকারী ও পাচারকারীর বিরুদ্ধে ইসলাম প্রকাশ্য চাবুক দিয়ে আঘাতের শাস্তির বিধান নির্ধারণ করেছে। ইসলামের এ বিধানের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো মাদকদ্রব্যের মতো ক্ষতিকারক দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করার মাধ্যমে সম্পদ এবং শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের সুরক্ষা দেয়া। একজন অ্যালকোহলিক অথবা ড্রাগ আসক্ত মানুষ সমাজের অনুপযুক্ত ব্যক্তিতে পরিণত হয়। কর্মসংস্থানের অযোগ্য হয়ে পড়ে। একজন মাদকাসক্ত মাদক পাওয়ার স্বার্থে যে কোনো অনৈতিক (চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই) কাজ করতে পারে। মেডিকেল ও শ্রম বিশেষজ্ঞের মতে মাদকাসক্তির মাধ্যমে যে কোনো ধরনের মারাত্মক স্বাস্থ ঝুকি ও মহামারীর সৃষ্টি হতে পারে। মাদকগ্রহণের মাধ্যমে সম্পদ, অর্থ ও

www.pathagar.com

সময়ের অপচয় হয়। যেহেতু মাদক গ্রহণের মাধ্যমে মস্তিষ্কের সুস্থতা থাকে না, তখন মাদক গ্রহণকারী অপরাধী হয়ে উঠতে পারে। তাই ইসলাম মাদক গ্রহণকে মোটেই সহ্য করতে পারে না।

ওপরে বর্ণিত সকল শাস্তিই নিশ্চিত করা হয়, আইন মান্যকারী নাগরিকদের সম্মান, মর্যাদা ও অধিকারের সুরক্ষা দিতে। এ সকল শাস্তিই ইনসাফ ও আসমানী প্রজ্ঞার মাধ্যমে নির্ধারিত।

ইসলামী শরীয়ার একটি সাধারণ মূলনীতি হচ্ছে শাস্তি অবশ্যই অপরাধের আকার ও ধরনের সমানুপাতিক হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ-

অর্থ : মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও সংশোধন করে নেয়, তার বিনিময় আল্লাহর নিকট আছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিমদেরকে পছন্দ করেন না। সূরা ৪২, আশ শুরা : আয়াত- ৪০

এ ব্যাপারে আরো বলা হয়েছে–

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۗ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ-

অর্থ : যদি তোমরা শাস্তি দাও ই, তাহলে ঠিক ততখানি শাস্তি দেবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। তবে তোমরা ধৈর্যধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য তাই তো উত্তম। সূরা ১৬, নাহল : আয়াত- ১২৬

কৃত অপরাধের শাস্তি দেয়া ন্যায়ের দাবি। কিন্তু ইসলাম রক্তপণ, ক্ষমার বিনিময়ে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া কিংবা লঘু শাস্তির দরজা সর্বদাই খুলে রেখেছে। এ সংক্রান্ত একটি আয়াত আমরা উল্লেখ করতে চাই।

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ۙ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ ۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌ ۭ فَمَنْ

www.pathagar.com

تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهٗ ۭ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ-

অর্থ : আমি তাদের জন্য তাতে নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং জখমের বদলে অনুরূপ জখম (কিসাসস্বরূপ)। কিন্তু কেউ তা ক্ষমা করে দিলে তা তার (ক্ষমাকারীর) জন্য পাপের কাফফারা হবে। আর যারা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুযায়ী মীমাংসা করে না তারাই অত্যাচারী। সূরা ৫, মায়িদা : আয়াত- ৪৫

আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন ক্ষমা করাকে উৎসাহিত করেছেন।

وَ لَا يَاْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَ السَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْٓا اُولِي الْقُرْبٰى وَ الْمَسٰكِيْنَ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۖ وَ لْيَعْفُوْا وَ لْيَصْفَحُوْا ۭ اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থ : তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে তার আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা হিজরাত করেছে তাদেরকে কিছুই দেবে না; তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং তাদের দোষ-ত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।
সূরা ২৪, নূর : আয়াত- ২২

আরো বলা হয়েছে-

وَ جَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَ اَصْلَحَ فَاَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ ۭ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الظّٰلِمِيْنَ-

অর্থ : মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও সংশোধন করে নেয়, তার বিনিময় আল্লাহর কাছ রয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিমদেরকে পছন্দ করেন না। সূরা ৪২, শুরা : আয়াত- ৪০

www.pathagar.com

ইসলাম অপরাধীর প্রতি ইর্ষান্বিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে কোন শাস্তি আরোপ করতে চায় না। ইসলামের সকল শাস্তির বিধানের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবাধিকারের সুরক্ষা দেয়া এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে দীর্ঘ মেয়াদে সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। ইসলাম অপরাধীদের অপরাধ সংঘটনের পূর্বে একাধিকবার স্মরণ করে দিতে চায়- শেষ পরিণাম কিন্তু ভালো হবে না। যখন একজন অপরাধী উপলব্ধি করবে হত্যা করার অপরাধে তাকেও হত্যা করা হবে, চুরির অপরাধে হাত কাটা হবে, ব্যভিচারের অভিযোগে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হবে, যিনার অভিযোগে পাথর মেরে হত্যা করা হবে, কুৎসা রটালে চাবুকের আঘাত করা হবে, তখন সে অপরাধ সংঘটনের আগে কয়েকবার চিন্তা করবে। শাস্তির ভয় তাকে অপরাধ সংঘটনে বাঁধা দেবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰٓأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-

অর্থ : হে জ্ঞানবান লোকেরা! কিসাস (প্রতিশোধ) গ্রহণের মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন রয়েছে। যাতে তোমরা ভয় করতে পার। সূরা২, বাকারা : আয়াত- ১৭৯

ইসলামের শাস্তির বিধান খুবই নিষ্ঠুর-এ অভিযোগের জবাব দেয়া খুবই সহজ। এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, অপরাধ অবশ্যই সমাজের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। অপরাধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া এবং অপরাধীদের শাস্তির মুখোমুখি করার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। মতপার্থক্য শুধু সর্বোত্তম শাস্তি নির্ধারণ করার পদ্ধতি নিয়ে।

ঠিক এখানেই ইসলামী আইন ও মানব রচিত আইনের মধ্যে পার্থক্য। কেউ খুব গভীরভাবে ইসলামের শাস্তির বিধি-বিধান পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবে এগুলো ন্যায়সঙ্গত, সহজবোধ্য, সর্বজনীন, প্রয়োগিক ও যৌক্তিক। এ বিধানগুলো অপরাধীকে ঠিক সে যন্ত্রণাই ফিরে দিতে চায়, যা সে অপরাধের সময় ভুক্তভোগীকে দিয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা তাঁর সৃষ্ট মানুষকে সকলের চেয়ে ভালো জানেন এবং তিনিই অপরাধের যথার্থ শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। তিনিই জানেন কীভাবে অপরাধের মূলোৎপাটন করতে হবে। ন্যায়বিচার ভুক্তভোগির অধিকার।

www.pathagar.com

অপরাধীদের প্রতি কোমলতা যেন কখনো ভিকটিমের অধিকার হরন না করে। ক্যান্সার আক্রান্ত কোনো অঙ্গ প্রয়োজনে শরীর থেকে কেটে ফেলতে হয়। তা না হলে এক সময় পুরো শরীরেই ক্যান্সার ছড়িয়ে পরে। এটি স্মরণ রাখা দরকার যে মিডিয়া ইসলাম, ইসলামী সমাজব্যবস্থা ও শরীয়াহ আইন নিয়ে অবিরত প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে আসছে। এ প্রোপাগাণ্ডায় বিভ্রান্ত হয়ে অনেকেই ভেবে বসেন ইসলামের এ কঠোর শাস্তির মাধ্যমে প্রতিদিনই শত শত লোককে হত্যা করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখি? ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাব খুব নগণ্য সংখ্যক এ বিধান কার্যকর হয়েছে। ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা মানুষদের জীবনধারণের পদ্ধতিকেই পাল্টিয়ে দিয়েছে। এমনও হয়েছে যে পরকালে মুক্তির আশায় এ জীবনে নিজের কৃত অপরাধের শাস্তি পেতে আল্লাহ রাসূলের কাছে সাহাবীগণ বারবার ধরণা দিয়েছেন। আমরা দেখতে পাব মাত্র কয়েকটি শাস্তির বিধান কার্যকর করার পরে ইসলামী রাষ্ট্রে অপরাধের মাত্রা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল।

চতুর্থ ভুল ধারণা

"অনেকেই অভিযোগ করেন যে ধর্মত্যাগের ক্ষেত্রে ইসলামের শাস্তির বিধান মানবাধিকারের লঙ্ঘন। মানবাধিকার আধুনিক ধারণায় সকল মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। তারা অভিযোগ করেন যে ধর্মত্যাগের শাস্তির বিধান আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারার ২৫৬ আয়াতের (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ-দ্বীনের ব্যাপারে কোন বাড়াবাড়ি নেই) পরিপন্থি

ধর্মত্যাগের শাস্তির ব্যাপারে ভুলধারণার জবাব

শরীয়াহ্ মতে কেবলমাত্র সে লোকের ওপর ধর্মত্যাগের শাস্তির বিধান কার্যকর হবে, যিনি ইসলামকে জীবন পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু ইসলামের বিশ্বাস ও আইন-কানুনকে প্রত্যাখ্যান করেন। এমনিভাবে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ-

www.pathagar.com

অর্থ : তিন কারণ ছাড়া কোনো মুসলমানের রক্ত হালাল নয়। বিবাহিত ব্যভিচারী, হত্যার বদলা হত্যা এবং জামায়াত থেকে আলাদা দ্বীন গ্রহণকারী।' বুখারী- ৬৮৭৮, মুসলিম- ১৬৭৬

তিনি আরো বলেছেন যে, "যে ব্যক্তি তার দ্বীন (ইসলামকে) পরিবর্তন করবে তাকে তোমরা হত্যা কর।" সহীহ বুখারী

ইসলামকে জীবনাদর্শরূপে গ্রহণ করে প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে প্রোপাগাণ্ডা চালানো এবং সমগ্র মুসলিম জাতির মর্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করা। এ প্রত্যাখ্যান নতুন কাউকে ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে শুধু নিরুৎসাহিতই করবে না, বরং একই সাথে সমাজে অপরাধ প্রবণতার ও ধর্ম সমালোচনার পথকে উন্মুক্ত করে দেবে। ইসলাম প্রত্যাখ্যান করার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, সে ব্যক্তি শুধুমাত্র মজা করতে এসেছিল, জীবন পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়নি। অতএব এ প্রত্যাখ্যান ইসলামকে আক্রমণ এবং ইসলামের ভেতর থেকেই বিদ্রোহ করার প্রবণতা তৈরি করবে। ইসলামী শরীয়ত মতে কোনো ব্যক্তির অবিশ্বাসের ঘোষণা দেয়া এবং শরীয়তকে প্রত্যাখ্যান করা অগ্রহণযোগ্য। কারণ সে ব্যক্তি তার পবিত্র অঙ্গীকারকে কোনো মর্যাদা দিতে জানে না। একজন অবিশ্বাসী যে কখনো মুসলমান ছিল না, তার চেয়েও ধর্মত্যাগী মুসলমান মারাত্মক ক্ষতিকর ও জঘন্য প্রকৃতির। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ ازْدَادُوْا كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيْلًا-

অর্থ : নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও পরে কুফরী করে এবং আবার ঈমান আনে, আবার কুফরী করে; এরপর তাদের কুফরী প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না এবং তাদেরকে কোন পথও দেখাবেন না। সূরা নিসা : আয়াত- ১৩৭

ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে :

www.pathagar.com

প্রথম : ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারীকে হত্যা করার অর্থ হচ্ছে সে ব্যক্তি ইসলামের মৌল ভিত্তিকে লঙ্ঘন করে প্রকাশ্যে জনসম্মুখে নগ্নভাবে ইসলামের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে। এটি সুস্পষ্ট বিশ্বাসঘাতকতা ও ব্লাসফেমি অপরাধ। এর মাধ্যমে সে নৈতিকতা এবং সামাজিক নির্দেশের মূলে আঘাত করেছে। এ বিশ্বাসঘাতকতা ইসলামী বিপ্লবের রূপরেখাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে বিদ্রোহ উস্কে দিতে পারে। এ ধরনের অপরাধ যে কোন সমাজের জন্যই খুবই ভয়ংকর। এজন্য এটাকে বলা হয় "সর্বোচ্চ বিশ্বাসঘাতকতা (High Treason)"।

অভিযুক্ত ধর্মত্যাগীকে তিন দিন সময় দেয়া হবে। যেন সে পুনরায় ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসতে পারে। উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ইসলামী বিশেষজ্ঞ সে ধর্মত্যাগীর সাথে আলোচনায় বসবে এবং তাকে তার কৃত অপরাধের কথা ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝাবে। তাকে বুঝানো হবে যে তার এ অপরাধ নিজের হৃদয়ের বিরুদ্ধে, পরিবার, সমাজ, উম্মাহর বিরুদ্ধে। যথাসম্ভব ইসলাম নিয়ে তার ভ্রান্তি দূর করার চেষ্টা করা হবে। যদি সে এই তিন দিনের মধ্যে ইসলামের ছায়াতলে ফিরে আসে, তাহলে তাকে বিনা শাস্তিতে ফিরিয়ে নেয়া হবে। অন্যথায় তাকে হত্যা করা হবে। মূলত তার মতো নরাধমকে হত্যা করার মাধ্যমে সমাজের বাকি সদস্যদের একটা বড় বিপদ থেকে সুরক্ষা দেয়া হয়। কারণ সে ব্যক্তি বাকিদেরও ধর্মত্যাগের ব্যাপারে প্রচারণা চালাতো। বাকিরাও পথভ্রষ্ট হতে পারতো। যদি কোনো ব্যক্তি ধর্ম নিয়ে অবিশ্বাস গোপন রাখে, অন্যকে ধর্মত্যাগে প্রণোদনা না দেয় এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে ধর্মত্যাগ না করে, তাহলে তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাতে ছেড়ে দিতে হবে।

একমাত্র আল্লাহই জানেন কে বিশ্বাসী আর কে অবিশ্বাসী, কে তার প্রতি আন্তরিক আর কে ভণ্ড (Hypocrite)। মুসলিম কর্তৃপক্ষ কেবলমাত্র ব্যক্তির বাহ্যিক ঘোষণার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেবে এবং অন্তরের ব্যাপারটি আল্লাহর কাছে ছেড়ে দেবে।

দ্বিতীয় : ইসলাম গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যান করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। ইসলাম গ্রহণ করার আগে সময় নিয়ে ব্যাপকতর অধ্যয়ন-গবেষণা, পর্যালোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার। বুঝে শুনে পরিপূর্ণভাবে

www.pathagar.com

ইসলামে প্রবেশ করা দরকার। ইসলাম গ্রহণ করা অর্থই হচ্ছে আত্মসমর্পণ করা। আত্মসমর্পণ করার পরে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করলে তার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত অন্য কিছু হতে পারে না।

তৃতীয় : ইসলাম ধর্মত্যাগ করাকে ব্যক্তিগত ইস্যু বলে বিবেচনা করে না। বরং এটিকে পুরো কাঠামোর জন্য ক্ষতিকর মনে করে। এ ধর্মত্যাগ বড় ধরনের সামাজিক বিপর্যয়ের শুরু বলে বিবেচনা করা হয়। এটি স্পষ্ট সামাজিক বিদ্রোহের উস্কানির প্রথম পদক্ষেপ। ইসলাম এ নষ্টামি ও বিভ্রান্তিকে উপেক্ষা করতে পারে না।

চতুর্থ : ইসলামী শরীয়া নির্ধারিত ধর্মত্যাগের শাস্তি বর্তমান আধুনিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে মিলিয়ে নেয়া যেতে পারে। বর্তমানে কোনো বিদ্যমান সরকার উৎখাতের পরিকল্পনাকারী কিংবা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বানকারীকে শক্ত হাতে দমন করা হয়। সরকারের বিরুদ্ধাচরণকারীকে মৃত্যুদণ্ড, নির্বাসন, কারাবাস কিম্বা সম্পদ বাজেয়াপ্তের শাস্তির মুখোমুখি হতে হয়। অনেক সময় তার পরিবারবর্গ ও নিকটাত্মীয়কেও এজন্য মূল্য দিতে হয়। এখানে ইসলাম শুধুমাত্র ধর্মত্যাগীকেই (ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীকে) শাস্তির মুখোমুখি দাঁড় করায়। এক্ষেত্রে ইসলাম ও কখনোই সীমালঙ্ঘন পছন্দ করে না। স্মরণ রাখা ভালো যে, ধর্মত্যাগের শাস্তি কেবলমাত্র মুসলমান হওয়ার পরে কেউ ইসলাম অস্বীকার করলে তার ওপর প্রযোজ্য হবে। অমুসলিম কারো ওপর এ বিধান কার্যকর হবে না।

পঞ্চম ভুল ধারণা

"অনেকেই অভিযোগ করেন যে, একজন মুসলিম মহিলার ওপর অমুসলিম পুরুষকে বিয়ে করার নিষেধাজ্ঞা মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আবার একজন মুসলিম পুরুষের ওপরও মুশরিক (হিন্দু, বৌদ্ধ) মহিলাকে বিয়ে করার নিষেধাজ্ঞা আছে। ধর্মনিরপেক্ষ আইন অনুসারে প্রত্যেকেই তার ইচ্ছেমত যে কাউকে বিয়ে করার স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে। ইসলামের এই নিষেধাজ্ঞা মানবাধিকারের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।"

www.pathagar.com

অমুসলিমদের বিয়ে করার ব্যাপারে অভিযোগের জবাব :

অমুসলিম পুরুষকে বিয়ে করার নিষেধাজ্ঞার পেছনে ইসলামের যৌক্তিক ব্যাখ্যা রয়েছে। নিজের নিরাপত্তা, পারিবারিক মূল্যবোধের সুরক্ষা এবং পারিবারিক ঐক্যে ও দৃঢ়তার জন্যই এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। অধিকাংশ সেক্যুলার আইন যে কোনো ধরনের যৌন সম্পর্ককে অনুমোদন করে। শর্ত একটাই-যৌন সঙ্গীদের সাবালক হতে হবে। এমনকি সমকামীতাকে মেনে নিতেও আধুনিক আইনের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ইসলামে এ অবাধ যৌনাচারের কোনো সুযোগ নেই। কেবলমাত্র বিধিসম্মতভাবে নারী-পুরুষের পবিত্র বিয়ের সম্পর্কের মাধ্যমেই যৌন সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে। মনুষ্য জাতির নৈতিক সুরক্ষা, মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্যই ইসলামের এ নির্দেশনা। পারিবারিক বন্ধনের সুরক্ষা দিতে ইসলাম বদ্ধপরিকর। ইসলাম সম্ভাব্য দম্পতিদের বিয়ে করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিয়েছে। উপযুক্ত পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে পিতামাতার প্রতিও ইসলাম গুরু দায়িত্ব অর্পণ করেছে। সুখী জীবন-যাপন, ভবিষ্যৎ সাংসারিক সফলতা এবং উত্তরপুরুষদের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য বিয়ের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন এবং সঠিক পাত্র-পাত্রী নির্বাচনকে ইসলাম সবসময়ই উৎসাহিত করে। বিভিন্ন ধর্মভেদে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা আছে। এর পেছনে যৌক্তিক কারণও রয়েছে। নিচে তিনটি মৌলিক কারণের উল্লেখ করা হলো।

এক. একজন মুসলমান পুরুষকে মুশরিক, প্রতিমাপূজক, অথবা নাস্তিক মহিলাকে বিয়ে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ ইসলামী বিশ্বাস শিরক, পূজা ও ধর্মত্যাগ করাকে মোটেই বরদাশত করতে পারে না। ইসলাম এমন বিয়ে করাকে নিষেধ করে, যেখানে একজন স্বামী-স্ত্রী তার স্ত্রী/স্বামীর মৌলিক বিশ্বাসকে পছন্দ করবে না। এভাবে বিয়ে হলে পুরো পারিবারিক কাঠামোই বিতর্ক ও সন্দেহের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে। এ বিয়ের পরিণাম এক সময় বিবাহবিচ্ছেদের মুখোমুখি হয় এবং সে পরিবারের সন্তানদের তখন ভুক্তভোগী হতে হয়।

দুই. একজন মুসলিম পুরুষ খ্রিস্টান কিংবা ইহুদি নারীকে বিয়ে করতে পারে। কারণ ইসলাম মূসা আলাইহিস সালাম এবং ঈসা আলাইহিস সালাম-কে আল্লাহর রাসূল বলে

www.pathagar.com

স্বীকার করে। কিছু মৌলিক বিশ্বাসের পার্থক্য থাকলেও খ্রিস্টান ও ইহুদি নারীর সাথে সংসার করাকে ইসলাম অনুমোদন করে।

তিন. ইসলাম মুসলিম নারীকে অমুসলিম পুরুষকে বিয়ে করা নিষিদ্ধ করেছে। এমন কি খ্রিস্টান ও ইহুদি পুরুষকেও বিয়ে করা যাবে না। কারণ খ্রিস্টান ও ইহুদি জাতি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ ﷺ-কে রাসূল বলে স্বীকার করে না এবং তাঁর বাণী ও নির্দেশনা উপেক্ষা করে। প্রাকৃতিকভাবে এবং ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, পুরুষেরা মহিলাদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিস্তার করে। একজন অমুসলিম স্বামী তার শারীরিক শক্তি ও প্রভাবের সুযোগ গ্রহণ করে স্ত্রীর ইসলামী বিশ্বাসকে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করতে পারে। ইসলাম ও মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে কটূক্তি করতে পারে। এমন এক পরিবেশ তৈরি হতে পারে যেখানে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তীব্র ঘৃণা আর তিক্ততার সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিকভাবেই স্বামী-স্ত্রীর মাঝে তখন তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হবে। মুসলিম স্ত্রী তখন ঈমানের অগ্নী পরীক্ষার মুখোমুখি হবেন। স্ত্রী যদি জোরপূর্বক তার ইসলামী আকিদার ওপর দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকে, তখন অমুসলিম স্বামীর পক্ষ থেকে নিপীড়নের শিকার হতে পারেন। দুর্বল হবার কারণে মুসলিম স্ত্রী তখন নিজের ও তার সন্তানদের নিরাপত্তা সংকটে ভুগতে পারে। এসব ঘটনার স্বভাব পরিণতি তখন বিবাহবিচ্ছেদ। ইসলাম তাই অমুসলিম পুরুষদের বিবাহ করতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

৬ষ্ঠ ভুল ধারণা

"ইসলামের দাসপ্রথা ইসলাম বর্ণিত সাম্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারনার সাথে সাংঘর্ষিক। এটি মানবাধিকারে চরম লঙ্ঘন।"

দাসপ্রথা নিয়ে ভুল ধারণার জবাব :

মুসলমানদের মাঝে বিদ্যমান দাসপ্রথার বিভিন্ন মাত্রা রয়েছে যা অন্যান্য সামাজিক ব্যবস্থা থেকে ভিন্ন ধরনের। গ্রিক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা ও উপনিবেশবাদী ইউরোপিয়ান সভ্যতার দাসপ্রথা আর ইসলামের দাসপ্রথার অনুশীলনের মধ্যে বিস্তর ফারাক বিদ্যমান।

www.pathagar.com

প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম তৎকালীন সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে দাসপ্রথাকে মেনে নিয়েছিল। তখন দাসপ্রথা সমগ্র বিশ্বব্যাপীই প্রচলিত ছিল। দাস শ্রমের মাধ্যমে অনেক লোকের জীবিকা নির্বাহ হতো। শুধু ইসলামে নয় আগের অন্যান্য ধর্মেও দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। যেমন বাইবেলে উল্লেখ আছে :

"যখন তোমরা কোন শহর আক্রমণ করতে যাবে, তখন প্রথমে সেখানকার লোকদের শান্তির আবেদন জানাবে। যদি তারা তোমাদের প্রস্তাব স্বীকার করে এবং দরজা খুলে দেয়, তাহলে সেই শহরের সমস্ত লোকরা তোমাদের ক্রীতদাসে পরিণত হবে এবং তোমাদের জন্য কাজ করতে বাধ্য হবে। কিন্তু যদি শহরের লোকরা তোমাদের শান্তির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসে তাহলে তোমরা অবশ্যই শহরটিকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবে এবং যখন শহরটিকে অধিগ্রহণ করতে প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের সাহায্য করবেন, তখন তোমরা অবশ্যই সেখানকার সমস্ত পুরুষদের হত্যা করবে। কিন্তু তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য স্ত্রীলোকদের, শিশুদের, গরু এবং শহরের যাবতীয় জিনিস নিতে পার। তোমরা এই সমস্ত জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পার। প্রভু তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের এ জিনিসগুলো দিয়েছেন। তোমাদের থেকে অনেক দূরের সমস্ত শহরগুলোর প্রতি তোমরা এ কাজ করবে - তোমরা যে দেশে বাস কর সেখানকার শহরগুলো বাদ দেবে। কিন্তু প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, তোমাদের যে দেশ দিচ্ছেন তোমরা যখন সেই দেশের শহরগুলো অধিগ্রহণ করবে, তখন সেখানে শ্বাস নেয়া এমন কাউকে জীবিত রাখবে না। তোমরা অবশ্যই প্রভুর আদেশ অনুসারে হিত্তীয়, ইমোরীয়, কনানীয় পরিষীয়, হিব্বীয় এবং য়িবুষীয়দের পুরোপুরি ধ্বংস করবে। ডিওটোরনমি (দ্বিতীয় বিবরণ) ২০:১০-১৭

ইহুদি আইন মতে মনিব তার দাসকে মেরে ফেলতেও পারে।

যদি কোন ব্যক্তি একটি লাঠি দিয়ে তার দাস বা তার দাসীকে আঘাত করে আর সে (দাস) তার (মনিব) হাতে মরে; তিনি নিশ্চয় তখন দণ্ডিত হবেন। কিন্তু দাস/দাসী (আঘাত পাওয়ার পর) এক বা দুই দিন বেঁচে থাকে, তাহলে তিনি শাস্তি প্রাপ্ত হবেন নাঃ কারণ সে দাস-দাসী তার সম্পত্তি। কিং জেমস ভার্সন এক্সোডাস ২১: ২০-২১

www.pathagar.com

বাইবেলের কোথাও দাসপ্রথার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি। বাইবেল অনুসারী অনেকেই দাসপ্রথার পক্ষে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়েছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জেফারসন ডেভিস বলেছেন–

"দাসত্ব সর্বশক্তিমান স্রষ্টার নির্দেশ জারির মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি বাইবেল ও টেস্টামেন্ট অনুমোদিত বিষয়। দাসত্ব সকল সময়েই বিদ্যমান ছিল এবং সকল সভ্যতায় খুঁজে পাওয়া গেছে।"

বিশ্ব বাস্তবতার বিবেচনায় ইসলাম সমাজ থেকে দাসপ্রথা নির্মূলে একটি দীর্ঘমেয়াদী ও ক্রমাগত পরিকল্পনা অনুসরণ করেছিল। দাসত্বের সাথে সম্পর্কিত সবকিছুকে হঠাৎ বন্ধ করে দেয়ার জন্য আমরা সরাসরি কোন নির্দেশনা খুঁজে পাব না। কিন্তু প্রজ্ঞার সাথে দাসত্বের উৎসগুলোকে ক্রমান্বয়ে বন্ধ করে দিয়ে একটা পর্যায়ে গিয়ে তার মূলোৎপাটন করাই হচ্ছে ইসলামের পলিসি। ইসলাম দাসমুক্তিকে সর্বোচ্চ উৎসাহিত করে। উপরন্ত ইসলাম দাসদের সাথে ইনসাফ ও সম্মানজনক আচরণ নিশ্চিত করার জন্য শক্ত নীতিমালা প্রণয়ন করেছিল এবং তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অর্জনের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। প্রথম পর্যায়ে ইসলাম দাসদের আত্মিক ও মানসিকভাবে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। তাদের নিজেদের শক্তিশালী, সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান এবং সক্ষমতার বোধ জাগিয়ে তোলার নির্দেশনা দেয়া হয়েছিল। নিজের দুর্বল ও নিকৃষ্ট ভাবার হীনমন্যতা থেকে দূরে থাকার আহ্বান জানানো হয়েছিল।

মনিব ও মালিকদের তাদের দাসদের ভাই বলে সম্বোধন করা নির্দেশনা দেয়ার মধ্য দিয়ে ইসলাম দাসদের হৃদয় ও মনে মানবিক অনুভূতি ও আত্মমর্যাদার অনুভূতিকে জাগিয়ে দিয়েছিল। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন-

'এরা (শ্রমিকরা) তোমাদের ভাই, আল্লাহ এদের তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তির ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন, তার উচিত সে যা খাবে তাকেও তা খাওয়াবে, সে যা পরবে তাকেও তা পরাবে, আর যে কাজ তার পক্ষে সম্ভব নয়, সে কাজের জন্য তাকে চাপিয়ে দেবে না। আর যদি চাপিয়ে দেয় তাতে নিজেও তাকে সাহায্য করবে।' আহমদ- ১৬৮, আবু দাউদ- ৩৩৭

www.pathagar.com

ইসলামই প্রথম দাসদের অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়েছিল। কুরআন ও সুন্নাহ মুসলমানদের তাদের পুরুষ ও মহিলা চাকরদের সাথে দয়ালু ও উত্তম আচরণের নির্দেশনা দেয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন-

وَ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ لَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرْبٰى وَ الْيَتٰمٰى وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَ الْجَارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْۢبِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ۙ وَ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرَا-

অর্থ : তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে ও কোন কিছুকে তাঁর শরীক করবে না; এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, মুসাফির ও তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে। সূরা ৪, নিসা : আয়াত- ৩৬

রাসূল ﷺ অন্তিম অবস্থাতেও দাসদের নিয়ে উম্মাহকে নসিহত করেছেন। ইসলামী শিক্ষা অনুসারে দাসত্ব কেবলমাত্র শারীরিকভাবে সীমাবদ্ধ। কোন দাসকে জোরপূর্বক তার মনিবের ধর্মে ধর্মান্তরিত করার কোন সুযোগ নেই। একজন দাসের তার নিজস্ব বিশ্বাস অনুসরণ করার অধিকার আছে। শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড তাকওয়া ও ধার্মিকতা নির্ধারণ করে দিয়ে ইসলাম সমতার এক অসাধারণ ও অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। আল্লাহর রাসূল তাঁর বোন জয়নব বিনতে জাহাশের সাথে তার মুক্ত করা গোলাম যায়েদ বিন হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে ইসলামে দাস ও মনীবের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও একতার দৃঢ় বন্ধনের মানবিক দৃষ্টান্ত পেশ করেছিলেন।

সমাজে সন্দেহ ও বিশৃংখলা পরিহার করতে ইসলাম দুটি প্রধান পদ্ধতিতে সমাজ থেকে দাসপ্রথার মূলোচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। এ দুটি পদ্ধতিই কোন শত্রুতা তৈরি করতে দেয়নি, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার

www.pathagar.com

মানুষদের মধ্যে ঘৃণার সম্পর্ক হতে দেয়নি এবং বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়নি।

প্রথম পদ্ধতি :

দাসত্বের উৎসগুলোকে সীমাবদ্ধ ও নির্মূল করে দেয়া। ইসলামের ইতিহাসের একটা পর্যায়ে এ উৎসগুলো ব্যাপক বিস্তৃত ছিল। ইসলামের পূর্বে দাসপ্রথার উৎসের পরিধি অনেক বেশি বিস্তৃত ছিল। যুদ্ধ বিগ্রহের পরে পরাজিত সৈনিকেরা গ্রেফতার হতো এবং পর্যায়ক্রমিক ক্রীতদাসে পরিণত হতে বাধ্য হতো। জলদস্যুতা, অপহরণ ও মানব পাচার দাসপ্রথার অন্যতম উৎস ছিল। পাচারকৃত মানুষকে বাজারে দাস হিসেবে বিক্রয় করা হতো। যখন একজন মানুষ কারও কাছে অর্থনৈতিকভাবে ঋণী হয়ে পড়তো, তখন সে দেনাদারের গোলাম হয়ে যেত। দরিদ্র পিতামাতা তাদের সন্তানকে দাস হিসেবে বিক্রয় করে দিত। নির্দিষ্ট পারিশ্রমিকের বিনিময়ে একজন মানুষ নিজের স্বাধীনতাকে বিক্রি করে দিতে পারতো। অনেক অপরাধের শাস্তি ছিল অভিযুক্তকে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে দেয়া। অপরাধী ব্যক্তি ভূক্তভোগি/তার পরিবার/তার উত্তরাধিকারীর গোলাম হতে পারতো। 'দাসদের সন্তান দাস'- দাসত্বের আরেকটি উৎস ছিল।

ইসলাম দুটি আইনসম্মত উৎস ছাড়া এসব সকল উৎসকে বন্ধ করে দিয়েছিল। এ দু'টি উৎস সময়ের বিবেচনায় যৌক্তিক ছিল। কারণ :

১. মুসলিম শাসক কর্তৃক বিধিসম্মতভাবে ঘোষিত যুদ্ধের যুদ্ধবন্দী

স্বরণ রাখা দরকার যে, সকল যুদ্ধবন্দীই দাস বলে ঘোষিত হবে। কিছু বন্দী মুক্তি পাবে, কিছু বন্দি মুক্তিপণ দিয়ে মুক্তি পাবে। পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে।

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَ

www.pathagar.com

لٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ-

অর্থ : তাই যখন তোমরা কাফিরদের মুখোমুখি হবে তখন (তাদের) গর্দানে আঘাত করাই (প্রথম কাজ) যখন তোমরা তাদেরকে সম্পূর্ণ পরাজিত করে ফেলবে তখন (বন্দীদেরকে) শক্ত করে বাঁধবে। যুদ্ধ সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার পর তোমরা ইচ্ছা করলে বন্দীদের প্রতি দয়া করবে বা ফিদিয়া নিয়ে ছেড়ে দেবে– এটাই তোমাদের করার মতো কাজ। আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিজেই তাদেরকে দমন করতে পারতেন; কিন্তু তিনি তোমাদের একের দ্বারা অপরকে পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ তাদের আমলকে কখনো বিফল করবেন না। সূরা ৪৭, মুহাম্মদ : আয়াত- ৪

তৎকালীন ইসলাম বিরোধী শক্তি তাদের সামর্থের সম্ভাব্য সবটুকু দিয়ে ইসলামের অগ্রগতি ও সম্প্রসারণ থামিয়ে দিতে চেয়েছিল। তারা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতো। তখন অমুসলিমরা যুদ্ধবন্দী মুসলমানদের সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করতো। ফলশ্রুতিতে মুসলমানরাও বাধ্য হয়ে অমুসলিম যুদ্ধবন্দীদের আটক রাখতো। যেন দরকষাকষি করে মুসলমান যুদ্ধবন্দীদের ছাড়ানো যায়।

২. দুজন দাস পিতামাতার গর্ভে জন্ম নেয়া সন্তান দাস

পিতা ও মাতা উভয়েই দাস হলে, তাদের গর্বে জন্মানো সন্তানও প্রাথমিকভাবে দাস বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু যদি মনিব কোন দাসীকে আইনগতভাবে উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে এ যৌন সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে জন্ম নেয়া সন্তান মুক্ত হিসেবে বিবেচিত হবে। সে সন্তান তার মুক্ত পিতার বংশের অন্তর্ভুক্ত হবে।

এমতাবস্থায় সে দাসী জন্ম দেয়া সন্তানের মা বলে বিবেচিত হবে। তখন সে দাসীকে আর কোথাও বিক্রয় করা যাবে না, উপহারস্বরূপ অন্যকে দেয়া যাবে না এবং মনিবের মৃত্যুর পরে অবশ্যই তাকে মুক্ত করে দিতে হবে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় পদ্ধতি

দাসপ্রথা নির্মূল করার দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে দাসমুক্তিকে উৎসাহিত করা এবং দাসমুক্তির পথকে প্রশস্ত করা। সত্যিকারার্থে বলতে কি কেবলমাত্র মনিবের সদিচ্ছাই দাসমুক্তির বড় উপায়। ইসলাম আগমনের পূর্বে একজন দাসকে পুরো জীবনই দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ থাকতে হতো। এমনকি কোন মনিব দয়া পরবশ হয়ে তার দাসকে মুক্ত করে দিলে তাকে জরিমানা গুনতে হতো। ইসলামই সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীর কাছে দাসত্ব থেকে আত্মমুক্তির ধারণাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল যেখানে মনিবকে নির্দিষ্ট মূল্য পরিশোধ করে নিজের স্বাধীনতাকে ক্রয় করা যেত। মনিবকে যে কোন সময় কোন বাঁধা-বিপত্তি ও আর্থিক জরিমানা ছাড়াই দাসকে মুক্ত করে দেয়ার অধিকার দেয়া হয়েছে।

নিচে দাস মুক্ত করার কিছু কারণ ও উপায় উল্লেখ করা হলো

এখন আমরা কিছু উপায় উল্লেখ করবো যেখানে ইসলাম দাসপ্রথার উচ্ছেদের উদ্দ্যোগ নিয়েছে।

১. পাপের প্রায়শ্চিত (কাফফারা)

ভুলক্রমে কাউকে হত্যা করলে কাফফারা হিসেবে একজন ঈমানদার, বিশ্বস্ত মুসলিম গোলামকে মুক্ত করে দিতে হবে। একই সাথে ভূক্তভোগী পরিবারকে রক্তপণ দিতে হবে। কুরআনের নিম্নের আয়াত থেকে আমরা এ নির্দেশনা পাই :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَـًٔا ۚ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا
فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَّ دِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖٓ اِلَّآ اَنْ يَّصَّدَّقُوْا ؕ
فَاِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ؕ وَ
اِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ اِلٰٓى اَهْلِهٖ
وَ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ ۙ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا-

www.pathagar.com

অর্থ : কোন মু'মিনকে হত্যা করা কোন মুমিনের কাজ নয়, কিন্তু ভুলবশত করলে তা স্বতন্ত্র; এবং কেউ কোন মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করলে এক মুমিন দাস মুক্ত করা এবং তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ করা বিধেয়, কিন্তু যদি তারা ক্ষমা করে দেয় তাহলে স্বতন্ত্র ব্যাপার। যদি সে তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং মুমিন হয় তবে এক মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয়। আর যদি সে এমন এক সম্প্রদায়ভুক্ত হয় যার সাথে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ তাহলে তার পরিজনবর্গকে রক্তপণ অর্পণ এবং মুমিন দাস মুক্ত করা বিধেয়, এবং যে এটা করতে পারবে না সে ধারাবাহিকভাবে দুই মাস সিয়াম পালন করবে। তাওবার জন্য এটা আল্লাহর ব্যবস্থা এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাসম্পন্ন। সূরা ৪, নিসা : আয়াত- ৯২

২. যিহারের কাফফারা

ইসলামী পরিভাষায় 'যিহার' এক ধরনের কসম কাটা যেখানে একজন পুরুষ স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে বলে তোমাকে স্পর্শ করা আমার জন্য হারাম- তুমি দেখতে আমার মায়ের মত"। যিহার থেকে পরিত্রাণ পেতে গোলাম মুক্ত করে দেয়ার বিধান আছে। কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে :

وَ الَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ؕ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ-

অর্থ : আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, পরে তারা পরিত্যাগ করতে চায় যা তারা বলেছে, তাদের দায়িত্ব একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি গোলাম মুক্ত করে দেয়া। এ আদেশ দিয়ে তোমাদেরকে নসীহত করা যাচ্ছে। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। সূরা ৫৮, মুজাদালা : আয়াত- ৩

www.pathagar.com

৩. কসম ভেঙ্গে ফেলার কাফফারা

কেউ কসম করে তা ভেঙ্গে ফেললে- কাফফারা হিসেবে গোলাম মুক্ত করে দিতে হবে।

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَ لٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۭ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۭ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۭ وَ احْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۭ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ-

অর্থ : তোমাদের অনর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে দায়ী করবেন না, কিন্তু যেসব শপথ তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে কর তার জন্য তিনি তোমাদেরকে দায়ী করবেন। এরপর এর কাফফারা দশজন দরিদ্রকে মধ্যম মানের খাদ্য দান, যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে খেতে দাও, অথবা তাদেরকে পোশাক দান কর, কিংবা একজন দাস মুক্তি এবং যার সামর্থ নেই তার জন্য তিনদিন সিয়াম পালন। তোমরা শপথ করলে এটাই তোমাদের শপথের কাফফারা, তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা কর। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বিধানসমূহ বিস্তারিতভাবে বলে দেন যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।

সূরা ৫, মায়েদা : আয়াত- ৮৯

৪. রমযানে রোযা ভঙ্গের কাফফারা

রমযান মাসে কোন ব্যক্তি রোযা ভঙ্গ করলে তার কাফফারা স্বরূপ দাস মুক্ত করে দেয়ার বিধান আছে। একটি হাদীসের মাধ্যমে আমরা এর প্রমাণ পাই।

www.pathagar.com

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، قَالَ: اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ، قَالَ: وَمَا اَهْلَكَكَ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَاَتِيْ فِيْ رَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ: لَا اَجِدُ، قَالَ: صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ: لَا اُطِيْقُ، قَالَ: اَطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا-

অর্থ : আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলে, আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন, তোমাকে কে ধ্বংস করেছে? সাহাবী বলেন, রমযানে আমি আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, তাহলে এর বদলে একটি গোলাম আযাদ কর। সাহাবী বলেন, আমি এতে সক্ষম নই। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাহলে লাগাতার দুই মাস রোযা রাখ। সাহাবী বলেন, আমি এতেও সক্ষম নই। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তাহলে তুমি ৬০ জন মিসকিনকে খানা খাওয়াও।

মুসনাদে আহমদ-৬৯৪৪

যে ব্যক্তির পাপের কারণে দাস মুক্ত করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে এবং তিনি আর্থিকভাবেও সক্ষম, কিন্তু নিজের কোনো গোলাম নেই, তখন তাকে একজন গোলাম অন্যের কাছ থেকে ক্রয় করে মুক্ত করে দিতে হবে।

৫. দাস মুক্ত করে দেয়া আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় আমল হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন–

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ- وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ- فَكُّ رَقَبَةٍ-

অর্থ : কিন্তু সে দুর্গম গিরি পথে প্রবেশ করে না। তুমি কী জান যে, দুর্গম গিরি পথটি কি? এটা হচ্ছেঃ কোন দাসকে মুক্ত করা।

সূরা বালাদ : আয়াত- ১১-১৩

www.pathagar.com

আল্লাহর রাসূল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে মানুষদের দাস মুক্ত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً اَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ اِرْبٍ مِنْهَا اِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتَّى لَيُعْتِقُ الْيَدَ بِالْيَدِ وَالرِّجْلَ بِالرِّجْلِ وَالْفَرْجَ بِالْفَرْجِ-

অর্থ : যে ব্যক্তি একজন মুমিন গোলামকে আযাদ করবে, আল্লাহ তা'আলা সেই গোলামের প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে জাহান্নামের আগুন থেকে তার প্রতিটি অঙ্গকে মুক্ত করবেন; এমন কি তিনি হাতের বিনিময়ে হাত, পায়ের বিনিময়ে পা এবং গুপ্তাঙ্গের বিনিময়ে গুপ্তাঙ্গকে মুক্ত করবেন ...। মুসনাদে আহমদ- ৯৪৫৫

আল্লাহর রাসূল ﷺ আরো বর্ণনা করেছেন যে :

"তোমরা রোগীকে বা অসুস্থকে দেখতে যাও, ক্ষুধার্তকে খাদ্য খাওয়াও এবং বন্দীদেরকে মুক্ত করো।" বুখারীঃ ৩০৪৬, ৫৬৪৯

৬. উইলের মাধ্যমে দাসমুক্তি

দাসমুক্তির আরেকটি উপায় হলো উইল। মনিবের মৃত্যুর পরে দাসমুক্তির উইল। এ উইল লিখিতভাবে মৌখিকভাবে অথবা অন্য কোনভাবে ঘোষিত হতে পারে। মনিব যে কোনভাবেই যদি ঘোষণা দেয় যে, "আমার মৃত্যুর পর অমুক দাস মুক্ত হয়ে যাবে" তাহলে সে মনিবের মৃত্যুর সাথে সাথে সে দাস মুক্ত হয়ে যাবে। সতর্কতামূলক বিবেচনায় এ ঘোষণা দেয়ার পর ইসলাম সে দাসকে বেঁচে দেয়া ও অন্যত্র পাঠানোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যদি কোন দাসীর জন্য এই ঘোষণা দেয়া হয় এবং মনিব সে দাসীকে উপপত্নী হিসেবে গ্রহণ করে, তাহলে এ সম্পর্কের ফলশ্রুতিতে যে সন্তান জন্ম নেবে, সেও মুক্ত সন্তান হিসেবে বিবেচিত হবে। ঠিক আগের মতোই, এ দাসীকেও তৃতীয় কোন পক্ষের কাছে বিক্রয়/ হস্তান্তর করা যাবে না।

www.pathagar.com

৭. যাকাতের অন্যতম খাত হলো দাসমুক্তি

দাসমুক্তির গুরুত্ব বিবেচনা করে ইসলাম যাকাতের অন্যতম খাত হিসেবে দাসমুক্তিকে স্বীকৃতি দিয়েছে।

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِي الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ-

অর্থ : সদকা তো কেবল নিঃস্ব, অভাবগ্রস্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের জন্য, যাদের চিত্ত আকর্ষণ করা হয় তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণ ভারাক্রান্তদের, আল্লাহর পথে ও মুসাফিরদের জন্য। এটা আল্লাহর বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। সূরা ৯, তাওবা : আয়াত- ৬০

৮. দাসের মুখমণ্ডলে অযৌক্তিকভাবে প্রহার ও চড়-চাপড়ের ক্ষতিপূরণ:

মনিব অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে দাসের মুখমণ্ডলে প্রহার কিংবা চড়-চাপড় মারলে, ইসলামের ঘোষণা হচ্ছে ঐ দাসকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে মুক্ত করে দিতে হবে। নিম্নোক্ত হাদীস এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য।

ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি বিনা দোষে তার গোলামকে শাস্তি দেয় অথবা চপেটাঘাত করে তবে এর কাফফারা হল সে যেন তাকে আযাদ করে দেয়।

আবু দাউদ- ৫১৭০

৯. দাস কর্তৃক চুক্তিভিত্তিক মুক্তি

এই পরিস্থিতির উদ্ভব ঠিক তখনই হয়, যখন দাস নির্দিষ্ট মূল্যের বিনিময়ে নিজের স্বাধীনতা কিনে নেয়ার জন্য মনিবকে প্রস্তাব দেয় এবং উভয়ে সম্মত হয়। যখন কোন দাস তার মনিবকে এ ধরনের চুক্তি করার অনুরোধ করে, তখন মনিবের এই অনুরোধ মঞ্জুর করা আবশ্যক দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় মনিবের সাথে চুক্তিকৃত

www.pathagar.com

অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঐ দাস ব্যক্তিগত ব্যবসা, ক্রয়-বিক্রয় ও কাজের স্বাধীনতা লাভ করে। এমন কি ঐ মনিবের কাজ করলেও তাকে নির্দিষ্ট মূল্য পরিশোধ করতে হবে। ইসলাম সমাজের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের এই পরিস্থিতিতে মুক্তি প্রত্যাশী দাসদের আর্থিক অনুদান ও সাহায্য করার আহ্বান জানিয়েছে। এমনকি মনিবকেও চুক্তিকৃত অর্থের উপর ছাড় দিতে অথবা সহজ উপায়ে চুক্তির অর্থ পরিশোধের সুযোগ দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে আমরা এই নির্দেশনা পাই :

وَ لْيَسْتَعْفِفِ الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُغْنِيَهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَ الَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا وَّ اٰتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِيْٓ اٰتٰىكُمْ وَ لَا تُكْرِهُوْا فَتَيٰتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ اِنْ اَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوْا عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ مَنْ يُّكْرِهْهُّنَّ فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْۢ بَعْدِ اِكْرَاهِهِنَّ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ-

অর্থ : যাদের বিবাহের সামর্থ্য নেই, আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহে অভাবমুক্ত না করা পর্যন্ত তারা যেন সংযম অবলম্বন করে এবং তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে কেউ তার মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি চাইলে, তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হও, যদি তোমরা তাদের মধ্যে মঙ্গলের সন্ধান পাও। আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা হতে তোমরা তাদেরকে দান করবে। তোমাদের দাসিগণ, সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের ধন-লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারিণী হতে বাধ্য কর না, আর যে তাদেরকে বাধ্য করে, তবে তাদের উপর জবরদস্তির পর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। সূরা ২৪, নূর : আয়াত- ৩৩

www.pathagar.com

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, ইসলাম দাসপ্রথাকে বৈধতা দেয় নি এবং উৎসাহিতও করেনি। বরং এমন কিছু আইন ও নীতিমালা করে যা উল্লেখযোগ্য ও ফলপ্রসূভাবে দাসত্বকে সমাজ থেকে উপড়ে ফেলেছে।

www.pathagar.com

উপসংহার

উপসংহারে আমরা সাম্প্রতিক এক ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। সৌদি রাজতন্ত্রের বিচার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ১৯৮২ সালে (১৩৯২ হিজরী) তিনটি সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়েছিল। তৎকালীন সৌদি বিচার বিষয়ক মন্ত্রী, প্রখ্যাত বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের সাথে চারজন ইউরোপীয় ধর্ম বিশেষজ্ঞও ঐ তিনটি সিম্পোজিয়ামে উপস্থিত ছিলেন। চারজন হলেন : আয়ারল্যান্ডের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী, ইউরোপিয়ান আইন কমিটির সেক্রেটারী, প্রাচ্য ও ইসলামিক ষ্টাডিজের জনপ্রিয় এক অধ্যাপক, আইন বিষয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ও ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত মানবাধিকার বিষয়ক ম্যাগাজিনের পরিচালক।

মুসলিম বিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত ডেলিগেটদের সামনে ইসলামের জীবন ব্যবস্থার ব্যাখ্যা তুলে ধরেছিলেন। অন্যান্য মতবাদের তুলনায় ইসলামের সৌন্দর্য ও যৌক্তিকতাকে চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। ইসলামের মূলনীতি ও শরীয়া আইন বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ উপস্থাপিত হয়েছিল। নিরপরাধ মানুষ ও সমাজের বিরুদ্ধে সংঘঠিত মারাত্মক সব অপরাধের শাস্তি হিসাবে ইসলাম ঘোষিত শারীরিক শাস্তির গুরুত্ব, উপকারিতা ও কার্যকারীতা সেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

তারা বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ইসলামের সর্বোচ্চ শাস্তির বিধান দীর্ঘ মেয়াদে সমাজে শান্তি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার জন্য যৌক্তিক ও অপরিহার্য উপাদান। ইউরোপিয়ান ডেলিগেটেরা এসব ব্যাখা শুনে আশ্চার্যান্বিত হয়েছিলেন এবং সত্য জেনে ইসলামের মানবাধিকার ঘোষণার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসা করতে বাধ্য

www.pathagar.com

হয়েছিলেন। ইউরোপিয়ান ডেলিগেশন প্রধান মি. ম্যাকব্রিড মঞ্চে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করেছিলেন–

"From this place and from this islamic country, the human rights must be declared and announced to people all over the world and not from any other country. Muslim scholars mast declare these unknown human rights to the international community, In fact, due to the ignorance about there human rights and lack of proper knowledge about them, the reputation of islam and the islamic rulliny and governing is distorted in the eyes of the rest of the world

'অবশ্যই এই স্থান, এই ইসলামী দেশ থেকেই মানবাধিকারের ঘোষণা দিতে হবে এবং সারা পৃথিবীর কাছে তা প্রচার করতে হবে। অন্য কোনো দেশ থেকে নয়। মুসলমান বিশেষজ্ঞদের আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে এই অপরিচিত মানবাধিকার তুলে ধরতে হবে। এসব মানবাধিকার বিষয়ে অজ্ঞতা এবং যথার্থ জ্ঞানের অভাবে পৃথিবীর অন্যান্যদের চোখে ইসলাম, ইসলামী বিধান ও শাষনব্যবস্থার সুনাম বিকৃতভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে।

এই বইটি ইসলামের মানবাধিকার বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত মাত্র। আমি প্রত্যাশা করছি এই আলোচনা ইসলাম ও মানবাধিকার নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার বহুমুখী পথ উন্মোচন করবে। ইসলামের মানবাধিকারের সত্য ও সৌন্দর্য উদঘাটনে এই বই অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে। খুবই সচেতন ভাবে ইসলামকে বিকৃত করার অপচেষ্টা করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ইসলামের মূলনীতিগুলোকে ভূলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। বিশেষ করে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী, উম্মুক্ত আধুনিকতার ধ্বজাধারী মুসলিম এবং ইসলাম বিরোধী শক্তি সম্মিলিতভাবে

www.pathagar.com

ইসলামের মানবাধিকার ইস্যুর গায়ে কালিমা লেপন করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

আমি সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে পূর্ব ধারনা বাদ দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও শক্তিশালী কোন মাধ্যম দিয়ে ইসলামকে জীবনের পথ নির্দেশিকা হিসাবে অন্বেষন করার অনুরোধ করছি। যারা ইসলাসকে জীবন পদ্ধতি হিসেবে জানতে আগ্রহী তাদের সর্বাত্মক সহযোগীতা করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

ইসলামের সুমহান আদর্শের দিকে আহ্বান করার উদ্দেশ্য হতে হবে ইহকালে ও পরকালে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তোষ অর্জন। ব্যক্তিগত কোন স্বার্থ যেন এর পিছনে কাজ না করে। আল্লাহর পথে জিহাদের কারন উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন-

'মানুষদের অন্যান্য মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে এবং অন্যান্য ধর্মের অবিচার রুখে দিতেই আমি এসেছি। তাদেরকে ইসলামের সুবিচারের দিকে টেনে নাও।'

একজন মুসলমান হিসাবে আমরা বিশ্বাস করি আখিরাতের জীবনে শুধুমাত্র দু'টি আবাসস্থল থাকবে। চিরসুখের জান্নাত এবং চিরদুঃখের জাহান্নাম। দুনিয়ার জীবনে আল্লাহর আনুগত্যকারীদের পুরস্কারই জান্নাত। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَ مَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَ هُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ-

অর্থ : আর যে কেউ ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা তালাশ করবে তার কাছ থেকে কিছুই কবূল করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

সূরা ৩, আলে ইমরান : আয়াত- ৮৫

www.pathagar.com

আরো বলা হয়েছে:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا- خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا-

অর্থ : যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্য আছে ফিরদাউসের উদ্যান, সেথায় তারা স্থায়ী হবে, সেটা হতে স্থানান্তর কামনা করবে না।

সূরা ১৮, কাহাফ : আয়াত- ১০৭- ১০৮

আল্লাহর আনুগত্যের লংঘনকারী এবং তার সাথে কাউকে শরীককারীর জন্যই জাহান্নাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰٓى اِثْمًا عَظِيْمًا-

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করা ক্ষমা করেন না। এটা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; এবং যে কেউ আল্লাহর শরীক করে সে এক মহাপাপ করে।

সূরা ৪, নিসা : আয়াত- ৪৮

আরেক আয়াতে বলেন–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَ الْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ-

অর্থ : আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।

সূরা ৯৮, বাইয়্যিনাহ : আয়াত- ৬

ইসলামের আবির্ভাবের শুরু থেকেই ইসলাম বিরোধী শক্তি ইসলামের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত এবং অদ্যবধী সেই সংঘর্ষ চলমান। সম্ভাব্য সকল উপায়-উপকরন ব্যবহার করে ইসলাম

www.pathagar.com

বিরোধী শক্তি এ জমীন থেকে ইসলামের আলো নিভিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর বিবেচনা প্রসূত ও প্রজ্ঞাবান মানুষগুলোর কাছে তারা ইসলামকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। বিচক্ষণ মানুষেরা খুব সহজেই সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য করতে পেরেছে। অন্যান্য ধর্মালম্বী প্রখ্যাত মানুষেরা দলে দলে ইসলামকে জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহন করে মুসলমান হয়ে যাচ্ছে। যেখানে ইসলাম বিরোধী শক্তি বেশী তৎপর, সেখানেই মুসলমান বৃদ্ধির হার তুলনামূলক বেশী। এটিই ইসলামের পবিত্রতা ও সর্বজনীনতার বড় প্রমান। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন–

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ-

"আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং অবশ্য আমিই সেটার সংরক্ষক।" সূরা ১৫, হিজর : আয়াত- ৯

এখন আমরা রাসূল ﷺ-এর একটি চমৎকার বানী উদ্ধৃত করেই এই বই শেষ করবো।

'আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় বান্দা তিনি, যিনি সবচেয়ে উপকারী (অন্যের উপকার করে)। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় আমল হচ্ছে মুসলমানের মনে স্বস্থি এনে দেয়া (ভারাক্রান্ত মনে), ভুক্তভোগি কারও কষ্ট উপশম করা, অথবা তার ঋণ পরিশোধ করা, অথবা তার ক্ষুধা নিবারণ করা (উপযুক্ত খাদ্য প্রদান করে)। এমন কি মসজিদে পুরো এক মাস অবস্থান (করে ইবাদত) করার চেয়েও কোন মুসলমানের প্রয়োজনীয়তা পূরনের জন্য তার সাথে হাঁটা আমার কাছে অধিক উত্তম কাজ। যে ব্যক্তি (এই পৃথীবিতে) তার রাগকে নিয়ন্ত্রন করবে, আল্লাহ তার অপরাধগুলো ঢেকে দিবেন। যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করার সক্ষম হওয়া সত্বেও নিজের রাগ দমিয়ে রাখবে, আল্লাহ শেষ বিচারের দিন তার হৃদয় তুষ্টি ও প্রশান্তিতে ভড়িয়ে দিবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের

www.pathagar.com

জন্য সাক্ষ্য দেয়ার উদ্দেশ্যে হাটবেন, আল্লাহ তার পা কে সে দিন দ্রুত অগ্রসর করে দিবেন যেদিন তার পা পশ্চাৎপদ হবে ও হুমড়ী খেয়ে পড়বে। নিশ্চয় মন্দ চরিত্র ও আচরণ ঠিক সেভাবে ভাল কাজ ও পূন্য আমলকে নষ্ট করে সেভাবে ভিনেগার মধুকে নষ্ট করে।

www.pathagar.com

ISBN : 978 984 91468 0 3